সেনসেক্স : ৮৪,৯৬১.১৪ (-১০২.২০)

নিফটি : ২৬,১৪০.৭৫ (-৩৭.৯৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিবাদ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৫° সর্বোচ্চ	১০° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ	৯° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ	৯° সর্বনিম্ন	২৩° সর্বোচ্চ	১০° সর্বনিম্ন

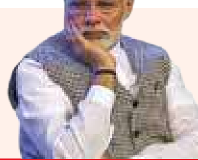

ট্রাম্পকে স্যর সম্বোধন মোদির! ৭

'২৭ বিশ্বকাপে রোকোকে দেখছেন কিউয়িরা
বিরাট-দর্শনে হুড়োহুড়ি ১১

২৩ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 8 January 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 230

অভিষেকের কর্মসূচিতে চক্ষু ছানাবড়া

নেতা নন, কর্পোরেট বস

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৭ জানুয়ারি : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি বলে কথা। বাঘা বাঘা নেতা থেকে শুরু করে পোড়খাওয়া সব সাংবাদিক এদিন জড়ো হয়েছিলেন দুই দিনাজপুরে। তবে দিনশেষে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কাছে ঘেঁষতে পারলেন ক'জন, সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন। সে তাঁরা কাছাকাছি যেতে পারুন বা না পারুন, একটা কথা সকলে একবাক্যে মেনে নিচ্ছেন, রাজনৈতিক কোনও নেতার কর্মসূচি আয়োজনের এমন ধরনধারণ তাঁদের কাছে নতুন। কোথায় কখন কী হবে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘোষণা আগে থেকেই করা। কোথায় কে থাকবেন, কার থাকার দরকার নেই, সেটাও নির্ধারিত। অভিষেককে লাইভ দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য লিংক দিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে গুগল ম্যাপে কোথায় কোন কর্মসূচি, তার অবস্থান বলে দেওয়া। সব কিছুতেই যেন কর্পোরেট ছোঁয়া। আর খোদ অভিষেক যেন কর্পোরেট বস।

এবি। এই এব্রিভিয়েশন বা সাংকেতিক নামেই এখন সবচেয়ে বেশি পরিচিত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট কুশলী পিকে'র টিমের সদস্যরাও সংবাদমাধ্যমের কাউকে ফোন করলে পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, এবি'র অফিস থেকে বলছি। গত কয়েক বছরে তৃণমূলের নম্বর টু দলীয় রাজনীতিকে পুরোপুরি কর্পোরেটাইজেশন করে ফেলেছেন। ভোট রাজনীতির কলাকৌশল থেকে শুরু করে স্লোগান ও প্রচার অভিযানের দিকনির্দেশ ঠিক করে দেওয়া এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরের ব্যবস্থাপনাও কর্পোরেট কায়দায় ঠিক করে দেন 'এবির অফিসের স্টাফরা'। বুধবার ইটাহারে অভিষেকের রোড শোয়ের আয়োজনেও দেখা গেল সবকিছু যেন কর্পোরেট সিস্টেমে বাঁধা। সাংসদের রোড শো নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে ইটাহারে পুলিশের তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পুলিশের দফায় দফায় বৈঠকে হাজির ছিলেন পিকে'র টিমের সদস্যরাও। হেলিপ্যাড পরিদর্শন থেকে শুরু করে কোন রুট দিয়ে রোড শো হবে তার সমস্তটাই ঠিক করার ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে এবি'র অফিসের সদস্যদের সঙ্গে। সংবাদমাধ্যমের লোকজন কোথায় থাকবেন, কীভাবে রোড শো কভার করবেন, তাঁদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া এমনকি প্রয়োজনীয় ছবি ও ভিডিও সরবরাহ করার দায়িত্বও এখন এবি'র অফিসের ওই ইভেন্ট ম্যানেজারদের কাঁধে। সেইমতোই এদিন ইটাহারে অভিষেকের

> আমি যখন গাড়ির উপরে উঠে মানুষের ভিড় ডান দিক, বাম দিক সামনে-পিছনে দেখছিলাম, আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল ২০২৩ সালের নবজোয়ারের কথা। কিন্তু আজকের কর্মসূচি সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ইটাহারে অভিষেকের রোড শো তে জনসমুদ্র। বুধবার।

পদ্ম পালে 'মোহনী' হাওয়া

সমীর দাস ও অভিজিৎ ঘোষ

কালচিনি ও আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : একেই বলে রাজনীতির উলটপুরাণ। এক সময়ে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি পদে ছিলেন মোহন শর্মা। সেসময় বিজেপির জেলা সভাপতি পদে জেলার মাটি কাঁপিয়েছেন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। কয়েক বছরের মধ্যেই জেলার রাজনীতিতে টুইস্ট। বর্তমানে গঙ্গাপ্রসাদ তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান। আর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সন্ন্যাস কাটিয়ে মোহন বর্তমানে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক পদে। অবশ্য, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগেই মোহন তৃণমূল ছেড়ে পদ্ম শিবিরে নাম লিখিয়েছিলেন। তবে নির্বাচনের পর থেকে মোহনকে গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যায়নি। এদিকে, এবছর বিধানসভা ভোটের আগে ফের বিজেপির ব্যাটন ধরেছেন মোহন। বুধবারই রাজ্য বিজেপির তরফে মোহনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য সম্পাদক পদে।

> তিন 'এক্কায়' ভর দিয়ে জয়ের স্বপ্ন বিজেপির

আর এতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার রাজনীতিতে। এর আগে একাধিকবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরবেন বলে জানিয়েছিলেন মোহন। তবে কোন দলের হয়ে কাজ করবেন, তা এতদিন খোলসা করেননি। জেলার রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মোহন ও গঙ্গার মধ্যে টানাপোড়েন জেলার রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

মোহনকে সামনে রেখে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফলের আশা করছে বিজেপি।

এরপর দশের পাতায়

পদ্ম ঘাঁটিতে তৃণমূলে দ্বন্দ্বের চোরাস্রোত

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে শীতলকুচি

ভোটের অঙ্ক

শিবশংকর সূত্রধর ও বিশ্বজিৎ সাহা

শীতলকুচি, ৭ জানুয়ারি : কোচবিহারের রাজনীতিতে যাঁর নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয় অথচ যিনি কোনওদিনই সক্রিয় রাজনীতির অংশ ছিলেন না তিনি মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা। তৃণমূল কংগ্রেস হোক বা বিজেপি, সিপিএম হোক বা অন্য কেউ, ক্ষমতার রাজনীতিতে পা রাখার আগে প্রত্যেককেই যেন পঞ্চাননের দরবারে মাথা নোয়াতেই হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভরা সভামঞ্চে পঞ্চানন বর্মার মূর্তি স্পর্শ করে 'বাংলাকে বাঁচানোর' শপথ নেন। আবার বিজেপির তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তী সভার আগে মালা পরিয়ে আসেন সেই একই মূর্তিতে। কোচবিহারের আবেগ যে পঞ্চাননকেন্দ্রিক, রাজনীতির কারিগরেরা তা ভালো করেই জানেন। কিন্তু আবেগ জানলেই কি দায়িত্ব শেষ হয়? শীতলকুচিতে পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটের সামনে দাঁড়ালে সে প্রশ্নই সবচেয়ে জোরালো হয়ে ওঠে। শ্রদ্ধার ফুল যত, কাজের চিহ্ন ততটাই অপ্রতুল।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য তাঁর জন্মভিটে খলিসামারিতে তড়িঘড়ি শিলান্যাস হয়েছিল। আশা জেগেছিল এবার অন্তত জন্মভূমি পাবে প্রাপ্য সম্মান। কিন্তু পাঁচ বছর পেরিয়ে শিলান্যাসের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মাত্র দুটি ঘর। সেখানে আজও শুরু হয়নি পাঠদান। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন নিজেকে পঞ্চানন অনুরাগী বলেই পরিচয় দেন। রাজ্য সরকারের এই গড়িমসি নিয়ে তাঁর অবস্থান কী সে প্রশ্ন স্থানীয়দের মনে বারবার উঁকি দেয়। অবশ্য গিরীন্দ্রনাথদের উদ্যোগে একটি ট্রাস্ট গড়ে পাশের জমিতে পড়াশোনার ঘর তৈরির কাজ চলছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, যেখানে রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের শিলান্যাস করেছে, সেখানে আলাদা করে ট্রাস্টের প্রয়োজন কেন? তবে কি সরকারের ওপর আস্থার অভাবই এই সমান্তরাল উদ্যোগের কারণ? আজও সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি।

পঞ্চাননের জন্মভিটে আপাতত থাক। গত পাঁচ বছরে শীতলকুচি বিধানসভা এলাকায় কী উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে তার হিসেব করতে গেলে তালিকা ছোটই থেকে যায়। কিছু রাস্তা সংস্কার, পানীয় জলের প্রকল্প, ছোটখাটো কাজ ছাড়া বড় কোনও পরিবর্তনের ছাপ চোখে পড়ে না। অথচ চাহিদার শেষ নেই। শীতলকুচি ব্লকে নেই কোনও হিমঘর। গার্লস স্কুলের দাবি বছরের পর বছর ঘুরপাক খাচ্ছে। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের জোরপাটকিতে ধরলা নদীর হাসানের ঘাটে সেতু তৈরির দাবি বহু দশকের পুরোনো হলেও আজও তা বাস্তবের মুখ দেখেনি। নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন শিবপুর, নগর গোপালগঞ্জের বাসিন্দারা যেন উন্নয়নের মানচিত্রে আজও প্রান্তিক।

এরপর দশের পাতায়

খলিসামারিতে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের এই হাল।

গেরুয়া শিবিরের তুরুপের তাস উত্তরবঙ্গ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের বৈতরণি পার হতে বঙ্গ বিজেপি যে আক্ষরিক অর্থেই উত্তরবঙ্গকে তাদের 'পদ্মবন' হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে, বুধবার ঘোষিত দলের রাজ্য কমিটি তারই অকাট্য প্রমাণ। শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ঘোষিত ৩৫ জনের এই রাজ্য কমিটিতে উত্তরবঙ্গের অন্তত ৯ জন প্রতিনিধিকে ঠাঁই দিয়ে গেরুয়া শিবির স্পষ্ট করে দিল, আগামীদিনে তাদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের ভরকেন্দ্র হতে চলেছে উত্তরই।

- ছাব্বিশের কথা মাথায় রেখে ৩৫ জনের রাজ্য কমিটি ঘোষণা
- তালিকায় ৯ জনই উত্তরবঙ্গের। এছাড়া এসটি মোর্চা ও সংখ্যালঘু মোর্চা নেতৃত্বেও উত্তরের মুখ
- নিয়ম ভেঙে ঠাঁই উত্তরের দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ ও দীপক বর্মনের

রাজ্য কমিটি সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের। শমীক বলছেন, 'আমি কি যাঁদের কমিটিতে রাখতে চেয়েছি তার সবটা পেরেছি? আসলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি, রাজ্য কমিটি হল এক ধরনের বহমানতা। পদটা কিছু নয়, দলের পতাকাই আসল।'

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর ঘোষিত এই তালিকায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক সাংগঠনিক জেলা কার্যত ব্রাত্য থাকলেও, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে কোনও আপস করা হয়নি। ৫ জন সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে জলপাইগুড়ির বাপি গোস্বামীকে,

এরপর দশের পাতায়

শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কাটল পরীক্ষা-জট

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা আপাতত কাটল। মঙ্গলবার দীর্ঘ বৈঠক করেও সমস্যার সমাধানের পথ বের করতে ব্যর্থ হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয়। সে খবর প্রকাশিত হতেই উত্তরবঙ্গজুড়ে হইচই পড়ে যায়। বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষরা সরাসরি শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানান। স্বাভাবিকভাবে অভিভাবকরাও চিন্তিত হয়ে পড়েন। ভোটের মুখে ওই ঘটনায় তৃণমূল নেতারাও বেশ চাপে পড়ে যান। উত্তরবঙ্গের কয়েকজন নেতাও কলকাতায় বিষয়টি জানান। খবর পৌঁছায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে শিক্ষামন্ত্রী নিজে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কাজকর্মের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার এমডি ডি মণ্ডলের সঙ্গে কথা হয় শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের। তারপরই আপাতত পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে রাজি হন এমডি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

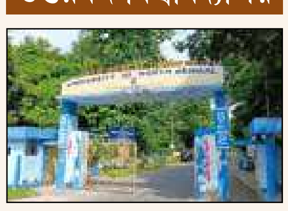

ডি মণ্ডলের বক্তব্য, 'রাজ্য সরকারের উপরমহল থেকে নির্দেশ পেয়েছি। সেখান থেকে পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। বকেয়া মিটিয়ে দেবার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। এমন জায়গা থেকে বলা হয়েছে যে, আমি সেই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি। যেখান থেকে বলা হয়েছে সেখানকার উপর বিশ্বাস রাখতেই হবে। তাই আপাতত কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তবে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের উপর যে তাঁর ভরসা নেই এদিন ঠারেঠোরে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন এমডি। তাঁর কথা, 'ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার তো টাকা দিতে চাইছেন না। মঙ্গলবারের সিদ্ধান্ত বদলেছি উপরমহলের আশ্বাসেই।' ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস অবশ্য এবিষয়ে কোনও কথা বলতে চাননি।

মঙ্গলবার থেকেই স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের বিভিন্ন পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল। সেই পরীক্ষা যে নির্দিষ্ট সময়ে হবে না তা সোমবার একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

লিখিত প্রতিশ্রুতিতে উঠল ধর্না

তিনের পাতায়

'গাঁজাগ্রামে' পুলিশের হানা

চারের পাতায়

শূন্য ক্লাসরুমে একা শিক্ষিকা

বিকেলের পর স্কুলই যেন 'মদের ঠেক'

আঁধারে পাঠশালা

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৭ জানুয়ারি : বড় বড় শ্রেণিকক্ষ, সামনে খোলা মাঠ, আর মাথার ওপর ছাদ- একটি স্কুলের যা যা থাকার কথা, তার সবই আছে। রয়েছেন একজন শিক্ষিকাও। কিন্তু যা থাকলে একটি স্কুল প্রাণ পায়, সেই পড়ুয়ার সংখ্যাই শূন্য! শুনতে অবাক লাগলেও উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলের বর্তমান ছবিটা ঠিক এমনই। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটা যেন এই স্কুলের প্রতিটি ইটে খোদাই করা হয়ে গিয়েছে। যেখানে রাজ্যের বহু স্কুলে পড়ুয়ার চাপে স্থান সংকুলান হয় না, সেখানে একটি সরকারি গার্লস স্কুল কীভাবে ছাত্রীশূন্য হয়ে ধুঁকছে, তা দেখে কপালে ভাঁজ পড়েছে খোদ প্রশাসনিক কর্তাদেরও।

স্কুলের বারান্দায় শুকোনো হচ্ছে জামাকাপড়।

চাকুলিয়া বাজার থেকে কিছুটা দক্ষিণে, সুধানি নদীর গা ঘেঁষে ২০১০ সালে বড় স্বপ্ন নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই বিদ্যালয়টি। এলাকাবাসীর আশা ছিল, ঘরের মেয়েরা ঘরের কাছেই শিক্ষার আলো পাবে। শুরুর দিকে ছবিটা আশাব্যঞ্জকই ছিল। ২০১৩-'১৪ শিক্ষাবর্ষেও স্কুলের প্রাঙ্গণ প্রায় ২৪০ জন ছাত্রীর কলরবে মুখরিত থাকত। পড়াশোনা থেকে খেলাধুলো-সবমিলিয়ে বেশ জমজমাট ছিল পরিবেশ। কিন্তু ছন্দপতন ঘটতে শুরু করে এরপর থেকেই। ২০২১ সালে ছাত্রীর সংখ্যা একধাক্কায় নেমে আসে ৫০-এ, আর ২০২৩ সালে তা এসে ঠেকে মাত্র পাঁচে। সেই পাঁচজনও আর থাকেনি, টিসি নিয়ে চলে গিয়েছে অন্য স্কুলে। বর্তমানে স্কুলের হাজিরা খাতা একেবারে শূন্য। অথচ এই স্কুল থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে অবস্থিত চাকুলিয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার।

এরপর দশের পাতায়

বুথের সব ভোটারকে শুনানিতে ডাক

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে একের পর এক সমস্যার কথা সামনে আসছে। এবার ফালাকাটার মশল্লাপট্টির একটি বুথের সিংহভাগ ভোটারকেই শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ড্রাফট লিস্টে নাম নেই খোদ এলাকার কাউন্সিলার লক্ষ্মী মিশ্র চক্রবর্তীর। এমনকি তৃণমূলের জেলার সাধারণ সম্পাদক এলাকার দাপুটে নেতা শুভব্রত দে-র নামও বাদ গিয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়েছে নাগরিকদের মধ্যে। প্রশাসন সূত্রে খবর, সম্ভবত রাজ্যে এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল যেখানে এক বুথের প্রায় সবার নামেই নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমে। তৃণমূল অবশ্য এই ঘটনার পিছনে বিজেপি ও সিপিএমের যোগসাজশ দেখছে।

সমস্যার সমাধান না হলে শাসকদল ব্লক নির্বাচন সেল ঘেরাও করে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে। আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, 'হয়তো টেকনিকাল কারণেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

এসআইআর নিয়ে ফালাকাটার মশল্লাপট্টিতে কী ঘটেছে? প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে পড়েছে মশল্লাপট্টি। মোট ৩টি বুথ আছে এখানে। এর মধ্যে ২০০ নম্বর বুথে মোট ভোটার রয়েছেন ৫০৯ জন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় সকলেরই নাম রয়েছে। কিন্তু এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশ হতেই ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটে যায়। দেখা যায়, ৫০৯ জন ভোটারের মধ্যে ৪৭৮ জনের নাম নেই। প্রথম দিকে ভোটাররা ভেবেছিলেন বিষয়টি মিটে যাবে। কিন্তু এখন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি নোটিশ দিচ্ছেন এলাকার বিএলও বাসন্তী পাল। শুনানির নোটিশ পেয়েই নাগরিকদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। গোটা পাড়ায় নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ৪৭৮ জন নোটিশপ্রাপকের মধ্যে এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলার লক্ষ্মী মিশ্র চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবার আছে। এছাড়াও এলাকার দাপুটে তৃণমূল

ফালাকাটার বিডিও অফিসে শুনানিতে উপচে পড়েছে ভিড়।

> হয়তো টেকনিকাল কারণেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।
>
> **দেবব্রত রায়**
> মহকুমা শাসক, আলিপুরদুয়ার

এরপর দশের পাতায়

শ্রমিকদের তথ্য নিচ্ছে টি বোর্ড

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ জানুয়ারি : কেন্দ্রের বরাদ্দকৃত ৩১৩.৩০ কোটি টাকা সরাসরি চা শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া নিয়ে টি বোর্ড চিন্তাভাবনা শুরু করল বলে মনে করা হচ্ছে। শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ নানা তথ্য সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা নামের ওই প্রকল্পটিতে ২০২১-'২২ অর্থবর্ষের বাজেটে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ৯৯৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ২০২৪-'২৫ থেকে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের সময়কালে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের আওতাধীন টি বোর্ড প্রকল্পটিকে বলবত করতে এগিয়ে আসে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৩১৩.৩০ কোটি পাশাপাশি অসমের জন্য ৬৮৫.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। অভিযোগ, অসমে ওই টাকা শ্রমিক কল্যাণে খরচ হলেও এরাজ্যে এখনও তা করা হয়নি।

বোর্ডের উত্তরবঙ্গের এক আধিকারিক জানালেন, ডেটাবেস তৈরির জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা দেওয়া হবে কি না সেটা নিয়ে আমাদের কাছে অন্তত কোনও খবর নেই। উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের দাবি, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা মেলেনি। ফলে টি বোর্ডের পক্ষ থেকে ওই টাকা সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা স্পষ্ট বলেন, 'টি বোর্ডের মনিটরিংয়ে রাজ্যের একটি কমিটি গড়ে ওই টাকা কীভাবে খরচ করা যেতে পারে তার প্রস্তাব পাঠাতে বলা হলেও রাজ্য সরকার তা করেনি। তাই আমরা চাই বরাদ্দ সরাসরি শ্রমিকদের দেওয়া হোক। এতে একেকজন শ্রমিক ১০-১৫ হাজার টাকা করে পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।'

অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার ভাবনা

তবে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বারা ওরাওঁয়ের পালটা অভিযোগ, রাজ্য সহযোগিতা করেনি এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যে। ভোট আসতেই বিজেপি ফের প্রতিশ্রুতির ফানুস ওড়াতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, 'চা শ্রমিকদের উন্নয়নের সঙ্গে কোনও রাজনীতির খেলা চলবে না। এতদিন উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলি থেকে শ্রমিকদের ভোট নিয়েও কেন্দ্র কোনও কাজই করেনি।'

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'গত অগাস্ট মাসে কুন্নুরে টি বোর্ডের সভাতেও এই বিষয় নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। ক্ষুদ্র চা চাষিরা কাঁচা পাতার ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত। মিলছে না সহায়কমূল্যও।'

হতাশ কোচবিহারবাসী

নতুন বছরেও নামেনি বিমান

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার বিমানবন্দর। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : টানা ১০ দিন কোচবিহারের আকাশে বিমানের দেখা নেই। সংশ্লিষ্ট সংস্থা সময়ের আগেই কি বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিতে চাইছে, সেই আশঙ্কার কথা এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে। তবে কি সেই আশঙ্কাই সত্যি হচ্ছে? বছর শুরু হতে পরপর ক'দিনের বিমান বাতিলের ঘটনায় অন্তত সেরকমই মনে হচ্ছে।

কোচবিহার এয়ারপোর্ট অথরিটির ডিরেক্টর শুভাশিস পাল আবার জানালেন, বৃহস্পতিবার বিমান যথাসময়ে চলবে। কিন্তু শুক্রবারের বিষয়ে এখনই কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর কথায়, 'আমাদের কাছেও কোনও খবর না আসায় আমরা আগে থেকে এখানকার যাত্রীদের কিছু জানাতে পারছি না। বিমান নিয়মিত চললে সকলেরই সুবিধা হত।'

২৮ ডিসেম্বরের পর আর বিমান নামেনি কোচবিহার বিমানবন্দরে। বুধবারও বিমান বাতিল ছিল। যাত্রার আগের দিন কর্তৃপক্ষ বিমান বাতিলের খবর জানাচ্ছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। যেমন, মঙ্গলবার ওই বিমানে কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল হাজরাপাড়া নিবাসী প্রমথেশ দত্ত রায়ের। কলকাতায় চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া ছিল। কিন্তু আগেরদিন অনেক দেরিতে মেসেজে বিমান বাতিলের খবর পান। শেষমুহূর্তে রেলের তৎকাল টিকিট বা বাগডোগরা থেকে বিমানের টিকিট না পাওয়ায় যেতে পারলেন না বৃদ্ধ। বললেন, 'আমার স্ত্রীর বয়স ৮২। আমাদের দুজনেরই ডাক্তার দেখানোর কথা ছিল। কিন্তু এই গোলযোগের কারণে সেটা হয়ে উঠল না। আবার যে কবে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ পাব, কিছুই জানি না। বিমান সংস্থা কোচবিহারের মানুষের সঙ্গে কেন এই ছেলেখেলা করছে, বুঝতে পারছি না।'

■ ২৮ ডিসেম্বরের পর থেকে আর বিমান নামেনি
■ কোচবিহার বিমানবন্দরে বুধবারও বিমান বাতিল ছিল
■ বৃহস্পতিবার বিমান চলবে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ

জানুয়ারি মাসের প্রায় প্রতিদিনই বিমানের নয়টা সিট বুক ছিল। অথচ বিমানের অনিশ্চয়তার জন্য ইদানীং টিকিট বাতিল করছেন যাত্রীরা। মঙ্গলবার নয়টা টিকিট বাতিল হয়েছে এই বিমানের। কলকাতায় স্বাস্থ্য ভবনে মিটিংয়ে যোগ দিতে ২৭ তারিখ বিমানের টিকিট পেয়েছিলেন মহিষবাথানের কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়। যদি সময়ে পৌঁছাতে না পারেন, সেজন্য বিমানের টিকিট বাতিল করে ট্রেনের টিকিটের খোঁজ করছেন।

সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার মতে, বিমান নিয়ে যা হচ্ছে পুরোটাই রাজনীতি। সামনে বিধানসভা নির্বাচন। সেই কারণে উত্তরবঙ্গের মানুষকে ভুল বোঝাতে উড়ান বাতিল করল কেন্দ্র সরকার। তাঁর কথায়, 'এই বিমানে কোচবিহারের অন্তত নয়জন মানুষ তো প্রয়োজনে দ্রুত কলকাতা যেতে পারতেন। আর চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই বিমান সংস্থা কোচবিহারের মানুষের সঙ্গে যা করছে, তা মেনে নেওয়া যায় না।' যাত্রী হয়রানির বিষয়টি স্বীকার করলেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি নিশীথ প্রামাণিকও। তাঁর বক্তব্য, 'এখানে বিমান পরিষেবা চালুর সময় যথেষ্ট পরিশ্রম করা হয়েছে। এখন যিনি সাংসদ রয়েছেন, তাঁকে এই বিষয়ে অনেক তৎপর হতে হবে। লোকসভায় গিয়ে ঘুমালে চলবে না।'

আচমকা অসুস্থ করিমুল

ক্রান্তি, ৭ জানুয়ারি : হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লেন পদ্মশ্রী করিমুল হক। বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে তাঁর চিকিৎসা চলছে। জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে জলপাইগুড়িতে একটি বেসরকারি স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন করিমুল। সেখানেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তিনি জ্ঞান হারান। তাঁকে প্রথমে জলপাইগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। করিমুল হকের আপ্তসহায়ক প্রতিমা রায় জানান, করিমুল বুকে ব্যথা অনুভব করছেন। সমস্ত রকম পরীক্ষানিরীক্ষার পরই তাঁর শারীরিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে প্রতিমা জানিয়েছেন।

সংবাদকর্মীর মাতৃবিয়োগ

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি দপ্তরে কর্মরত পোর্টাল হেড সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মাতৃবিয়োগ হয়েছে। বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাঁর মা শিবানী ভট্টাচার্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। দিন তিনেক আগেই শ্বাসকষ্ট নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। মৃত্যুকালে তিনি দুই সন্তান সহ পরিবারের বাকি সদস্যদের রেখে গিয়েছেন।

ক্যানসার জয়

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : এক মানবিক অধ্যায়ের সাক্ষী থাকল রাঙ্গাপানির মণিপাল হসপিটাল। বেলাকোবার এক ৫০ বছর বয়সি বীরাজ সেন (নাম পরিবর্তিত) ক্যানসার জয় করে প্রায় নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। তাঁর জিভের ক্যানসার ধরা পড়েছিল। হাসপাতালে কনসালট্যান্ট- হেড অ্যান্ড নেক সার্জিক্যাল অনকোলজি- মণীশ গোস্বামী, অ্যাসোসিয়েট কনসালট্যান্ট- হেড অ্যান্ড নেক সার্জিক্যাল অনকোলজি শতদ্রু রায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়।

অস্ত্রোপচারের পর তিনি অনকোলজি বিভাগের সিনিয়ার কনসালট্যান্ট সৌরভ গুহের অধীনে রেডিয়েশন থেরাপি নেন। পরে তিনি পরিবহণ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়েছেন।

অ্যাফিডেভিট

আমি Masidur Rahman Chowdhury গ্রাম ও পোঃ- বালিয়াডাঙ্গা, থানা - কালিয়াচক জেলা - মালদহ, পিন - 732201, আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণ পত্রে (যার রেজি নং 9711, dt . 08-10-2009) মেয়ের নাম, আমার নাম ও আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 06-12-2025 তারিখে প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Mst. Alisha Chowdhury থেকে Alisha Chowdhury, আমার নাম Masidur Rahaman Chowdhury থেকে Masidur Rahman Chowdhury ও স্ত্রীর নাম Selina Sultana থেকে Selina Sultana Chowdhury করা হইল। (C/119940)

অ্যাফিডেভিট

পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 22.12.2025 তারিখে J.M. কোর্ট 2nd জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Lyajen Debnath এবং Lagen Debnath এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/119269)

•

আধার কার্ড নং 6538 9201 2400 আমার নাম ভুল থাকায় গত 03-01-2026 নোটারী পাবলিক, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ashraf Miya এবং Asraful Hoque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দেওয়ানহাট, নবাবগঞ্জ বালাসী, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। পিন - 736134. (C/118980)

•

আমি Ruma Rajesh Singh - W/o - Rajesh Singh গ্রাম - স্কুলপাড়া (নিচু অংশ), পোঃ- মঙ্গলবাড়ী থানা - মালদা, জেলা - মালদা, আমার মেয়ের জন্মসংশা পত্রে যার Reg No - 2102 Dt. 05/02/2010 SL No.- B7012, আমার নাম ভুল থাকায় গত ০২/০৮/২০২৫ 'এ' প্রথম শ্রেণী J.M. মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Rumi Singh থেকে Ruma Rajesh Singh করা হলো। (C/119941)

•

আমি Tahera Bibi, W/o - Abdul Hakim গ্রাম - সম্বলপুর, থানা - পুখুরিয়া ব্লক রতুয়া -II, জেলা - মালদা, আমার ছেলের জন্ম প্রমাণ পত্রে যার Regi No - 566, dt - 21/10/2005 ছেলের নাম Nobab Sorif আছে। আধার কার্ডে (যার নং 4115 3776 7419) ছেলের নাম Nasirul Alam থাকায় গত 05/05/2024 তারিখে মালদা 1st শ্রেণী J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছেলের নাম Nasirul Alam থেকে Nobab Sarif করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

(M/115447)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৯৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference **NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-010/2025-26** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.

visit **www.wbtenders.gov.in** and Office Notice Board for further details.

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

TENDER NOTICE

NIT :100 & 102 fund: XV FC & 101 fund: MDW & 103 fund: SDRF & 91 (2ND call) fund: APAS & 104 fund: APAS is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT :100 is 14/01/26, NIT No: 101/102 & 103 is 20/01/26, NIT No 104 is 12/01/26, NIT 91(2ND call) is 10/01/26. The details of the NIT may be viewed & downloaded from https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

Tender Notice

Sealed tenders are invited from Bonafide suppliers vide NIT No. MSMET/DO(H)COB/NIT01(e)/25-26 Tender ID. 2026_DOTH_985027_1 Last date of submission is 28.01.2026 up to 2.00 pm. Details may be seen at the office on any working day or visit. **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Development Officer (Handloom)
Coochbehar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Labour Department
NOTICE
Walk-in-Interview for Doctors

Memo No.: 19/Labr/TD/2026 Dated: 07.01.2026

A Walk-in-Interview will be conducted on 14th January, 2026 at 10:00 A.M onwards at Shramik Bhawan, Dagapur Complex, P.O:- Pradhan Nagar, Siliguri-734003, West Bengal, for engagement of following personnel on purely part-time contractual basis in the Health Centres in different tea gardens of North Bengal.

(a) Medical Officer (Part-time)- 47 [Forty Seven] (Approx.);

(b) Minimum Qualification- MBBS.

Please visit the website – esiwb.gov.in for detailed information regarding eligibility criteria and other terms & conditions.

Sd/-
(Dr. Amit Bhattacharya)
Chairman, Selection Committee & Deputy Director (Medical), ESI-MB, WB, Labour Department, Government of West Bengal

আজ টিভিতে

এক্সট্রিম স্নেক বিকেল ৪.০০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ আলো, দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.৩০ টেনিদা অ্যান্ড কোম্পানি, সন্ধে ৬.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ, রাত ৯.৩০ সেন্টিমেন্টাল
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৩.৪৫ মন মানে না, সন্ধে ৬.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ৯.৩০ দুই পৃথিবী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমাদের সংসার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫২ হম আপকে হ্যায় কওন, সন্ধে ৭.৫৯ সূর্যবংশী, রাত ১০.৫৬ ভজে বায়ু বেগম
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৩ আচার্য, দুপুর ১.৫৩ অখণ্ড, বিকেল ৫.০৬ কৃষ্ণা, সন্ধে ৭.৫৮ অহো বিক্রমার্কা, রাত ১০.২৮ ঘোস্ট
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.১৭ ফিলৌরি, দুপুর ১.৩৭ অগলি অওর পগলি, বিকেল ৩.৪০ বিস্ফোট, ৫.৫২ বধাই হো, রাত ৮.০০ মেরি কম, ১০.০৬ গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর-টু
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৯ খট্টা মিঠা, দুপুর ২.০৬ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, বিকেল ৫.১৪ সুপ্রিম খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ৯.৫৩ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫০ গব্বর ইজ ব্যাক, বিকেল ৩.০০ দিল হ্যায় তুমহারা, সন্ধে ৬.৫০ শোলে, রাত ১০.৫০ অপমান কি আগ

শীতের গরম ধোঁয়া পর্ব

স্বচ্ছতোয়া শিলু রাঁধবেন ভেজ প্রোটিন মিল এবং রেড সুপ।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

টেনিদা অ্যান্ড কোম্পানি
বিকেল ৪.৩০ **জলসা মুভিজ**

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ **আকাশ আট**

ইন্ডিয়ান ব্যাংক | Indian Bank | ALLAHABAD

জোনাল কার্যালয় শিলিগুড়ি : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ফোন : ০৩৫৩-২৫২৫৫৩৮, ফ্যাক্স – ০৩৫৩-২৪৩১১৭৬

সংশোধনী

মেসার্স সদানন্দ রাধিকা মঙ্গল চ্যারিটেবল ট্রাস্ট-এর স্থাবর সম্পত্তির জন্য ০৩.০১.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম নোটিশটি ০৬.০১.২০২৬ তারিখে 'দ্য স্টেটসম্যান' এবং 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে ভুলবশত উল্লেখিত অর্থমূল্য টাকাঃ ৩৫,৫৯,৮৯,৪৪৭.০০ (টাকা পঁয়ত্রিশ কোটি উনষাট লক্ষ উননব্বই হাজার চারশত সাতচল্লিশ মাত্র)-এর পরিবর্তে টাঃ ৪১,১৮,৩৮,৪৬৬.০০ (টাকা একচল্লিশ কোটি আঠারো লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশত ছেষট্টি) পড়তে হবে।

অনুমোদিত আধিকারিক

অন্ডাল ও দুর্গাপুর স্টেশনের মধ্যে কিছু মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন আংশিক বাতিল

দুর্গাপুর স্টেশনের পরিবর্তে অন্ডাল স্টেশনে নিম্নলিখিত মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির লোকোমোটিভ রিভার্সাল ৩১/০৩/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সুতরাং, এই ট্রেনগুলি তাদের নির্ধারিত যাত্রাপথ আসানসোল - অন্ডাল - দুর্গাপুর - অন্ডাল - সাঁইথিয়া হয়ে চলার পরিবর্তে **আসানসোল - অন্ডাল - সাঁইথিয়া** হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে এবং **অন্ডাল ও দুর্গাপুর স্টেশনের** মধ্যে আংশিক বাতিল থাকবে।

(১) **১২৫৫১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - কামাখ্যা এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০/০১, ১৭/০১, ২৪/০১, ৩১/০১, ০৭/০২, ১৪/০২, ২১/০২, ২৮/০২, ০৭/০৩, ১৪/০৩, ২১/০৩ ও ২৮/০৩/২০২৬)। (২) **১২৫৫২ কামাখ্যা - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪/০১, ২১/০১, ২৮/০১, ০৪/০২, ১১/০২, ১৮/০২, ২৫/০২, ০৪/০৩, ১১/০৩, ১৮/০৩ ও ২৫/০৩/২০২৬)। (৩) **১৩৪১৭ দীঘা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫/০১, ২২/০১, ২৯/০১, ০৫/০২, ১২/০২, ১৯/০২, ২৬/০২, ০৫/০৩, ১২/০৩, ১৯/০৩ ও ২৬/০৩/২০২৬)। (৪) **১৩৪১৮ মালদা টাউন - দীঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫/০১, ২২/০১, ২৯/০১, ০৫/০২, ১২/০২, ১৯/০২, ২৬/০২, ০৫/০৩, ১২/০৩, ১৯/০৩ ও ২৬/০৩/২০২৬)। (৫) **১৩৪২৫ মালদা টাউন - সুরাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০/০১, ১৭/০১, ২৪/০১, ৩১/০১, ০৭/০২, ১৪/০২, ২১/০২, ২৮/০২, ০৭/০৩, ১৪/০৩, ২১/০৩ ও ২৮/০৩/২০২৬)। (৬) **১৩৪২৬ সুরাট - মালদা টাউন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/০১, ১৯/০১, ২৬/০১, ০২/০২, ০৯/০২, ১৬/০২, ২৩/০২, ০২/০৩, ০৯/০৩, ১৬/০৩, ২৩/০৩ ও ৩০/০৩/২০২৬)। (৭) **১৫৬২৯ তাম্বরম - শিলঘাট টাউন নগাঁও এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/০১, ১৯/০১, ২৬/০১, ০২/০২, ০৯/০২, ১৬/০২, ২৩/০২, ০২/০৩, ০৯/০৩, ১৬/০৩, ২৩/০৩ ও ৩০/০৩/২০২৬)। (৮) **১৫৬৩০ শিলঘাট টাউন - তাম্বরম নগাঁও এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯/০১, ১৬/০১, ২৩/০১, ৩০/০১, ০৬/০২, ১৩/০২, ২০/০২, ২৭/০২, ০৬/০৩, ১৩/০৩, ২০/০৩ ও ২৭/০৩/২০২৬)। (৯) **১৫৬৪০ কামাখ্যা - পুরী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১/০১, ১৮/০১, ২৫/০১, ০১/০২, ০৮/০২, ১৫/০২, ২২/০২, ০১/০৩, ০৮/০৩, ১৫/০৩, ২২/০৩ ও ২৯/০৩/২০২৬)। (১০) **১৫৬৬১ রাঁচী - কামাখ্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪/০১, ২১/০১, ২৮/০১, ০৪/০২, ১১/০২, ১৮/০২, ২৫/০২, ০৪/০৩, ১১/০৩, ১৮/০৩ ও ২৫/০৩/২০২৬)। (১১) **১৫৬৬২ কামাখ্যা - রাঁচী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩/০১, ২০/০১, ২৭/০১, ০৩/০২, ১০/০২, ১৭/০২, ২৪/০২, ০৩/০৩, ১০/০৩, ১৭/০৩, ২৪/০৩ ও ৩১/০৩/২০২৬)। (১২) **১৫৯২৯ তাম্বরম - নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫/০১, ২২/০১, ২৯/০১, ০৫/০২, ১২/০২, ১৯/০২, ২৬/০২, ০৫/০৩, ১২/০৩, ১৯/০৩ ও ২৬/০৩/২০২৬)। (১৩) **১৫৯৩০ নিউ তিনসুকিয়া-তাম্বরম এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/০১, ১৯/০১, ২৬/০১, ০২/০২, ০৯/০২, ১৬/০২, ২৩/০২, ০২/০৩, ০৯/০৩, ১৬/০৩, ২৩/০৩ ও ৩০/০৩/২০২৬)। (১৪) **২২৬১১ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল - নিউ জলপাইগুড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪/০১, ২১/০১, ২৮/০১, ০৪/০২, ১১/০২, ১৮/০২, ২৫/০২, ০৪/০৩, ১১/০৩, ১৮/০৩ ও ২৫/০৩/২০২৬)। (১৫) **২২৬১২ নিউ জলপাইগুড়ি - এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯/০১, ১৬/০১, ২৩/০১, ৩০/০১, ০৬/০২, ১৩/০২, ২০/০২, ২৭/০২, ০৬/০৩, ১৩/০৩, ২০/০৩ ও ২৭/০৩/২০২৬)।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল

পূর্ব রেলওয়ে

ধানখেতে দৌড়ে লক্ষ্যপূরণ খুদের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ জানুয়ারি : এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব!

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাংলা-বিহার সীমানাবর্তী সাদলি চক অঞ্চলের প্রান্তিক গ্রাম ইংলিশ টিকাটুলির বাসিন্দা বছর সাতেকের আবদুল কাশিমের গল্পটা রূপকথার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। বাবা দিনমজুর। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। কিন্তু একরত্তির বুকের জেদ দমে না। ধানখেতে দৌড় অনুশীলন করে রাজ্য শিশু ক্রীড়া উৎসবে সুযোগ পেয়েছে আবদুল। ৮ জানুয়ারি সে দক্ষিণ ২৪ পরগনার হাবড়ায় বাণীপুর ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজের ক্যাম্পাসে আয়োজিত ওই উৎসবে মালদা জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে।

মঙ্গলবার আবদুল হরিশ্চন্দ্রপুর জোনের হয়ে মালদা জেলা প্রাথমিক শিশু ক্রীড়া উৎসবে প্রথম স্থান অর্জন করে। অবশ্য এর আগেও সে অঞ্চল সার্কেল ও জোনাল খেলায় ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। আবদুল ইমামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। তার বাবা শোনাব্দী পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন। তবে এখন ভিনরাজ্যে কাজ না পেয়ে এলাকায় দিনমজুরের কাজ করেন। মা সুরাতন বিবি সংসার সামলান। অর্থের অভাবে ছেলেকে সেভাবে কোনও প্রশিক্ষণ দিতে পারেননি।

শোনাব্দী বলেন, 'ছেলে ভালো দৌড়াতে পারে। এলাকায় মাঠের অভাব। ধানখেতে দৌড় প্র্যাকটিস করত। এর আগেও বিভিন্ন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফল হয়েছে। এবার রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় ও সফল হোক সেটাই চাই।' সুরাতনের কথায়, 'ছেলেকে ঠিকমতো খেতেও দিতে পারি না। তা-ও খেলাধুলায় ভালো রেজাল্ট করেছে শুনে ভালো লাগছে।'

আবদুল কাশিম।

ইমামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আখতার হোসেন বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস আবদুল রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করবে।' হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তারক মণ্ডলের বক্তব্য, 'সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যে গ্রামের ছেলেমেয়েরা যে অভাবনীয় ফল করে, আবদুল তার জলজ্যান্ত উদাহরণ।'

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অলসতার কারণে নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ হাতছাড়া হবে। নিজের বা স্ত্রীর শরীর নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। বৃষ : প্রশাসনিক কাজে যুক্তদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। জমি, বাড়ি কেনার আজ সবচেয়ে ভালো দিন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। মিথুন : পারিবারিক সমস্যা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে তৎপর হবে। কর্কট : সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটলেও সন্ধের পর ধর্মচর্চায় মন শান্ত হবে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। সিংহ : পথে ঘাটে একটু দেখেশুনে চলাফেরা করুন। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা নিয়ে ভোগান্তি বাড়বে। নতুন সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। কন্যা : অংশীদারি ব্যবসায় আজ নতুন করে লগ্নি না করাই ভালো হবে। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তুলা : সংসারের ব্যাপারে বাইরের কাউকে নাক গলাতে দেবেন না। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। বৃশ্চিক : সৃষ্টিশীল কাজের সুবাদে কোনও ভালো কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। ধনু : পরিবার নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে মানসিক চাপ কমবে। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও প্রকল্পে হাত দিলে সুফল পাবেন। মকর : কোনও আত্মীয়কে সাহায্য করে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। রাস্তাঘাটে দেখেশুনে চলুন। পায়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। কুম্ভ : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় বাড়বে। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি দেখে গর্বিত হবেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির সমাগম। মীন : সাংসারিক কারণে কোনও বহুমূল্য জিনিস বিক্রি করতে হতে পারে। বিজ্ঞান গবেষণায় বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ পৌষ, ৮ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩ পুহ, সংবৎ ৫ মাঘ বদি, ১৮ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৪। বৃহস্পতিবার, পঞ্চমী দিবা ১০।২৯। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৩১। সৌভাগ্যযোগ রাত্রি ৯।৩৮। তৈতিলকরণ দিবা ১০।২৯ গতে গরকরণ রাত্রি ১০।৩৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৩১ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।৪৪ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, অপরাহ্ণ ৪।৩১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১০।২৯ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।২৪ গতে ৫।৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৪ গতে ১।২৪ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৫৩ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, দিবা ১০।২৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।২৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।২৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্রমিকদের দুয়ারে এসে হোঁচট খেলেন প্রকাশ

লিখিত প্রতিশ্রুতিতে উঠল ধর্না

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও প্রণব সূত্রধর

বীরপাড়া ও আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : পেটের দায়ে যখন লড়াই শুরু হয়, তখন নেতাদের বুলিতে চিঁড়ে ভেজে না। রাজনীতির ময়দানে দাঁড়িয়ে এবার সেটাই হাড়ে হাড়ে টের পেলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। বোঝালেন বাগান শ্রমিকরা। সোমবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় ডুয়ার্সকন্যার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের মেরিকো টি কোম্পানির পাঁচ বাগানের শ্রমিকরা। মঙ্গলবার মাঝরাতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করেন প্রকাশ। সঙ্গে ছিলেন জয়েন্ট লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস। সেখানে গিয়ে প্রকাশ শ্রমিকদের আশ্বাস দিলেও কোনও কাজ হয়নি। মেরিকোর বকেয়া মেটানোর লিখিত প্রতিশ্রুতি দেখানোর পরও শ্রমিকরা জানিয়েছিলেন, মাঝরাতে চোরের মতো তাঁরা ফিরে যাবেন না। এমনকি প্রতিশ্রুতির কাগজ হোয়াটসঅ্যাপে শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে শেয়ার করা হলেও অনড় ছিলেন শ্রমিকরা। বুধবার প্রতিশ্রুতির লিখিত কাগজ হাতে নিয়ে তবেই বেলা বারোটা নাগাদ ধর্নায় দাঁড়ি টানেন শ্রমিকরা। জয়েন্ট লেবার কমিশনার বলেন, 'বৃহস্পতিবার থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবেন।'

- সোমবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় ডুয়ার্সকন্যায় বিক্ষোভে বসেন ৫ বাগানের শ্রমিকরা
- মঙ্গলবার মাঝরাতে শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করেন প্রকাশ চিকবড়াইক ও গোপাল বিশ্বাস
- প্রকাশ মেরিকোর বকেয়া মেটানোর লিখিত প্রতিশ্রুতি দেখানোর পরও শ্রমিকরা আন্দোলন তোলেননি

> **শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরির টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ভরসা করা যাচ্ছে না। আমরা সর্বদা শ্রমিকদের পাশে রয়েছি।**
>
> **শংকর দাস**
> *সিটুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য*

অচলাবস্থায় থাকা মেরিকোর ছয়টি বাগানের মধ্যে পাঁচটিতে সাতটি করে পাক্ষিক মজুরি বকেয়া পড়ায় শ্রমিকরা গত ডিসেম্বর থেকে কাজ বন্ধ করে আন্দোলনে নামেন। ১১ ডিসেম্বর তুলসীপাড়া এবং ১৩ ডিসেম্বর বীরপাড়া, গ্যারগান্ডা, ধুমচিপাড়া ও হান্টাপাড়ার শ্রমিকদের একপাক্ষিক করে বকেয়া মজুরি এবং স্টাফ ও সাব-স্টাফদের এক মাসের বেতন মেটানো হয়। এরপর বাকি টাকা আদায়ে ২৯ ডিসেম্বর রাতভর ডুয়ার্সকন্যার সামনে অবস্থান করেন তাঁরা। সোমবার থেকে বুধবার বেলা বারোটা পর্যন্ত ফের বিক্ষোভ চলে। মঙ্গলবার রাতে অবশ্য মেরিকো লিখিতভাবে জানায়, শীঘ্রই আরেকটি পাক্ষিক বকেয়া মেটানো হবে। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বীরপাড়া, গ্যারগান্ডা, ধুমচিপাড়া, হান্টাপাড়া ও তুলসীপাড়ার বকেয়া মজুরি ও বেতন সম্পূর্ণভাবে মেটানোর পাশাপাশি শ্রমিকদের সঙ্গে অন্যান্য সমস্যা মেটাতে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে একটি বৈঠকে বসার কথাও জানিয়েছে মেরিকো। শ্রম দপ্তরের তরফে জানা যায়, ওই বাগানগুলিতে বকেয়ার পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা।

চা মজুর একতা মঞ্চ গড়ে জাতীয় পতাকা নিয়ে অরাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন শ্রমিকরা। যদিও আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে সিটু, চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন, ইউটিইউসি, ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতি। পরে আন্দোলনে সমর্থন জানায় অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, রাজি পারহা সারনা প্রার্থনা সভা ভারত নামে আদিবাসী সংগঠনগুলিও। পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা অনুরাধা তলোয়ার, সিটুর জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ গুন, ইউটিইউসির রাজ্য সভাপতি নির্মল দাস, রাজি পারহার সুশীল ওরাওঁ, পরিমল ওরাওঁ, আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সঞ্জয় এক্কা, অনুপ মাহালি সহ রায়মাটাং, মধু, চিনচুলা, মাঝেরডাবরি চা বাগানের শ্রমিকরাও ধর্নায় অংশ নেন।

বাগানগুলির সংকটের জন্য বিজেপি এবং তৃণমূলকে দায়ী করলেও অনুরাধা বুধবার বলেন, 'লিখিত প্রতিশ্রুতিতে আমরা খুশি। আশা করছি এবার সমস্যা মিটবে।' অবশ্য সিটুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শংকর দাস জানান, শ্রমিকরা প্রাপ্য মজুরির টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ভরসা করা যাচ্ছে না। এদিকে, চা বাগানগুলিতে গাছ ছাঁটার কাজ করা হয়নি। এসময় চা গাছের যত্ন করা না হলে আগামী মরশুমে উৎপাদন মার খাবে। তাই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পাশাপাশি শ্রমিকদের কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মেরিকো।

জটেশ্বরের একটি বাগানে ছাঁটা হয়েছে চা গাছ। -সংবাদচিত্র

চা গাছ ছাঁটায় বাড়ছে উদ্বেগ

ভয় ধরাচ্ছে চিতাবাঘ

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৭ জানুয়ারি : ফালাকাটা ব্লকের প্রায় সমস্ত চা বাগানে শুরু হয়েছে চা গাছ কলম করার কাজ। আর এর ফলে চা বাগান কিছুটা ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্কে ভুগছেন মানুষ। দলগাঁওয়ের গাড়ি লাইন, শাল লাইন এবং মন্দির লাইন এলাকায় বিকেল হলেই চিতাবাঘের দেখা মিলছে বলে জানাচ্ছেন পথচারীরা। হাতির পর এবার প্রায় রোজ চিতাবাঘের আতঙ্ক শুরু হওয়ায় চা মহল্লার বাসিন্দারা রীতিমতো সমস্যায় পড়েছেন। এদিকে চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে সতর্ক হয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছে বন দপ্তর। বন দপ্তরের দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় বলেন, 'এসময় চা বাগানে চা গাছ ছেঁটে ফেলা হয়, অন্যদিকে এই সময়েই চিতাবাঘ শাবকের জন্ম দেয়। ছায়াঘেরা জায়গায় শাবক জন্ম দেওয়ার পর বেশ কয়েকদিন খাবারের সন্ধানে বের হতে পারে না মাদি চিতাবাঘ। তখন আক্রমণ করার প্রবণতা বেশি থাকে। তাই সকাল বা সন্ধ্যায় খুব সাবধানে চলাচল করা উচিত।'

গত তিন মাস ধরে হাতির হানায় তটস্থ ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর-১, দলগাঁও, ধনীরামপুর-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০টি গ্রাম এবং পাঁচটি চা বাগানের কয়েক লক্ষ মানুষ। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে হাতির হানা কিছুটা কমতে শুরু করেছে। ফলে কিছুটা স্বস্তি মিললেও নতুন বছরে নতুন আতঙ্ক তৈরি করছে চিতাবাঘ। এনিয়ে এথেলবাড়ি চা বাগানের দিলচান ওরাওঁ নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'পুজোর আগে থেকে বাগানে বেশ কয়েকটি চিতাবাঘের আনাগোনা দেখা গিয়েছিল। এখন চা গাছ ছেঁটে ফেলায় ভয় আরও বেশি।' অন্ধকার হলেই চা বাগানের ধার দিয়ে চলা মুশকিল হয়ে পড়ছে বলে জানান দলমণির জয়রাম এক্কা।

জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে ২৭ অগাস্ট মধ্যরাতে জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অতীতপাড়া এলাকায় চিতাবাঘের হামলায় এক বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। গলার মাংস খেয়ে নিলে ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায়। তারপর ওই বছরেরই ১৭ সেপ্টেম্বর দলগাঁও বস্তিতে একই বাড়িতে তিন খুদেকে আক্রমণ করে চিতাবাঘ। তাসাটির ঘাসি লাইনে এক কিশোরেরও মৃত্যু হয়েছিল। এরপর ২০২৪ সালে ৮ জানুয়ারি দলগাঁও চা বাগানের রাম মন্দির এলাকায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার খুবলে খাওয়া দেহ মেলে। দু'দিন পর একই অবস্থায় বীরপাড়া চা বাগানেও এক কিশোরীর মৃতদেহও পাওয়া গিয়েছিল। ২০২৫ সালের ২৪ জানুয়ারি দলগাঁও চা বাগানের গাড়ি লাইনের এক বৃদ্ধার গলার নলিতে কামড়ে ধরে চা বাগানে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। নানা সময় বুনোর হানা আটকাতে তাসাটি, দলগাঁও ও দলমণিতে একাধিক জায়গায় খাঁচা পাতে বন দপ্তর, তাতে চিতাবাঘ ধরাও পড়েছে।

বান্ধবীর সামনেই গলায় ফাঁস কিশোরের

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : ফাঁকা বাড়িতে বান্ধবীর সামনে ফ্যানে গামছা জড়িয়ে স্কুল পড়ুয়ার আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় রহস্য তৈরি হয়েছে। নিছক মজা করতে করতেই এমন ঘটনা? নাকি ঘটনার পেছনে দুজনের ঝগড়াঝাঁটির কোনও ব্যাপার রয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ওই ঘর থেকে কিশোরীর সচিত্র পরিচয়পত্র মেলায় দুজনের পালিয়ে যাওয়ারও কোনও পরিকল্পনা ছিল কি না, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। বর্তমানে ওই স্কুল পড়ুয়া অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় খালপাড়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনার পর থেকে অবশ্য ওই কিশোরী কোনও কথা বলতে চাইছে না।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই কিশোরীর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দেখেন, ওই কিশোর ঝুলন্ত অবস্থায় ছটফট করছে। ওই কিশোরের সামনেই দাঁড়িয়েছিল কিশোরী। এক প্রতিবেশীর কথায়, 'কোনওভাবে গামছা কেটে ওই কিশোরকে আমরা নামাই। প্রথমে ওই কিশোরকে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান রোডের একটি নার্সিংহোমে। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তাকে নিয়ে আসা হয়েছে খালপাড়ার একটি নার্সিংহোমে।'

বাজেয়াপ্ত

জয়গাঁ, ৭ জানুয়ারি : কলকাতা থেকে ভুটানগামী বাসে কাফ সিরাপ পাচারের ছক কষেছিলেন বাসের চালক নিজেই। তবে ভুটানে প্রবেশের আগেই বাস থেকে কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করল জয়গাঁ থানার পুলিশ। বুধবার দুপুরে জয়গাঁ সেলট্যাক্স গেটের কাছে বাসটিতে তল্লাশি চালিয়ে ৫৯ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। সেইসঙ্গে বাসের চালক জয়গাঁর দারাগাঁও এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় চৌধুরীকে গ্রেপ্তারও করা হয়। বাসটিকেও আটক করেছে পুলিশ। জয়গাঁ থানার ওসি মিংমা শেরপা বলেন, 'ধৃতকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হবে। ঘটনায় যুক্ত আরও কয়েকজনকে খুঁজছে পুলিশ।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত সঞ্জয়ের ওপর মাসখানেক ধরে নজর রাখছিল পুলিশ।

বাংলার হকি দলে সুযোগ

পলাশবাড়ি, ৭ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ি এলাকার তিন পড়ুয়া বাংলা হকি দলে সুযোগ পেল। পলাশবাড়ির রঞ্জন বর্মন, স্নেহাশিস বর্মন এবং অভীক বর্মন ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসের হকি প্রতিযোগিতায় বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। রাজস্থানের উদয়পুরে ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসের আসর বসবে।

এই প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সম্পাদক কৌশিক রায় বলেন, 'গোটা আলিপুরদুয়ার জেলায় হকি খেলার জন্য পলাশবাড়ির সুনাম আছে। এর আগেও পলাশবাড়ি এলাকার তিনজন মেয়ে হকিতে বাংলার হয়ে জাতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এইবার তিনজন স্কুল পড়ুয়া জাতীয় স্কুল গেমসে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবে। ওদের সাফল্য কামনা করি।'

চুরির অভিযোগ

শামুকতলা, ৭ জানুয়ারি : শামুকতলায় বিদ্যুৎ চুরি চলছেই। গত এক মাসে এনিয়ে পাঁচজনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। মঙ্গলবার ফের একজনের নামে শামুকতলা রোড পুলিশ ফাঁড়িতে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ দায়ের হল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তর জানিয়েছে, সিনিমারি গ্রামে গোপালা সোরেন নামে এক ব্যক্তি হুকিং করে জলের মোটর চালাচ্ছিলেন। বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের কর্তারা অভিযান চালিয়ে হুকিংয়ের সরঞ্জাম সহ মোটরটি বাজেয়াপ্ত করেছে। বুধবার আলিপুরদুয়ার পুরান বাজার বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার আজিত তেওয়ারি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক বলেছেন, 'লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

মণ্ডলে মণ্ডলে তৈরি হচ্ছে পদ্মর যুব মোর্চা

পরিযায়ী শ্রমিকদের টার্গেট বিজেপির

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি : সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে এসে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচে পাঁচ জেতার নিদান দিয়ে গিয়েছেন। এবার শাসকদলের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ারের ২৪টি মণ্ডলে চলছে বিজেপির যুব মোর্চার 'নমো যুব ওয়ারিয়র' কর্মসূচি। এসআইআর আবহে পরিযায়ী শ্রমিকদের অনেকেই এখন বাড়িতে। এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে পদ্ম শিবির। তাই তরুণ পরিযায়ী শ্রমিকদের টার্গেট করছে তারা। প্রতি মণ্ডলে ২০০ জনের নাম মোবাইলে রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। তার মধ্যে অন্তত ৫০ জনকে সরাসরি যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এতে মণ্ডলে যে যোদ্ধা বাহিনী গড়ে তুলতে চাইছে বিজেপি তা স্পষ্ট।

বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রুপন দাসের বক্তব্য, 'বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যেই রাজ্যের নির্দেশে এই কর্মসূচি চলছে। এজন্য প্রতিটি মণ্ডলেই আমি যাচ্ছি। ১০০-২০০ জন তরুণকে একত্রিত করা হচ্ছে। সেখানে পরিযায়ী শ্রমিক, বেকার, সনাতনী মানসিকতার তরুণরা থাকছেন। সবার মানসিকতা বোঝার চেষ্টা চলছে। তারপর সেখান থেকে অন্তত পঞ্চাশ জনকে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।'

এদিকে তৃণমূল যুব সভাপতি সমীর ঘোষ বলছেন, 'গোটা জেলায় বিজেপির যুব মোর্চার ৫০০ জন সদস্য আছে কি না সন্দেহ। যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়, কেউ অসুস্থ হয় তখন আমাদের তরুণরাই এগিয়ে যান। আর জেলার বিজেপির সাংসদ ও বিধায়করা গত পাঁচ বছরে কোনও উন্নয়ন করেননি। এবার জেলার মানুষ বিজেপির বিপক্ষেই।'

মেজবিলে বিজেপির যুব মোর্চার নমো যুব ওয়ারিয়র কর্মসূচি। -সংবাদচিত্র

বিজেপির যুব মোর্চা সূত্রে খবর, কোথাও দুটি, কোথাও তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে সাংগঠনিকভাবে একটি করে মণ্ডল কমিটি। তাই মণ্ডল কেন্দ্রিক একশো থেকে দুশোজন তরুণকে জোগাড় করতে অসুবিধা হচ্ছে না। ফালাকাটার পাঁচটি মণ্ডলেই এই কর্মসূচি হয়েছে। আলিপুরদুয়ার বিধানসভাকেন্দ্রের মণ্ডলেও চলছে এমন কর্মসূচি। একইভাবে মাদারিহাট, কালচিনি, কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রেও ছুটছেন বিজেপির যুব মোর্চার জেলার নেতারা। মণ্ডলের কোনও মাঠেই হচ্ছে এই কর্মসূচি। সেখানে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি বেকার ও সনাতনী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তরুণদের একত্রিত করা হচ্ছে। চাকরি না পাওয়া তরুণদের মধ্যে শাসকদলের প্রতি ক্ষোভ কাজ করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে দীপুচন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ প্রকাশ্যে এসেছে। হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন সনাতনী তরুণরা। তাই তাঁদেরকেও সরাসরি বিজেপির যুব মোর্চায় আহ্বান করা হচ্ছে। তারপর মিসড কলের মাধ্যমে নাম রেজিস্ট্রেশন চলছে। ২০০ জনের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন, প্রকাশ্যে তাঁরা রাজনীতিতে আসবেন না। সেক্ষেত্রে কাউকে জোর করা হচ্ছে না। তবে ২০০-র মধ্যে ৫০ জনকে পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা বিজেপির যুব মোর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। এমনটাই দাবি পদ্ম শিবিরের। সম্প্রতি ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের মেজবিলে এই কর্মসূচি হয়। সেখানে বেশ কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক তরুণ ছিলেন। এক পরিযায়ীর বক্তব্য, 'প্রকাশ্যে রাজনীতিতে আসতে চাই না। রাজ্যে যে দশা তাতে সরকার বদলাতেই হবে। তাই নাম নথিভুক্ত করেছি।' আবার রঞ্জন বর্মন নামে আরেক পরিযায়ী শ্রমিক বলেন, 'অনেক দেখলাম। গ্রামে কাজ নেই। বছরের বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকি। তাই সদস্যপদ নিয়েছি।'

আগুন

চৌধুরীহাট, ৭ জানুয়ারি : বুধবার সন্ধ্যায় গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পিকনিধারা এলাকায় বীরেন বর্মনের বাড়িতে খড়ের গাদায় আগুন লাগে। হঠাৎই বাড়ির লোকজন দেখতে পান খড়ের গাদা দাউদাউ করে জ্বলছে। স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। পরে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

চোলাই উদ্ধার

শামুকতলা, ৭ জানুয়ারি : বুধবার শামুকতলা থানার পুলিশ এবং আবগারি দপ্তরের যৌথ অভিযানে শামুকতলা থানার লোহারডাঙ্গি, শিবকাটা এবং পানবাড়ি এলাকা থেকে মোট ২০০ লিটার চোলাই উদ্ধার হয়। নষ্ট করা হয় চোলাই তৈরির সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন, কালচিনি সংলগ্ন জনপদের নামকরণের নেপথ্যের কারণ। চেয়েছিলেন, চা বাগানে ঘেরা এলাকাটির উন্নয়ন হোক। পরে অবশ্য এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন হ্যামিল্টন, রয়ে গিয়েছে শুধু ইতিহাস।

বিদেশি সাহেবের নামে হ্যামিল্টনগঞ্জ

কোন নামে কী ডেকে

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি : গাড়িতে, বাসে চড়লে কর্মীরা হাঁক পাড়তে থাকেন হ্যামিল্টন, হ্যামিল্টন। হ্যামিল্টন নামে আস্ত একটা শহর রয়েছে কানাডায়। আর হ্যামিল্টনগঞ্জ আছে আলিপুরদুয়ারে। ডুয়ার্সের এই জনপদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক ইউরোপীয় সাহেবের ইতিহাস।

একসময় স্কটল্যান্ড থেকে ডুয়ার্সের চা বলয়ে এসেছিলেন ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তখনকার বক্সা ডুয়ার্স টি কোম্পানির সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে কালচিনিতে আসেন তিনি। তাঁর নামেই পরবর্তীতে কালচিনি সংলগ্ন জনপদটির নামকরণ হয়, হ্যামিল্টনগঞ্জ। এখন অবশ্য ডুয়ার্সের জনপদে সবচেয়ে বেশি বাঙালি বসবাস করেন এই হ্যামিল্টনগঞ্জে। তাঁদের অনেকেই হ্যামিল্টন সাহেবের পুরো নামটাও জানেন না। কিন্তু এলাকার নামে বিদেশি ছোঁয়ার পেছনে যে একজন সাহেব রয়েছেন, সেটা কমবেশি সকলেরই জানা।

হ্যামিল্টনগঞ্জ মেইন রোড। -সংবাদচিত্র

শুধু জায়গার নামেই সীমাবদ্ধ নেই হ্যামিল্টনগঞ্জ। হ্যামিল্টন সাহেবের হাত ধরে শুরু হয়েছিল কালীপুজো। পরে শুরু হয় কালীপুজোর মেলাও। সেই মেলা আজ ঐতিহাসিক আখ্যা পেয়েছে।

হ্যামিল্টনগঞ্জের প্রবীণ বাসিন্দা তথা কালচিনি ব্লক চেম্বার অফ কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান কৃষ্ণপদ বসুবল এলাকার গোড়াপত্তনকালের ইতিহাস বললেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক বছর আগেই হ্যামিল্টনগঞ্জে জনবসতি স্থাপিত হয়েছিল। ১৯০২ সালে এলাকার কয়েকটি চা বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে আসেন হ্যামিল্টন সাহেব। সেসময় নাকি কালচিনি লাগোয়া ছোট জনপদের নাম ছিল কালচিনি বাজার। কৃষ্ণপদ বললেন, 'মূলত ছোটনাগপুর থেকে আসা চা শ্রমিকদের বাজারহাট করার জন্য হ্যামিল্টন সাহেব এই বাজার চালুর ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে বাংলাদেশের লালমণিরহাট রেল ডিভিশনের তরফে ওই এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বাণিজ্য বাড়াতে স্টেশন তৈরি করা হয়। সেই স্টেশনের নাম রাখা হয় হ্যামিল্টন সাহেবের নামে।' পরবর্তীতে হ্যামিল্টনের সঙ্গে গঞ্জ শব্দ জুড়ে জায়গার নাম হয়ে ওঠে হ্যামিল্টনগঞ্জ। যদিও কয়েকবছর পর হ্যামিল্টন সাহেব ফিরে গিয়েছিলেন নিজের দেশে।

ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (আইটিপিএ) ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মার লেখা ডুয়ার্স বিষয়ক প্রবন্ধে ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'চা বাগানে ঘেরা একটি জনপদে যাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলো পৌঁছায়, সেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন হ্যামিল্টন সাহেব। সেই ভাবনা থেকে হ্যামিল্টনগঞ্জ জনপদটিকে তিনি নতুন রূপে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।' পরবর্তীতে এই হ্যামিল্টনগঞ্জে কালচিনি ব্লকের হেডকোয়ার্টার গড়ে ওঠে। ব্লকের যে ক'টি সরকারি ভবন রয়েছে, তার প্রায় প্রতিটি হ্যামিল্টনগঞ্জে রয়েছে।

হ্যামিল্টনগঞ্জ ধীরে ধীরে ডুয়ার্সের অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। এর পেছনেও অবদান হ্যামিল্টন সাহেবের। জায়গা ছোট হলেও রয়েছে বড় শহরের মতো একাধিক কলোনি। চা বলয়ের মাঝখানে রয়েছে 'শহুরে' কালচার। কালচিনি ব্লকের অন্যতম সাংস্কৃতিক পীঠস্থানও এই হ্যামিল্টনগঞ্জ। উন্নয়নের ঘাটতি থাকলেও হ্যামিল্টনগঞ্জে পা রাখলেই কোলাহলমুখর একটি আদর্শ জনপদের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

সহযোগিতায় নামলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

আশাকর্মীদের কর্মবিরতিতে টিকাকরণে প্রভাব

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার আশাকর্মীরা রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে শামিল ছিলেন আলিপুরদুয়ারের আশাকর্মীরাও। একদিকে আশাকর্মীরা যখন কলকাতায় বিক্ষোভ করছে তখন তাঁদের কর্মবিরতিতে জেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রভাব পড়ল। বিশেষ করে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে টিকাকরণে। প্রতি মাসের প্রথম বুধবার স্বাস্থ্য দপ্তরের সব উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে টিকাকরণ হয় শিশু ও গর্ভবতীদের। এদিন সেই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে সমস্যা হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও সেটা মানতে নারাজ স্বাস্থ্যকর্তারা।

এনিয়ে টিকাকরণের দায়িত্বে থাকা জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (৩) তরুণকান্তি খাটুয়া বলছেন, 'আশাকর্মীরা না থাকায় কিছুটা সমস্যা হলেও সেটা বড় প্রভাব ফেলেনি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্য কর্মীরা কাজটা করেছেন। দ্বিতীয় এএনএম যিনি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকেন তিনি তো স্থানীয় বাসিন্দাই হন। তিনি অনেকটা কাজ করেছেন। সারাদিন পুরো প্রক্রিয়ায় নজর রাখা ছিল।'

দক্ষিণ চকোয়াখেতিতে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভিড় বাচ্চা ও মায়েদের।

স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি মাসের প্রথম বুধবার টিকারণ হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার গ্রামে গিয়ে টিকাকরণ হয়। এই টিকাকরণের বড় দায়িত্ব থাকে আশাকর্মীদের ওপর। সোমবারই তাঁদের স্বাস্থ্য দপ্তরে রিপোর্ট দিতে হয় যে, কোন এলাকায় কতজনের টিকাকরণ হবে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী টিকা পাঠানো হয়। অন্যদিকে তালিকা অনুযায়ী শিশু ও মায়েদের খবর দেওয়া হয় টিকা নিতে আসার জন্য। এছাড়াও টিকাকরণের দিন বাচ্চাদের ধরার, মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার কাজও করেন ওই কর্মীরা। তবে এবার কোনওকিছুই করেননি আশাকর্মীরা। এদিন রেখা দাস, জয়া পালের মতো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সকাল থেকেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছিলেন। রেখার কথায়, 'আমাদের সহযোগিতা করতে বলা হয়েছিল। সেই মোত সেন্টারে গিয়ে কাজ করি। আমরা যাওয়ায় স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকটাই সুবিধা হয়েছে।'

বিভিন্ন দাবি নিয়ে গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে আশাকর্মীরা কর্মবিরতি করছেন। এদিন আশাকর্মীরা কাজ না করায় জেলার বিভিন্ন এলাকায় অনেকেই নাকি খবর পাননি টিকাকরণের। স্বাস্থ্য দপ্তর আগে থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিল এই রকম সমস্যা হবে। সেজন্য এদিন জেলার ও ব্লকের স্বাস্থ্যকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিদর্শন করা হয়। এছাড়াও যাঁদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণ হবে না তাঁদের বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট জায়গায় ডেকে টিকা দিতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোয় সমস্যা মেটানোর জন্য স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা যেন শিশুদের সহযোগিতা করেন সেটা জানানো হয়। তবে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজে সমস্যা হয় বলে অভিযোগ।

এদিন এনিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদিকা তাপসী চন্দ বলেন, 'বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা অভিযোগ পেয়েছি যে, কাজের সমস্যা হয়েছে এদিন। আমাদেরও অনেকে ফোন করে টিকাকরণের বিষয়ে জানতে চেয়েছে। তবে এদিন আশাকর্মীরা কাজ করেনি।'

বাড়ির উঠোনে, কৃষিজমিতে অন্য ফসলের আড়ালে চাষ

'গাঁজাগ্রামে' পুলিশের হানা

রাজু সাহা ও পিকাই দেবনাথ

শামুকতলা ও কামাখ্যাগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : আর দশটি গ্রামের মতো শান্ত, স্নিগ্ধ। ৯০ শতাংশ পরিবার কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এই গ্রামকে গাঁজাগ্রাম বললে কোনও ভুল হবে না। আলিপুরদুয়ার জেলা সদর থেকে খুব বেশি দূরে নয় এই গ্রাম, দূরত্ব মাত্র ২২ কিলোমিটার। আলিপুরদুয়ার থেকে ভাটিবাড়ি হয়ে তুফানগঞ্জের দিকে যে রাস্তা চলে গিয়েছে, সেই রাস্তাতেই রয়েছে এই গ্রাম। যদিও গ্রামটির প্রকৃত নাম পশ্চিম খলিসামারি। কিন্তু গাঁজার মতো মাদকের নাম জড়িয়ে যাওয়া কেন এমন আপাত শান্ত গ্রাম? কারণ রয়েছে যথেষ্ট। গ্রামের প্রায় অর্ধেক পরিবার প্রশাসনের নজর এড়িয়ে বাড়তি আয়ের আশায় গাঁজা চাষে মজেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রামের ১৫০টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৭০টি পরিবার গাঁজা চাষের সঙ্গে যুক্ত। যদিও বুধবারের আগে এমন চাষ আড়ালেই ছিল।

গ্রামে এভাবেই বাড়ির আনাচে-কানাচে চলছে গাঁজা চাষ।

কোথাও আনাজখেতের মধ্যে, কোথাও বাড়ির উঠোনে, ঝোপজঙ্গলের আড়ালে চলছে গাঁজা চাষ। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার ওই গ্রামে অভিযান চালায় পুলিশ। অন্তত ৪০টি বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। যদিও শামুকতলা থানার ভাটিবাড়ির কাছে এভাবে গাঁজা চাষ দেখে বিস্মিত হতে হয় পুলিশকে। হওয়ারই কথা। কেননা মাচার উপরে সবজি ফলছে, আড়ালে চলছে গাঁজার চাষ। দূর থেকে যা দেখে বোঝার উপায় নেই। অভিযান চালাতে গিয়ে পুলিশের নজরে আসে পরিবারগুলির বাড়ির উঠোনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অন্তত আট-দশটি করে গাঁজা গাছ বেড়ে উঠেছে। পাটকাঠির বেড়া দিয়ে সেই গাছ আড়ালের চেষ্টা। কলা বাগানের মধ্যেও গাঁজা গাছ দেখতে পান পুলিশকর্মীরা। গাছগুলি ত্রিপল টাঙিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে এবং চাষের জমিতে অভিযান চালানো হয়। প্রায় ৫০০ গাঁজা গাছ কেটে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির ওসি দীপঙ্কর গোস্বামী বলেন, 'অত্যন্ত গোপনে, নতুন কৌশলে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে। একসঙ্গে অনেকগুলি গাছ না লাগিয়ে বাড়ির আশপাশে উঠোনে, ঘরের পেছনে অথবা চাষের খেতে অন্য ফসল চাষের আড়ালে গাঁজা গাছ লাগিয়ে চাষ করা হচ্ছে। আমরা গোটা বিষয়টির উপর নজর রাখছি। গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে।'

■ পশ্চিম খলিসামারিতে আনাজখেতে, বাড়ির উঠোনে, ঝোপজঙ্গলের আড়ালে গাঁজার চাষ

■ কম পরিশ্রমে মোটা টাকা আয়ের জন্য গাঁজা চাষে নজর গ্রামের, নজর এড়াতে বিশেষ কৌশল

■ বুধবার অভিযান চালিয়ে পাঁচশো গাছ কেটে পুড়িয়ে দেয় পুলিশ, সতর্ক করা হয় গ্রামবাসীদের

এদিন গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারকে সতর্ক করতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। পরবর্তীতে যে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা স্পষ্ট করে দেয় পুলিশ। একটি গাছ থেকে অন্তত দেড় কেজি গাঁজা মেলে। ১ কেজি গাঁজার বাজারমূল্য পাঁচ হাজার টাকা। সেই ক্ষেত্রে একটি গাছ থেকে সাত থেকে আট হাজার টাকা আয় হয়। এত কম পরিশ্রমে এবং সহজেই মোটা টাকা আয়ের জন্যই ওই গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দা গাঁজা চাষের দিকে ঝুঁকেছেন।

অন্যদিকে, এদিন কামাখ্যাগুড়ির পূর্ব-নারারথলিতে গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। বাড়ি সংলগ্ন রাস্তার ধারে চাষ করা প্রায় ১৬টি গাঁজা গাছ নষ্ট করা হয়।

পেভার্স ব্লকের রাস্তা দাবি আমগুড়িতে

কুমারগ্রাম, ৭ জানুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। যার ফলে বছরভর দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই গ্রামের রাস্তা পাকা করার দাবি তুলেছেন কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমগুড়ির বাসিন্দারা। গ্রামবাসীর দাবি, কমল বর্মনের বাড়ি থেকে দীপালি বর্মনের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পাকা করা হোক। তবে রাস্তা মজবুত করার জন্য পেভার্স ব্লক দিয়ে পাকা করার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

কৃষিকাজ ও দিনমজুরি করাই এখানকার সিংহভাগ বাসিন্দার পেশা। চলাচলের একমাত্র রাস্তা বেহাল অবস্থায় থাকায় গ্রামবাসীদের বছরভর সমস্যায় ভুগতে হয়। তবে শুধু রাস্তা নয়, এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যাও রয়েছে। পিএইচই-র নলবাহিত পানীয় জল পরিষেবা এখনও গ্রামে পৌঁছায়নি। এদিকে, কাঁচা রাস্তার কারণে বর্ষার সময় প্রচণ্ড সমস্যা হয়। সেসময়ে গোটা রাস্তা জলকাদায় ভরে যায়। আবার শুখা মরশুমে রাস্তার ধুলোবালিতে গ্রামের সকলকে নাস্তানাবুদ হতে হয়। ডবলু বর্মন নামে এক গ্রামবাসীর কথায়, 'বৃষ্টিবাদলের দিনে জলকাদায় ভরা বেহাল পথে চলাচল করতে গিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট হয়। রাস্তা পাকা হলে গ্রামের সবাই উপকৃত হবেন।'

কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সৌভিক দাস বলেন, 'সেখানে পাকা রাস্তা তৈরির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, পথশ্রী প্রকল্প সহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

২৬-এ চা বাগানযাত্রা ইউটিইউসি'র

সক্রিয় সিটু, চা বলয়ে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া লাল পার্টি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৭ জানুয়ারি : 'রক্তক্ষরণ' শুরু হয়েছিল ২০০৯-২০১০ সাল নাগাদ। ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের পর ডুয়ার্সে চুরমার হয়ে যায় লাল পার্টির সংগঠন। এরপর কমরেডরা বিভক্ত হয়ে যান ঘাস আর পদ্ম শিবিরে। এরপর থেকে চা বলয়ে টক্কর বিজেপি আর তৃণমূলে। পরের ভোটগুলিতে ডুয়ার্সে বামেদের শোচনীয় দশা প্রকাশ্যে আসে। তাদের প্রাক্তন নেতারা এখন বিজেপি, তৃণমূলের নানা পদে। তবে একাংশ এখনও আঁকড়ে লাল ঝান্ডা। বন্ধ বাগান, চা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ইস্যুতে চা বলয়ে ফের ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া বাম ট্রেড ইউনিয়নগুলি। ২৬ জানুয়ারি থেকে ডুয়ার্সের মোরাঘাট চা বাগান থেকে সংকোশ পর্যন্ত চা বাগানযাত্রা করবে ইউটিইউসি অনুমোদিত ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

বর্তমানে বন্ধ চা বাগান, বকেয়া মজুরি ইস্যুতে শ্রমিক বিক্ষোভে জেরবার রাজ্যের শাসকদল। এই সুযোগে নিজেদের পুরোনো সেই শক্ত ঘাঁটিতে মাথা তুলতে মরিয়া সিটু, চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন, ইউটিইউসি, ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। বর্তমানে মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে মেরিকো টি কোম্পানির ছয়টি চা বাগানে অচলাবস্থা। গত বছরের ডিসেম্বরে চা শ্রমিকদের মিছিল, অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সক্রিয় ছিলেন সিটু, চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন, ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতারা। ২৯ ডিসেম্বর চা শ্রমিকদের ডুয়ার্সকন্যা অভিযান থেকে শুরু করে সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত ডুয়ার্সকন্যার সামনে শ্রমিকদের অবস্থানে সক্রিয় বামেদের সংগঠনগুলি। বিক্ষোভে অংশ নেন ইউটিইউসির রাজ্য সভাপতি তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাস।

২০১৬ সালে বামেরা মাদারিহাট হারানোর পর একপ্রকার নিশ্চিহ্নই হয়ে গিয়েছিল সিটু, চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন, ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। ২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর বীরপাড়া চা বাগানে ফের ইউনিট কমিটি গড়ে সিটু। সাম্প্রতিককালে মাদারিহাট এবং বীরপাড়ায় চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সিটুর জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য শংকর দাস, ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সভাপতি গোপাল প্রধানদের সক্রিয় দেখা গিয়েছে। ওঁদের দাবি, চা শ্রমিকরা বিজেপি তৃণমূলের ভূমিকায় ক্ষোভে ফের লাল পার্টির দিকে ঝুঁকছেন।

> কমবেশি ২০টি চা বাগানে সমস্যা। ২৬ জানুয়ারি থেকে পদযাত্রা করে ওই বাগানগুলির শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলায় জোর দেওয়া হবে।
>
> **নির্মল দাস**
> *রাজ্য সভাপতি, ইউটিইউসি*

আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার বন্ধ, অচলাবস্থায় থাকা বাগানগুলিকে নিয়ে ইউটিইউসির রাজ্য সভাপতি নির্মল দাস জানান, ২৬ জানুয়ারি থেকে পদযাত্রা করে ওই চা বাগানগুলির শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলায় জোর দেবে ইউটিইউসি এবং ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। তিনি বলেন, 'কমবেশি ২০টি চা বাগানে সমস্যা। অনেকগুলি বাগানে এখনও পুজো বোনাসের একাংশ বকেয়া। ন্যূনতম মজুরি চালু হয়নি। টি বোর্ড চা বিপণন করে বিদেশি মুদ্রা আনতে আগ্রহী হলেও চা শিল্পের উন্নয়নে নজর দিচ্ছে না। চা বাগানের কর্মসূচিতে ওই বিষয়গুলিতে আলোকপাত করা হবে।'

বর্ধিত সভা

সোনাপুর, ৭ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সুকান্ত নজরুল ডেফ রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের হলঘরে তৃণমূল যুবর আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হল। বুধবার সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি সমীর ঘোষ, ব্লক সভাপতি হিল্লোল বর্মন, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন দে সহ অন্য নেতারা। তৃণমূল যুবর অঞ্চল কমিটির গঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই বৈঠকে ২১ জনের অঞ্চল কমিটি তৈরির কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে অঞ্চল ও পঞ্চায়েত সমিতিভিত্তিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে তারও ঘোষণা করা হয়।

কমিটি গঠন

পলাশবাড়ি, ৭ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা হল। বুধবার সেখানে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন অভিভাবকরাও। সবাইকে নিয়ে এদিন উদযাপন কমিটিও গঠিত হয়। প্রধান শিক্ষক জানান, আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান শুরু হবে। এক বছর ধরে চলবে এই অনুষ্ঠান।

কলেজে অনুষ্ঠান

ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি : ফালাকাটা কলেজে চলছে ছাত্র সপ্তাহ উদযাপন। বুধবার পড়ুয়াদের নিয়ে চলে বিতর্ক প্রতিযোগিতা। বিষয় ছিল 'ছাত্রজীবনে সামাজিক মাধ্যম : ক্ষমতায়ন না মরীচিকা?' এছাড়া হয় তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা। কলেজের সেমিনার রুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ ডঃ সুভাষচন্দ্র দাস। পড়ুয়ারা এই তিন প্রতিযোগিতাতেই অংশগ্রহণ করেন।

হাতির হানায় ক্ষতি

রাঙ্গালিবাজনা, ৭ জানুয়ারি : ফালাকাটার দেওগাঁওয়ে মঙ্গলবার রাত দেড়টা নাগাদ একপাল হাতি খয়েরবাড়ি ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে পূর্ব দেওগাঁওয়ে হানা দেয়। খবর পেয়ে ঘণ্টাখানেক পর বনকর্মীরা গিয়ে হাতি তাড়ান। স্থানীয়রা জানান, বনকর্মীরা ফিরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ফের হাতির পালটি এলাকায় হানা দেয়। এলাকার আবদুল আজিজ এবং সিরাজুল হকের প্রচুর সুপারি গাছ ভেঙে এবং উপড়ে দিয়েছে হাতি। সেরাজুলের মটরশুঁটি গাছগুলি হাতির পায়ের চাপে নষ্ট হয়েছে। হাসানুল হকের খেত থেকে আলু তুলে খেয়েছে হাতিগুলি। ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি বিধি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনে বসল পুলিশ ক্যাম্প

জলপাইগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : উদ্বোধনের আগেই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের নিরাপত্তা জোরদার করা হল। মঙ্গলবার থেকেই স্থায়ী ভবনে বসেছে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পে থাকছে তিনজন সাব-ইনস্পেকটর সহ সাতজনের টিম। আপাতত সার্কিট বেঞ্চ চত্বরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ। নির্মাণকারী সংস্থার কর্মীদেরও অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হচ্ছে স্থায়ী ভবন চত্বরে। উদ্বোধনী মঞ্চ তৈরির সামগ্রী ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে সার্কিট বেঞ্চ চত্বরে। সেই সঙ্গে চলছে বাগান পরিচর্যা ও শেষমুহূর্তের ফিনিশিং টাচ।

সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'সামনে যেহেতু উদ্বোধনের বড় অনুষ্ঠান রয়েছে। তাই ওখানকার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আমরা সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনে ইতিমধ্যে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু করেছি। যেখানে ২৪ ঘণ্টার জন্য অফিসার এবং কনস্টেবল থাকছেন।'

১৭ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন হতে চলেছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের তরফে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। উদ্বোধনের মূল অনুষ্ঠান কীভাবে হবে, তা নিয়ে হাইকোর্টের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের আরও পাঁচটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার থেকেই পাহাড়পুর এলাকার সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনে জেলা পুলিশের তরফে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দিনে এবং রাতে সার্কিট বেঞ্চের সামনের সার্ভিস রোডে পুলিশ পেট্রলিং চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে শহরে স্টেশন রোডে যেখানে অস্থায়ী ভবনে সার্কিট বেঞ্চ রয়েছে সেখানেও একটি পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। সার্কিট বেঞ্চের জন্য অনেকদিন আগে থেকেই একজন ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার, তিনজন ইনস্পেকটর পদমর্যাদার অফিসার, একজন সাব-ইনস্পেকটর, তিনজন সহকারী সাব-ইনস্পেকটর এবং প্রায় ১০ জন কনস্টেবল নিযুক্ত রয়েছেন। স্থায়ী পরিকাঠামোতে পুলিশের আউটপোস্ট করতে আলাদা ভবন তৈরির কাজ চলছে। স্থায়ী ভবনে কাজ শুরু হলেই অস্থায়ী ভবনে থাকা পুলিশ ক্যাম্পটিকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে। অন্যদিকে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরি এবং অতিথিদের বসার জায়গা তৈরির জন্য লোহার স্ট্রাকচার, ত্রিপল এসে গিয়েছে। দুই-একদিনের মধ্যে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হবে। ভবনের সামনের ফুলের বাগান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শেষ পর্যায়ে ফিনিশিং টাচের কাজ করছে নির্মাণকারী সংস্থা।

উদ্বোধনের দিন অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থানীয় শিল্পীদের বৈরাতি নৃত্যের অনুষ্ঠানে রয়েছে। একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠান মঞ্চে আসবেন। উদ্বোধন হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, মুখ্যমন্ত্রী এবং হাইকোর্টের অন্য বিচারপতিরা একসঙ্গে কোর্ট ভবন পরিদর্শন করবেন।

বাড়িতে এসআইআর শুনানি

কুমারগ্রাম, ৭ জানুয়ারি : কুমারগ্রাম ব্লকের এনকেএস গ্রাম পঞ্চায়েতের সংকোশ চা বাগানে ১০/৪৬ অংশে মূক ও বধির যাসপিন মাহালির বাড়ি। নোটিশ হাতে পেয়ে বুধবার বাড়ির লোকজন কিছুতেই তাঁকে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) শুনানির জন্য বিডিও অফিসে নিয়ে যেতে পারেননি। পরে খোদ বিডিও তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার সন্দীপ ধাড়া তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুনানির কাজ করেন। একই কারণে সংকোশ চা বাগানের ১০/৪৪ অংশে বিশেষভাবে সক্ষম (পা অসাড় হাঁটাচলা করতে পারেন না) মাহেশ্বরী সাহুর বাড়িতে যান বিডিও। সঙ্গে ছিলেন বিএলও এবং অবজার্ভার।

লীলাকীর্তন মহোৎসব

বারবিশা, ৭ জানুয়ারি : কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়ি নতুন বাজার মহিলা কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে তারকব্রহ্ম মহানামযজ্ঞ ও অষ্টকালীন লীলাকীর্তন মহোৎসব ঘিরে বুধবার নিয়মনিষ্ঠায় শুরু হল অধিবাস পর্ব। বৃহস্পতিবার ভোরে শুরু হবে নামসংকীর্তন। চলবে শনিবার সকাল পর্যন্ত। লীলাকীর্তন শেষে শুরু হবে একদিনের পদাবলি কীর্তন । নতুন বাজারের মাঠে এই মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। তাদের এই মহানামযজ্ঞ ও অষ্টকালীন লীলাকীর্তন মহোৎসব এবার পঞ্চম বর্ষে পড়ল।

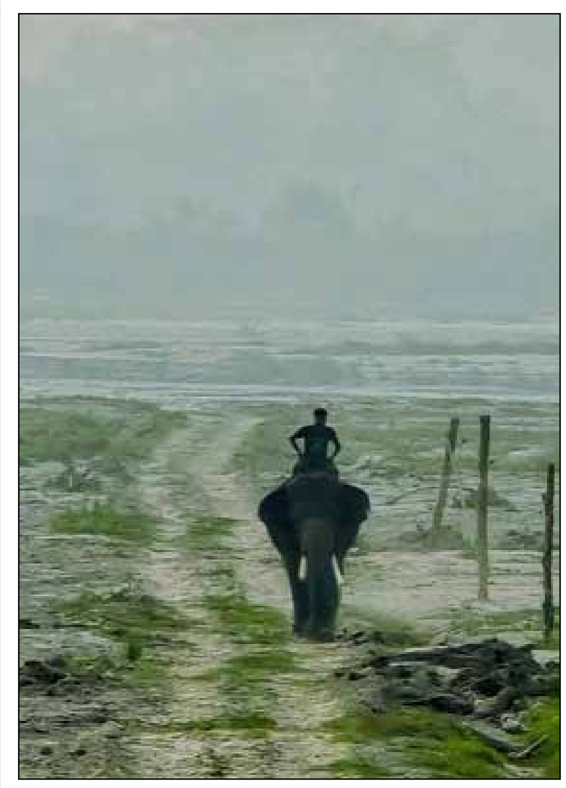
সহাবস্থান।। আলিপুরদুয়ারে চিলাপাতায় ছবিটি তুলেছেন ভাস্কর বসাক।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পাখি লেন্সবন্দি করতে ভিড় বক্সায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : কলকাতার বাসিন্দা আরিফ হোসেন। পেশায় ডেন্টাল সার্জন আরিফ কলকাতায় চিকিৎসা করেন। পেশায় চিকিৎসক হলেও নেশায় কিন্তু তিনি পক্ষীপ্রেমী। আর সেই ভালোবাসার টানেই ছুটে এসেছেন বক্সা টাইগার রিজার্ভে, পাখি উৎসবে শামিল হতে। শুধু আরিফ নন, কলকাতারই শিলাদিত্য চৌধুরীর গল্পও একইরকম। পেশায় ট্যাক্স কনসালটেন্ট শিলাদিত্য পাখির টানেই অষ্টম বর্ষ বক্সা পাখি উৎসবে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মতো এরাজ্য তো বটেই, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাখি বিশেষজ্ঞ ও পক্ষীপ্রেমীরা ছুটে এসেছেন বক্সায়। পেশা আলাদা হলেও তাঁদের মন-ভালোবাসায় বাস পাখিরই।

পাখি উৎসবের সূচনা মঙ্গলবার হলেও, বুধবারই ছিল আসল অধ্যায়। এদিন সকালে কয়েকটি দলে ভাগ করে উৎসবে শামিল সকলকে বক্সা বাঘবনের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বনকর্মীরাও। কী ধরনের পাখি আছে, এবছর নতুন কিছু দেখা গিয়েছে কি না, নানান প্রশ্ন ছিল পক্ষীপ্রেমীদের। প্রত্যেকেই নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে চান। যেমন আরিফ বলেছিলেন, 'আমি সুন্দরবন পাখি উৎসবে শামিল হয়েছি। এছাড়াও দেশের অন্য পাখি উৎসবগুলিতেও গিয়েছি। তবে বক্সা আসা হয়নি। এবছর নতুন অভিজ্ঞতা হবে বলে আশাবাদী।'

একই আশার কথা শোনালেন সুদূর আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে বক্সায় ছুটে আসা মাইকেল রানির। পেশায় ব্যবসায়ী ওই মহিলা আর কয়েকজনের সঙ্গে বক্সা পাখি উৎসবে শামিল হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাম বিকাশ নামে এক বনকর্মী আগেও এই উৎসবে এসেছেন। শুধুমাত্র পাখির টানেই ছুটি নিয়ে এসেছেন বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী রবি গোপাল। পুনের কবিতা বান্দি বাইরাকার আবার মাইক্রোবায়োলজিস্ট। কবিতা বলছিলেন, 'ছোট থেকেই পাখির প্রতি আমার বিশেষ ভালোবাসা। কাজের ফাঁকে বিভিন্ন জায়গায় পাখি দেখতে, পাখি চিনতে ছুটে যাই। এই উৎসবের কথা শুনে আগ্রহ আটকাতে পারিনি। তাই চলে এসেছি।'

বিভিন্ন পেশার মানুষদের এক আকাশের নীচে, গাছের তলায় শামিল করতে পেরে বেশ খুশি বন দপ্তরও। রাজ্যের মুখ্য বনপাল (ওয়াইল্ডলাইফ) সন্দীপ সুন্দ্রিয়াল বলছেন, 'দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ও বিভিন্ন পেশার লোকেরা পাখি উৎসবে শামিল হয়েছেন। তাঁরা বক্সার পাখির বৈচিত্র্য ভালো করে জানতে পারবেন। ফলে বক্সার প্রচার অনেকটাই ছড়িয়ে পড়বে।'

স্পটের অভাব, পিকনিকে গিয়ে বিপাকে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৭ জানুয়ারি : শীতকাল মানেই পিকনিকের মরশুম। পিকনিক মানেই নদীর পাড়, জঙ্গল বা পাহাড়। কিন্তু সংরক্ষিত বনাঞ্চল বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতরে থাকা পাহাড়ে এখন আর পিকনিক করতে দেওয়া হয় না। গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ মেনে ওইসব এলাকায় পিকনিক বন্ধ করা হয়েছে। সকলে যাতে নিয়ম পালন করে সেজন্য বনকর্মীরাও কড়া নজরদারি চালাচ্ছেন। অন্যদিকে, পিকনিকপ্রেমীরা পড়েছেন বেকায়দায়। প্রকৃতিকে রক্ষা করার স্বার্থে তৈরি এই নিয়মে অনেকের মন খারাপ হলেও সকলে সেই নির্দেশ মেনে নিচ্ছেন। তবে তাঁদের মতে, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছাড়াও অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে। সেখানে সরকারি উদ্যোগে পিকনিক স্পট গড়ে তোলা যেতে পারে। সেসব জায়গায় যাওয়ার জন্য রাস্তা ও অন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'শুধু পরিবেশ রক্ষার জন্যই নয়, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতর যে কোনও সময় হাতি বা অন্য কোনও বুনো জীবজন্তু আক্রমণ চালাতে পারে। সকলের সুরক্ষার জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতর পিকনিক করা কখনোই কাম্য নয়। আমরা দিনরাত সজাগ রয়েছি যাতে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতর এই ধরনের আয়োজন কেউ না করতে পারে।' তাঁর মতে, কেউ যাতে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পিকনিক না করেন সেবিষয়ে সাধারণ মানুষকেও সচেতন থাকতে হবে।

কোহিনুর চা বাগানের পাশে পিকনিকের আয়োজন।

কামাখ্যাগুড়ি এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঘোষের মতে, 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল বাদ দিয়ে পিকনিক করার জন্য কিছু জায়গা তৈরি করা যেতে পারে। সেখানে পিকনিক করার মতো পরিকাঠামো গড়ে তুললে পিকনিকপ্রেমীদের আশা পূর্ণ হবে।'

পরিবেশপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায়ের কথায়, 'সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতরে মাইক বাজিয়ে পিকনিক করা হত। এতে বনের পরিবেশ নষ্ট হত। আমরা প্রথম থেকেই চাইছিলাম যাতে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পিকনিক বন্ধ হয়। অবশেষে এইসব অঞ্চলে পিকনিক বন্ধ হওয়ায় আমরা খুশি হয়েছি।'

প্রবীণদের নিয়ে বনভোজন

সোনাপুর, ৭ জানুয়ারি : বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতায় ব্লকের বিভিন্ন এলাকার প্রবীণ বাসিন্দাদের নিয়ে বিশেষ পিকনিকের আয়োজন করা হয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে। এদিন প্রবীণদের জন্য বিভিন্ন খাওয়াদাওয়ার আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজনও করা হয়।

মার্চে পরীক্ষা

একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সিমেস্টার ও প্রথম সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। স্কুলগুলিকে নিজস্ব প্রশ্নপত্র তৈরি করতে বলা হয়েছে।

রিপোর্ট তলব

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে গাছ কাটার অনুমতি দেওয়ার কারণ নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জানতে চাইল বন উন্নয়ন পর্ষদ। জবাবে সন্তুষ্ট না হলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলন

বেতন বৃদ্ধি সহ মোট ৮ দফার দাবিতে বুধবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করলেন আশাকর্মীরা। স্বাস্থ্যবিমা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, মৃত্যুকালীন ক্ষতিপূরণ চালুর দাবি জানানো হয়। বিক্ষোভের ফলে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

আক্রান্ত বিডিও

ডোমকলে বাংলার আবাস যোজনার টেন্ডার না পেয়ে বিডিওর ওপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘিরে বিডিও অফিস চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়।

আছে শিক্ষার পরিহাস...

ধর্মতলায় প্রতিবাদ মিছিল উচ্চ প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীদের। - রাজীব মণ্ডল।

হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিবাদ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : আন্দোলন পেরিয়েছে ১৩০০ দিনের গণ্ডি। তবুও ন্যায়বিচার পাচ্ছেন না উচ্চপ্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা। ২০১৬ সালে আপার প্রাইমারি গেজেট অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার দাবি তুলে বুধবার ফের পথে নামলেন তাঁরা। চাকরির দাবিতে হামাগুড়ি দিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতীকী নবান্ন অভিযান করলেন তাঁরা। পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় নবান্নে নিজেদের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন কপি জমা দিয়ে আন্দোলনকারীরা বললেন, 'বছর বছর ধরে নিয়োগ বন্ধ থাকায় অর্ধেক চাকরিপ্রার্থীর বয়স পার হয়ে গিয়েছে। এদের জীবনের দায়িত্ব কীভাবে এড়িয়ে যাচ্ছে সরকার?'

২০২২ সাল থেকে ধর্মতলার শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। তখন থেকেই তাঁদের দাবি ছিল, উচ্চপ্রাথমিকে ২০১৬ সালের গেজেট অনুযায়ী ইন্টারভিউয়ের অন্তত ১৫ দিন আগে আপডেটেড ভ্যাকেন্সি প্রকাশ করা হয়নি বলেই প্রায় ১০ বছর ধরে তাঁদের নিয়োগ আটকে রয়েছে। বারবার আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরও খুব একটা সুরাহা মেলেনি। সম্প্রতি ২০১৬ সালের উচ্চপ্রাথমিকের ১২৪১ জন চাকরিপ্রার্থীকে দ্রুত নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে স্কুল সার্ভিস কমিশনও। এর আগে ৮ দফায় ১২৭২৩ জনের কাউন্সেলিং সম্পন্ন হয়েছে। বাকি থাকা চাকরিপ্রার্থীদের দ্রুত কাউন্সেলিংয়ের দাবি তুলে বিকাশভবনের দ্বারস্থও হয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। এদিন নবান্ন অভিযান থেকে চাকরিপ্রার্থী সৌমি দত্ত বলেন, 'অবিলম্বে শূন্যপদ বাড়ানো হোক। বারবার টেট পাশ করেও যাঁরা এতগুলি কাউন্সেলিংয়ে ইন্টারভিউয়ের ডাক পাননি, তাঁদের বয়স পেরিয়ে গিয়েছে। এই ইন্টারভিউ বঞ্চিতদের অবিলম্বে সুরাহা দিক রাজ্য সরকার। এইভাবে শিক্ষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় থাকবে না। আরও শিক্ষার গুণগত মান কমবে।'

ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে চাকরিপ্রার্থীদের কপালে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চপ্রাথমিকস্তরে এভাবে নিয়োগে জটিলতা তৈরি হলে অধিকাংশ স্কুলের পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। ধর্মতলায় দণ্ডি কেটে ও হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিবাদ করে এদিন তাঁদের একটাই দাবি, 'গেজেট মেনে দ্রুত নিয়োগ না করলে শিক্ষার মেরুদণ্ড এভাবেই ভেঙে পড়বে। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত হস্তক্ষেপ করুন।'

তালিকায় গলদ, ফের প্রকাশের নির্দেশ

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রকাশিত অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকায় এখনও রয়েছে গলদ। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে ১৮০৬ জন অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন। কিন্তু তাতেও রয়েছে ত্রুটি। আদালতের নির্দেশ মেনে প্রার্থীদের বিশদ তথ্য উল্লেখ নেই ওই তালিকায়। তাই আবারও হাইকোর্টের কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়ল কমিশন। পুনরায় পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সহ অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে।

বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত র‍্যাংক জাম্প, ওএমআর শিট কারচুপি, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগ, সুপারিশের বাইরেও অতিরিক্ত নিয়োগ এবং কারচুপিতে অভিযুক্ত অথচ নিয়োগপ্রাপ্ত নন, এমন সমস্ত অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, '১৮০৬ জনের বাইরেও অযোগ্য থাকতে পারে। কমিশনের কাছে এখনও তথ্য নেই মানে তালিকা সম্পূর্ণ নয়। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পদক্ষেপ করুক কমিশন। একজনও অযোগ্য যাতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে তা নিশ্চিত করতে হবে কমিশনকেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কথা মাথায় রাখতে হবে।' তাই সম্পূর্ণ অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করতে হবে। বিচারপতির মন্তব্য, 'নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। কোনওভাবেই যাতে জাল থেকে ফসকে কোনও অযোগ্য প্রার্থী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ না করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে কমিশনকে।

কমিশন প্রকাশিত তালিকায় নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে উল্লেখ না থাকার অভিযোগ ওঠে। আবেদনকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিম অভিযোগ করেন, কোন প্রার্থী কোন

- ফের বাড়তে পারে অযোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা
- র‍্যাংক জাম্প, ওএমআর কারচুপি, প্যানেল বহির্ভূত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগপ্রাপ্তদের নাম থাকবে তালিকায়
- নাম, জন্ম তারিখ, বিষয়, জেলা, স্কুলের নাম, ক্যাটিগোরি উল্লেখ থাকবে

> **১৮০৬ জনের বাইরেও অযোগ্য থাকতে পারে। কমিশনের কাছে তথ্য নেই মানে তালিকা এখনও সম্পূর্ণ নয়। স্বচ্ছতা বজায় রাখুন।**
>
> অমৃতা সিনহা

ক্যাটিগোরিতে অযোগ্য, তাঁদের জেলা, স্কুল এই বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়নি। কমিশন প্রকাশিত তালিকায় নাম, রোল, বিষয়, ক্যাটিগোরি, জেলা সম্পূর্ণভাবে জানানো দরকার। এছাড়াও দ্বিতীয় কাউন্সেলিংয়ের পর যাঁদের নিয়োগ হয়, তাঁদের মধ্যে কেউ অযোগ্য রয়েছে কি না, অতিরিক্ত নিয়োগ কাদের করা হয়েছে, কারচুপি করেছে, অথচ নিয়োগপ্রাপ্ত নন, এমন প্রার্থীদেরও নাম নেই তালিকায়।

কমিশনের যুক্তি, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে সম্পূর্ণ বিষয়টি নিজেই তদারকি করছেন এসএসসি চেয়ারম্যান। কোনওভাবে যাতে অযোগ্যরা না থাকেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিচারপতি জানতে চান, ওই তালিকায় ওএমআর গরমিলে অভিযুক্তদের নাম রয়েছে? ওই লিস্ট থেকে কি চিহ্নিত করা যাচ্ছে কারা কোন ক্যাটিগোরিতে অযোগ্য? কমিশন জানায়, আরও একটি তালিকা শীঘ্রই প্রকাশ করবে কমিশন। তাতে যাবতীয় তথ্য তুলে ধরা হবে। একজনও অযোগ্য থাকলে তাঁকে বাদ দেওয়া হবে।

বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, প্রার্থীর নাম, জন্ম তারিখ, অভিভাবকের নাম, বিষয়, জেলা, স্কুলের নাম, ক্যাটিগোরি উল্লেখ করে ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তালিকা প্রকাশ করতে হবে। বিচারপতির মন্তব্য, 'এখনও হাতে অনেক সময়। আশাকরি সম্পূর্ণ অযোগ্যতালিকা প্রকাশ করবে কমিশন।'

তবে এদিন ঘোষিত অযোগ্যরা ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। কোন নথি বা তদন্তের ভিত্তিতে তাঁদের দাগি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা জানতে চেয়ে আলিপুর সিবিআই আদালতে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। মামলায় সিবিআইয়ের জমা করা চার্জশিট ও নথির কপি চেয়েছেন তাঁরা। কিন্তু মামলায় সংযুক্ত পক্ষ না হওয়ায় সেই আর্জি খারিজ করেছে নিম্ন আদালত। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন এই প্রার্থীরা। এদিকে এদিনই এক প্রার্থীকে বয়সসীমার ছাড় দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার আচার্য সদনে গিয়ে নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন ওই প্রার্থী।

বুনোদের বনভোজন ...

বুধবার নদিয়ায়। - পিটিআই।

এমাসেই সব কাজ শেষ করতে নির্দেশ

মার্চ-এপ্রিলে ভোট ধরে এগোচ্ছে নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : আগামী মার্চ-এপ্রিলে বিধানসভা ভোট ধরে নিয়ে এগোচ্ছে নবান্ন। তার আগে জানুয়ারির মধ্যে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজের অধিকাংশই গোটাতে চায় সরকার। এতদিন দপ্তরগুলির উন্নয়নমূলক কাজের 'মনিটরিং' করতে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন বিদায়ি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এখন সেই কাজ সামাল দিচ্ছেন নয়া মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নয়া মুখ্যসচিব সেই কাজে নেমে পড়েছেন।

সরকারি দপ্তরগুলির উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ জানুয়ারির মধ্যে শেষ করতে দপ্তরসচিবদের সঙ্গে আলোচনাও শুরু করেছেন তিনি।

বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রের খবর, সরকারের দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই কেন্দ্রীয়ভাবে বৈঠক করবেন। দপ্তরসচিবরাও ওই বৈঠকে থাকবেন। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের ছবিটা ভোটের আগে দেখে নিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই পরিকল্পনা। মুখ্যমন্ত্রী তার আগে আগামী সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রীসভারও বৈঠক ডাকবেন। এসআইআর নিয়ে মন্ত্রীদের ব্যস্ততার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য ও জেলাস্তরে উন্নয়নের কাজে কোনও ফাঁক রাখতে চান না।

১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ। তারপরেই ভোটের দিন ঘোষণার সম্ভাবনা। নবান্ন মোটামুটি এই ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে ভোটের আগেই সব দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ শেষ করতে চায়।

ভোটের দিন ঘোষণা হলে আর কোনও নতুন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাবে না। নবান্নের কাছে খবর, নির্বাচন কমিশন যেভাবে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসজুড়ে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, জয়েন্ট এন্ট্রাসের মতো পরীক্ষার খোঁজখবর শুরু করেছে, তাতে কমিশনের ভোটের দিন স্থির করার 'টার্গেট'ও মার্চ ও এপ্রিল মাস হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই সরকারের কাজ শেষ করার তাড়া পড়েছে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

উচ্চারণে ফাউল, লাল কার্ড বিরোধীদের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৭ জানুয়ারি: মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল, যার সঙ্গে জড়িয়ে বাঙালির আবেগ। কিন্তু দেশের ক্রীড়ামন্ত্রীর সৌজন্যে তারাই হয়ে গেল 'মোহন বেগান' ও 'ইস্ট বেগান'। আর তাতেই তোলপাড় রাজনীতির ময়দান। মঙ্গলবার আইএসএল শুরু হওয়ার কথা ঘোষণা করতে গিয়ে মনসুখ মাণ্ডব্য এই গণ্ডগোলটি করে বসেন। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে দুই দলের সমর্থককুল। ভোট ময়দানে বিজেপিকে একহাত নেওয়ার পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা সুযোগ পেয়ে বাঙালি অস্মিতার অস্ত্রে শান দিয়েছে তৃণমূল এবং কংগ্রেসও। বাঙালির সেরা দুটি ক্লাব কীভাবে 'বেগান' অর্থাৎ বেগুনে পরিণত হয়, তা নিয়ে কটাক্ষের বন্যাও শুরু হয়েছে।

তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের প্রাণপ্রিয় ক্লাব দুটিকে বলছেন মোহন বেইগান, ইস্ট

> **'মোহন বেগান, ইস্ট বেগান'**

বেইগান। আমাদের চোদ্দোপুরুষের কপাল ভালো যে বেগানকে ভেগান বানিয়ে দেননি। ইস্টবেঙ্গল আসিয়ান কাপ জিতেছে। মোহনবাগান খালি পায়ে ব্রিটিশকে হারিয়েছে,আর আপনি তাদের নামটুকু সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চারণ করতে পারেন না। ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ অলংকরণ করে বসে রয়েছেন?' তৃণমূল নেতার তোপ, 'আর কত অপমান করবেন বাঙালিকে? অবশ্য যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন করেন, বন্দে মাতরম বলতে গিয়ে বন্দে ভারত করে দেন তাদের কাছে মোহনবাগান মোহন বেইগান, ইস্টবেঙ্গল ইস্ট বেইগান হবে, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় আপনারা বাংলা ও বাঙালিকে কতটা হেলাফেলা করেন।'

দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষের তোপ, 'এটি কেবল উচ্চারণ বিভ্রাট নয়, দিল্লির বিজেপি নেতাদের মনে গেঁথে থাকা বাংলাবিরোধী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।' অপরদিকে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে মনসুখের উচ্চারণের ভিডিও পোস্ট করে বলা হয়েছে, 'দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী দেশের অন্যতম বৃহৎ দুটি ফুটবল ক্লাবের নাম জানেন না?'

মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চান তামান্নার মা

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : মাস সাতেক আগে সন্তানহারা হয়েছিলেন। সেই অবসাদে ঘুমের ওষুধ খেয়ে সম্প্রতি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তামান্না খাতুনের মা সাবিনা বিবি। হাসপাতালে দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানালেন সাবিনা। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে এদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি বলেন, 'উনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, মেয়েকে হারিয়ে আমার কতটা কষ্ট হচ্ছে। আমি চাই, উনি আমায় একটু সময় দিন। আমি ওঁর কাছে আমার যন্ত্রণার কথা বলতে চাই।'

কালীগঞ্জের উপনির্বাচনে শাসকদলের বিজয় উৎসবের সময় বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় ১১ বছর বয়সি তামান্নার। পরিবারের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত আসল দোষীরা অধরা। মেয়ের বিচার না পাওয়ার হতাশায় আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল সাবিনাকে। এদিন তদন্তে গড়িমসির অভিযোগ তুলে তাঁর প্রশ্ন, 'অর্ধেকের বিরুদ্ধে এখনও কেন চার্জশিট জমা পড়েনি? আমি এসপির কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছি পিপি(সরকারি আইনজীবী) পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও কাজ হয়নি।' এই ঘটনায় ১৪ জন অভিযুক্তের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে পুলিশ। পরিবারের আশঙ্কা, আইনি প্রক্রিয়ার ফাঁকফোকর দিয়ে সহজেই জামিন পেয়ে যেতে পারেন অভিযুক্তরা। আর তারপরই অভিযুক্তরা আবার তামান্নার পরিবারকে হুমকি দিতে বা আক্রমণ করতে পারেন। তবে হাল ছাড়বেন না বলেই জানিয়ে দিলেন সাবিনা। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেই সুরাহা মিলবে বলে আশা করছেন তিনি। কারণ, তামান্নার মৃত্যুর সময় মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে পোস্ট করলে তারপরই পুলিশকে দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছিল।

তাই মেয়ের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে দৃঢ় চিত্তে এদিন সাবিনা বলেন, 'বিচার না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব।'

> **উনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, মেয়েকে হারিয়ে আমার কতটা কষ্ট হচ্ছে। আমি চাই, উনি আমায় একটু সময় দিন। আমি ওঁর কাছে আমার যন্ত্রণার কথা বলতে চাই।**
>
> সাবিনা বিবি

শা'র পর রাজ্য সফরে নাড্ডা

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : অমিত শা'র পর এবার রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা। রাজ্যে পা রাখার আগের দিনেই বহু প্রতীক্ষিত বিজেপির রাজ্য কমিটিতে সিলমোহর দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার নাড্ডার রাজ্য সফরে দলীয় কর্মসূচি থাকলেও তিনি মূলত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্য সফরে আসছেন। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামীকাল ১২টা নাগাদ কলকাতা দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছোবেন নাড্ডা।

বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি পৌঁছোবেন বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে। বৈঠক করবেন দলের কোর কমিটির সঙ্গে। প্রায় বিকাল ৫টা ৩০ নাগাদ বিজেপি দপ্তর থেকে রওনা হয়ে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হোটেলে চিকিৎসকদের একাংশের সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিজেপির তোলা অভিযোগ নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন তিনি। এরপর রাতে ফের আর একদফা বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয়ে বৈঠক করেন তিনি। আর পরের দিন সকালে প্রথমে দক্ষিণ কলকাতার হাজরায় চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট এবং পরে কল্যাণীর এইমসে সরকারি কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে অংশ নেবেন তিনি। শুক্রবার রাতে তাঁর দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা।

শুভেন্দুর মতুয়া সম্মেলন

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : মতুয়াদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার দায়িত্ব এবার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বনগাঁর ঠাকুরনগরে মতুয়া সম্মেলনে নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকায় নাম রক্ষার ব্যাপারে কার্যত মতুয়াদের বরাভয় দিলেন শুভেন্দু।

এসআইআরের শুনানিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের হিন্দু উদ্বাস্তু শরণার্থীদের একটা বড় অংশের নাম বাদ যেতে পারে এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন মতুয়া সমাজ। প্রধানমন্ত্রীর রানাঘাটের সভা থেকে সে ব্যাপারে কোনও আশ্বাসবাণী না পাওয়ার পর সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সফর ঘিরে আশা জেগেছিল তাঁদের। কারণ, সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছিল আগে নাগরিকত্ব, পরে ভোট। অর্থাৎ নাগরিকত্ব না পেলে মতুয়াদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে। নাগরিকত্বের বিষয়টি একেবারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক্তিয়ারে। তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে অমিত শা'র মুখ থেকে এব্যাপারে কোনও আশ্বাসবার্তা পাবেন বলে আশা করেছিলেন মতুয়ারা। কিন্তু তা না হওয়ায় মতুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক বেড়েছে। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে যার প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিজেপি রাজ্য নেতারাও। এই আবহে এদিন মতুয়াদের বার্তা দিতে ঠাকুরনগরের মতুয়া সম্মেলনকে বেছে নিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেখানে শুভেন্দু বলেন, 'এসআইআরে যাঁদের নোটিশ করবে তাঁরা শুনানিতে যাবেন। ইআরও-রা যদি নাম কাটে তাহলে ডিইও-র কাছে আবেদন করবেন। ডিইও পর্যন্ত বিষয়টা বুঝে নেবেন বিজেপির জেলার নেতা ও বিধায়করা। আর যদি ডিইওতেও নাম কাটা যায়, তাহলে সিইও-র কাছে আসবে সেই আবেদন। সেখানে বিষয়টা আমি বুঝে নেব। এটা বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব।'

বিধানসভা ভিত্তিক যে শুনানি চলেছে সেখানে ইআরও এবং এইআরও (এসডিও এবং বিডিও)-রাই শুনানি করবেন। যাকে শুনানিতে ডাকা হবে, তাকে কমিশনে নির্দিষ্ট নথি পেশ করতে হবে। এই তালিকায় সম্প্রতি সিএএ শংসাপত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষত রাজ্যের মতুয়া এবং হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য এই নথি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে ধর্মীয় কারণে যাঁরা এদেশে এসেছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্যে কেন্দ্র যে সিএএ আইন করেছে তার ভিত্তিতেই এই শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, এসআইআর ঘোষণার পর এপর্যন্ত সিএএ-তে যে প্রায় ৬০ হাজার জন আবেদন করেছেন তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ১ হাজারের কিছু বেশি শংসাপত্র দিতে পেরেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ৭ ফেব্রুয়ারি শুনানি শেষ হওয়ার আগে রাজ্যে সিএএ'র জন্যে আবেদনকারীর সংখ্যা লক্ষাধিক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিয়ম অনুযায়ী যাঁরা শংসাপত্র পাবেন না তাঁদের নাম শুনানিতে বাদ যাবে। এ বাস্তবতা বুঝেই সম্ভবত মতুয়াদের আশ্বস্ত করতে নিজের কাঁধেই দায়িত্ব তুলে নিলেন শুভেন্দু।

যান্ত্রিক জীবনে ডোপামিন কফিম্যান

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : মোবাইল বন্দি যান্ত্রিক জীবনে আপনার কথা শোনার বন্ধু নেই? মনের সুপ্ত ভাবনা খোলাখুলি ব্যক্ত করে শান্তি পেতে চান? আপনার কথাই কফির মাধ্যমে তুলির টানে ফুটিয়ে তুলবেন কফিম্যান। এভাবেই হাজার হাজার মনের রোগ সারাচ্ছেন বেহালার পার্থ মুখোপাধ্যায়। বিনিময়ে পাওনা শুধু এক কাপ কফি।

ডিজিটাল যুগে কোলাহলের মাঝেও কিছু মানুষ থাকেন নিঃসঙ্গ। তাই কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও এককাপ কফি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় পার্থবাবু যেন আর পাঁচটা শিল্পীর চেয়ে আলাদা। যাঁর তুলির টানে ও কফির রঙে ফুটে ওঠে মানুষের বিষণ্ণতা। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বললেন, 'ছোটবেলা থেকেই পরিবারে শৈল্পিক সত্তা ছিল। খেলার ছলে ঠাকুর বানাতাম। তখন থেকেই আঁকায় হাতেখড়ি। আমপান-করোনার সময় সাহায্যের হাত বাড়াতে নিজের শিল্পকেই বেছে নিয়েছিলাম। ওই থেকেই কফি আর্টের সূচনা। দেখেছিলাম মানুষ কত একা। তাই তার অনুভূতি কয়েক মিনিটে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি।'

মনের কথা কফির মাধ্যমে তুলির টানে ফুটিয়ে তুলছেন পার্থ মুখোপাধ্যায়।

তাঁর তুলিতে ফুটে ওঠে মুখর হৃদয়ের রূপকথা। তাই কথা বলার সঙ্গী না পেলে সমাজমাধ্যমে শুধু একটা মেসেজ করলেই চলবে। আইটি কোম্পানিতে কর্মরত পার্থবাবু জানিয়ে দেবেন সময় ও ঠিকানা। বললেন, 'মানুষ এখন আধুনিক পরিবারে ব্যক্তিগত স্পর্শ হারিয়ে ফেলছে। হারিয়ে ফেলেছে ঠাকুমা-দাদুকে। তাই একলা। কফি খেতে খেতে মানুষ আমার সঙ্গে তাঁর কথা ভাগ করে নেন। সেটাই ফুটিয়ে তুলি। তারপর কথা শেষ হলে কফি আর্টে নিজের অনুভূতির প্রতিকৃতি দেখে মন হালকা হয়ে বাড়ি ফেরেন। এটাই আমার উপার্জন।'

সময় পেলেই কখনও ক্যানভাসে, কখনও কাগজে বা গ্লাস পেন্টিংয়ে ফুটে ওঠে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কবীর সুমন, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে নানা শিল্পী। কাজের মাঝেই শিল্পের মাধ্যমে থেরাপি চালান পার্থবাবু। বললেন, 'কখনও ক্যাফেতে বা মাঠে ময়দানে যেখানে যেমন ডাক পাই চলে যাই। অনেকে ছবি কেনার জন্য বুকিং করে রাখেন। সম্প্রতি অপর্ণা সেন ১০টি ছবি নিয়েছেন। এই টাকা দিয়ে দুঃস্থ বা যাঁদের প্রয়োজন, তাঁদের সাহায্য করি। এখনও পর্যন্ত ১৬ লক্ষ টাকা দিয়েছি।'

তাঁর কথায়, 'আমার ছবি দেখার পর অবশেষে গিয়ে অনেকে বুঝতে পারেন এই মুহূর্তে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কী?' এভাবেই একজন নীরব শ্রোতা হিসেবে সাহচর্য দিয়ে চলেছেন পার্থবাবু। যাঁর কফির তুলিতে ফুটে উঠছে মনের রং।

কুমন্তব্যের জের, হাইকোর্টে শুভেন্দু

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : ২ জানুয়ারি মালদার চাঁচলের জনসভা থেকে মালদা জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি তথা প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় এফআইআর দায়ের করেন প্রসূন। বুধবার এই এফআইআর খারিজ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শুভেন্দু। ইতিমধ্যেই মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। শুভেন্দুর দাবি, ওই জনসভায় কোনও উসকানিমূলক ঘৃণা ভাষণ না থাকা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য প্রাক্তন ওই পুলিশ আধিকারিক এই কাজ করেছেন। এর আগেও রাজ্য সরকার তাঁর বিরুদ্ধে একাদিক ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করেছে। আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩ পৌষ ১৪৩২

টিকে থাকার লড়াই

কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে এখনও বেঁচে রয়েছে। মৌসম বেনজির নুরের তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফেরার লগ্নে এই বার্তাটি দিয়েছেন রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ জয়রাম রমেশ। কথাটি শুনতে যতটা ভালো, বাস্তবে ততটা কার্যকর কি না, সংশয় আছে। মৌসম এলেই বাংলায় কংগ্রেসের ভাগ্য ফিরবে, পরিস্থিতি একেবারেই তা নয়। তবুও লাগাতার হারের মাঝে বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের কাছে নতুন স্বপ্ন তো বটে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আবার বলেছেন, মৌসমের ঘরে ফেরা শুধুমাত্র ট্রেলার। পিকচার এখনও বাকি।

অপরদিকে ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে কংগ্রেসে আসা ভিক্টর জানিয়েছেন, তৃণমূলের একাধিক সাংসদ, বিধায়কের সঙ্গে তাঁর কথা চলছে। অর্থাৎ যে তৃণমূল একদা কংগ্রেসের ঘর ভেঙে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, সেই তৃণমূলে ভাঙন ধরিয়ে ফের ইমারত গড়ার স্বপ্ন দেখছে হাত শিবির। '৭৭ সালে রাজ্যপাট হারানোর পর থেকে কংগ্রেসে যে শনির দশা শুরু হয়েছিল, তাতে এখনও লাগাম পরেনি। এই অবস্থায় মৌসমের হাত শিবিরে ফিরে আসা এবং তাঁর পথ ধরে আরও কয়েকজন তৃণমূল জনপ্রতিনিধির কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে শতাব্দীপ্রাচীন দলটি আহ্লাদিত হচ্ছে ঠিকই, তাতে রাজ্যের কিছু পকেটের বাইরে কংগ্রেসের বিশেষ কোনও লাভ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কংগ্রেস সংখ্যালঘু ভোটে থাবা বসিয়ে তৃণমূলকে ধাক্কা দিতে পারে বটে। কিন্তু তাতে মেরুকরণের লাভের গুড় বিজেপির দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বিস্তর। কংগ্রেস এখনও তৃণমূলের বিকল্প শক্তি হতে পারেনি। কয়েকজনকে ভাঙালেই কংগ্রেসের পক্ষে রাতারাতি তৃণমূলের বিকল্প শক্তি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ভিত মজবুত না হলে কোনও বহুতলই টেকে না। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সর্বস্তরের সংগঠন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের বাইরে সেই অর্থে প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছু নেই।

মৌসম দলবদলের সময় বার্তা দিয়েছেন, তিনি গনি খান চৌধুরীর পরিবারের অংশ। তাই পারিবারিক কারণেই তিনি পুরোনো দলে ফিরেছেন। কিন্তু গনি খানের পরিবারের অংশ হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি সাত বছর আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন, সেই উত্তর দেননি। এবছরই রাজ্যসভা সাংসদ হিসেবে তাঁর মেয়াদ ফুরোনোর কথা। তার আগে তিনি উপরাষ্ট্রপতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আগামীদিনে দিল্লি নয়, তিনি বাংলার বিশেষ করে মালদার রাজনীতিতে সক্রিয় হবেন।

গনি পরিবারের আরেক সদস্য তথা মালদা দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী নিজের এলাকায় যথেষ্ট পরিচিত। ইশা এবং মৌসমের পক্ষে মালদা জেলায় কংগ্রেসের হাত শক্ত করা কিছুটা সহজ হলেও রাজ্যের বাকি এলাকায় একেবারেই তা নয়। নিজেদের পকেটের বাইরে কংগ্রেসের পক্ষে একক ক্ষমতায় তৃণমূল ও বিজেপির মোকাবিলা করা কঠিন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবং দলের হাইকমান্ডের বিষয়টি অজানা নয়। তবে সাংবাদিক বৈঠকে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রদেশ সভাপতি এখন বিভিন্ন ইস্যুতে দলকে রাস্তায় নামানোর চেষ্টা করছেন।

কিন্তু মৌসমের দলবদলের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের কিছু নেতার হাবভাবে মনে হচ্ছে তাঁদের সুদিন ফেরা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। দলে দলে তৃণমূল ও অন্য দল থেকে অনেকে যেন কংগ্রেসে নাম লেখানোর জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের না জানার কথা নয় যে, এভাবে কিছু ওপরতলার নেতা ও তাঁদের অনুগামীদের দলে নিলেই সংগঠন পোক্ত হয় না। তার জন্য একেবারে নীচুস্তর থেকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের আন্দোলনে সর্বস্তরের ভোটারদের মধ্যে প্রভাব পড়ার পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। অধীররঞ্জন চৌধুরী বিজেপি শাসিত রাজ্যে গিয়ে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্যাতন, হেনস্তার প্রতিবাদে সরব হচ্ছেন। কিন্তু বাংলায় গণ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে খুব মনোযোগী নন তিনি কিংবা প্রদেশ নেতৃত্ব। আবার এসআইআর-এ সাধারণ মানুষের হেনস্তার প্রতিবাদে কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতা প্রকট।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে–যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

মৌলবাদ যখন রাজনীতির দাবার ঘুঁটি

ধর্ম, জাতি বা সংস্কৃতির নামে যে উগ্রতা সমাজকে গ্রাস করে, তার পেছনে সক্রিয় থাকে সংগঠিত রাজনীতি।

রুদ্র সান্যাল

- এআই

মৌলবাদ কোনও স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক বিকৃতি নয়; এটি প্রায়শই রাজনৈতিক প্রয়োজন, ক্ষমতার হিসাব ও কর্তৃত্ব কায়েমের কৌশল থেকে জন্ম নেয়। ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায়—ধর্ম, জাতি বা সংস্কৃতির নামে যে উগ্রতা সমাজকে গ্রাস করে, তার পেছনে সক্রিয় থাকে সংগঠিত রাজনীতি। মানুষের ভয়, ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তাকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক শক্তি নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করে; মৌলবাদ তখন হয়ে ওঠে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার।

ভোটব্যাংকের হাতিয়ার

মৌলবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হল—একটি 'আমরা বনাম তারা' বিভাজন তৈরি করা। রাজনীতি যখন গণতান্ত্রিক বিতর্কে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন এই বিভাজন ভোটব্যাংক মজবুত করার সহজ রাস্তা হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তির বদলে আবেগ, সহাবস্থানের বদলে শত্রুতা—এই রূপান্তর ঘটাতে মৌলবাদী ভাষ্য খুব দ্রুত কাজ করে। ফলে সমাজে সহিংসতা শুধু অনুমোদিতই হয় না, অনেক সময় নৈতিকতার মোড়কও পায়।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে মৌলবাদের উত্থানকে আলাদা করে বোঝা জরুরি। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষার সংকট— এই বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধান না করে রাজনীতি যখন ধর্মীয় পরিচয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন মৌলবাদ বাড়ে। বাংলাদেশও এই বাস্তবতার বাইরে নয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ একাধিকবার ধর্মীয় রাজনীতির উত্থানপতনের সাক্ষী। সাম্প্রতিক সময়ে উগ্র মৌলবাদের প্রকাশ আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে— যেখানে ব্যক্তি নয়, মানবতাই নিশানা।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালের উগ্র মৌলবাদের এক নির্মম উদাহরণ দীপুচন্দ্র দাসকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা। অভিযোগ-গুজব-উসকানি— এই তিনের মিশ্রণে একটি মানুষের জীবন নিমেষে শেষ হয়ে যায়। এই হত্যাকাণ্ড কেবল একজন ব্যক্তির মৃত্যু নয়; এটি রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য এক ভয়াবহ সতর্কবার্তা। কারণ এখানে আইনের শাসনের বদলে 'উন্মত্ত নৈতিকতা' প্রতিষ্ঠা পায়— যেখানে জনতা বিচারক, জল্লাদ ও সাক্ষী— সবই একসঙ্গে।

সুবিধাবাদের নীরবতা

এই ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। মৌলবাদী রাজনীতির চাপে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা, সামাজিক নীরবতা ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদ একত্রে কাজ করে। যারা ক্ষমতায় আছে, তারা অনেক সময় 'সংবেদনশীলতা'র অজুহাতে কঠোর অবস্থান নেয় না; যারা বিরোধী, তারা ঘটনাকে নিজেদের রাজনীতির পুঁজি বানায়। মাঝখানে পড়ে সাধারণ মানুষ—যাদের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও জীবনের মূল্য ক্রমশ কমে যায়।

এখানে অতীতের আরেকটি নির্মম হত্যাকাণ্ড স্মরণ করা জরুরি—গ্রাহাম স্টেইনস ও তাঁর দুই শিশুপুত্রকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা। ঘটনাটি ঘটেছিল ভারতে, ১৯৯৯ সালে। ধর্মান্তরের গুজব ও উগ্র জাতীয়তাবাদী উসকানিতে একটি পরিবারকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। শিশুদের আর্তনাদ, আগুনের লেলিহান শিখা—এসব কেবল সংবাদ শিরোনাম নয়; এগুলো মৌলবাদী রাজনীতির নগ্ন চেহারা। দেশ-কাল বদলালেও পদ্ধতি একই—ভয় দেখাও, শত্রু বানাও, সহিংসতাকে বৈধতা দাও।

এই দুই ঘটনার মধ্যে একটি গভীর সাদৃশ্য আছে। কোথাও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, কোথাও ভিন্নমত বা পরিচয়—টার্গেট বদলায়, কৌশল বদলায় না। মৌলবাদী রাজনীতি প্রথমে মানুষকে মানব হিসেবে দেখে না; দেখে পরিচয়ের খোপে। এরপর সেই খোপকে 'হুমকি' বানিয়ে সহিংসতাকে ন্যায্য বলে প্রচার করে। ফলাফল—মানবাধিকার লঙ্ঘন, সামাজিক ভাঙন এবং দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষার সংকট— এই বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধান না করে রাজনীতি যখন ধর্মীয় পরিচয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন মৌলবাদ বাড়ে। বাংলাদেশও এই বাস্তবতার বাইরে নয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ একাধিকবার ধর্মীয় রাজনীতির উত্থানপতনের সাক্ষী। সাম্প্রতিক সময়ে উগ্র মৌলবাদের প্রকাশ আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে— যেখানে ব্যক্তি নয়, মানবতাই নিশানা।

ক্ষমতার লড়াই

প্রশ্ন উঠতেই পারে—রাজনীতির প্রয়োজন কেন মৌলবাদকে আঁকড়ে ধরে? কারণ মৌলবাদ দ্রুত ফল দেয়। উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এসব দীর্ঘমেয়াদি কাজ। কিন্তু ধর্মীয় উসকানি মুহূর্তে জনতাকে জড়ো করে। ক্ষমতার লড়াইয়ে এই তাৎক্ষণিক সমর্থনই অনেক রাজনীতিকের কাছে অমূল্য। তাই মৌলবাদকে পুরোপুরি দমন না করে কখনও নীরব প্রশ্রয়, কখনও প্রকাশ্য সমর্থন—দুটোই দেখা যায়।

কিন্তু এই কৌশল আত্মঘাতী। মৌলবাদ একবার শক্তি পেলে সে আর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। আজ যে রাজনীতিক তাকে ব্যবহার করছে, কাল সেই রাজনীতিকই তার লক্ষ্য হতে পারে। ইতিহাসে তার অসংখ্য উদাহরণ আছে। সমাজে ভয়ের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মেধা পালায়, আইন দুর্বল হয়। সবচেয়ে বড় ক্ষতি—মানুষ মানুষের ওপর বিশ্বাস হারায়।

বিষবৃক্ষের বাড়বাড়ন্ত

মৌলবাদের এই বিষবৃক্ষ ওপড়াতে কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ। রাজনীতি যখন মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয়, তখন সমাজ ক্রমশ তার সৃজনশীলতা ও মুক্তচিন্তার ক্ষমতা হারায়। আমরা দেখি, পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে লোকজ সংস্কৃতি—সবখানেই মৌলবাদী সেন্সরশিপের থাবা বসানোর চেষ্টা চলে। বৈচিত্র্যময় জীবনবোধের পরিবর্তে একটি সংকীর্ণ ও একরৈখিক জীবনধারা চাপিয়ে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা মূলত সমাজকে পঙ্গু করে দেওয়ার কৌশল। যখন একটি জাতি তার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভুলে কেবল পরিচয়ের উগ্রতায় মত্ত হয়, তখন তার রাজনৈতিক পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই রাজনীতির বিকল্প হিসেবে সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে, যা তরুণ প্রজন্মকে উগ্রবাদের মোহ থেকে মুক্ত রাখবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষমতার দাবার ঘুঁটি

বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তাকালে দেখা যায়, মৌলবাদ অনেক সময় আন্তর্জাতিক ক্ষমতার দাবার ঘুঁটি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এক দেশের মৌলবাদ অন্য দেশের চরমপন্থাকে উসকে দেয়, যা শেষপর্যন্ত আঞ্চলিক অস্থিরতা তৈরি করে। দীপুচন্দ্র দাস বা গ্রাহাম স্টেইনসের মতো বিয়োগান্তক ঘটনাগুলো তাই কেবল স্থানীয় আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা নয়; এগুলো একটি সমষ্টিগত সমস্যার অংশ। যখন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো মৌলবাদী শক্তির কাছে আপস করে, তখন উগ্রবাদীরা নিজেদের 'রাষ্ট্রের চেয়েও শক্তিশালী' ভাবতে শুরু করে।

উত্তরণের পথ

এই অচলাবস্থা থেকে বেরোতে হলে কয়েকটি মৌলিক পদক্ষেপ জরুরি। প্রথমত, আইনের শাসন—কোনও আপস নয়। সহিংসতা যে-ই করুক, তার রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে বিচার নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির ধর্মনিরপেক্ষ ভাষ্য—ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হাতিয়ার নয়। তৃতীয়ত, শিক্ষা ও নাগরিক সচেতনতা—গুজব চিনতে শেখানো, ভিন্নমতকে সহ্য করার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। চতুর্থত, মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমের দায়িত্ব—উসকানি নয়, তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন।

দীপুচন্দ্র দাসের মৃত্যু কিংবা গ্রাহাম স্টেইনস ও তাঁর শিশুদের হত্যাকাণ্ড আমাদের সামনে একটাই প্রশ্ন রেখে যায়—আমরা কোন সমাজ চাই? যেখানে রাজনীতির প্রয়োজনে মানুষ পুড়ে মরবে, নাকি যেখানে রাজনীতি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে? মৌলবাদের জন্ম রাজনীতির প্রয়োজনে হলেও, তার মৃত্যু নির্ভর করে নাগরিকদের সচেতনতা ও রাষ্ট্রের নৈতিক সাহসের ওপর। মানবতার পক্ষে দাঁড়ানোই আজ সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কাজ।

(লেখক শিক্ষক)

আজ

১৯৩৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী।

১৯৩১

পরিচালক তরুণ মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

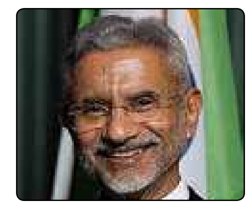

ভেনেজুয়েলার সঙ্গে আমাদের বহু বছর ধরে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। পরিস্থিতি যেদিকেই যাক না কেন, আমরা চাই সেখানকার মানুষ ভালো থাকুক। আমরা ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন এমন সিদ্ধান্তে আসেন যাতে ভেনেজুয়েলার মানুষের উপকার হয়।

- এস জয়শংকর

ভাইরাল/১

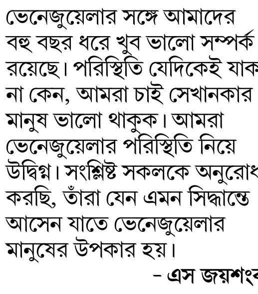

জুয়েলারি শোরুমে দুঃসাহসিক চুরি। প্রয়াগরাজের শোরুমটিতে চারজন মহিলা ক্রেতা সেজে ঢুকেছিলেন। গয়না দেখার ফাঁকে একজন একটি গয়নার ট্রে তুলে নেন। সেটি পাশের মহিলাকে দিলে তিনি তাঁর শালের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

পঞ্জাবের এক গুরুদোয়ারার কাছে ল্যাম্পপোস্টের তার ঝুলছিল। একটি পাখি সেখানে আটকে যায়। যত ছটফট করছে তত তারের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। একজন ক্রেনে উঠে পাখিটিকে মুক্ত করেন। মুক্তি পেয়েই পাখি উড়ে যায়।

জনমন
জনমত

শিক্ষক হওয়া সহজ নয়

আমি আমার ছাত্রজীবনে ও কর্মজীবনে এমন কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দেখেছি, যাঁদের মতো হতে গেলে সত্যিই আগে একজন ভালো মানুষ হওয়া দরকার। কিন্তু শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে গেলেই যে সে একজন ভালো মানুষ হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তার উদাহরণ আমাদের সামনে অনেক রয়েছে। আমি নিজেও একজন শিক্ষক, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষক নই। সবসময় প্রিয় শিক্ষকদের দেখে শেখার চেষ্টা করি। আর এই চেষ্টা চলবে আজীবন।

এসবের পাশে দুর্নীতির ফাঁদ তো আছেই, তাতেও কে কখন শিক্ষক হয়ে যাচ্ছে বলা মুশকিল। আবার কেউ কেউ শিক্ষক কম, নেতা হয়ে যাচ্ছে বেশি। শিক্ষা নিয়ে কথা বলার পরিবর্তে স্কুল ফাঁকি দিয়ে মঞ্চে-মিছিলে ভিড় করছে। অথচ শিক্ষক হওয়া মোটেও অত সহজ নয় যে পড়লাম, চাকরি পেলাম। ব্যস হয়ে গেল।

আসলে শিক্ষক হওয়ার উদ্দেশ্য কী? ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো, তাদের মানুষ করা না নিজের সার্বিক উন্নতি? শিক্ষক এমন একটা সমাজ, যাকে সন্তানের অভিভাবক অন্ধের মতো বিশ্বাস করেন, ভরসা করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কে কখন পিশাচ হয়ে উঠবে, কে বলতে পারে?

একজন পড়ুয়ার কাছে বাবা-মায়ের পর যার জায়গা তিনি হলেন শিক্ষক। নিজের সব অনুভূতির কথা প্রকাশ করা যায় যার কাছে তিনিই শিক্ষক বা শিক্ষিকা। শিক্ষার্থী জানে, সব সমস্যার মুশকিল আসান করার একটাই চাবিকাঠি 'আমার স্যর' বা 'আমার ম্যাম'। কিন্তু কে জানে, তিনিই কখন জীবনের সমস্যা হয়ে উঠবেন, কেড়ে নেবেন শৈশব!

রাজু দাস
আশ্রমপাড়া, ইসলামপুর।

ভাবনায় সবুজ বিপ্লব

পৃথিবী এখন অনাহূত সমস্যায় জর্জরিত। মানুষ যে শ্রেষ্ঠ জীব সেটা সে প্রতিপন্ন করার খেলায় মাতোয়ারা। উন্নয়নের চাহিদায় দিশেহারা! ভোগ লালসায় নিমজ্জিত। কংক্রিটের আস্তরণে মুড়ে ফেলা হচ্ছে পৃথিবীকে। গাছ লাগাও, গাছ বাঁচাও শোভা পায় ধূসর প্ল্যাকার্ডে। কারও হেলদোল নেই।

পাড়া সমাধিস্থ ফ্ল্যাট কালচারে। পুরোনো বাড়ির গাছ কেটে ফেলে যত্রতত্র গজিয়ে উঠছে অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট। যথারীতি বৃক্ষনিধন এখনও অব্যাহত। কিন্তু চাইলেই এই সমস্যার আশু সমাধান সদিচ্ছার দ্বারা করা যেতে পারে। আগামীতে শহরের যে সব বাড়ি ফ্ল্যাট হতে চলেছে সেখানে নিয়ম বলবৎ করা হোক যে, অতি অবশ্যই বেশি অক্সিজেন উৎপাদনকারী কমপক্ষে দুটি গাছ লাগাতেই হবে। তবেই প্ল্যান পাশ করা হবে। নইলে নয়।

এই জনবিস্ফোটে গাছ লাগানোর জায়গা অপ্রতুল। তবুও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসে হয়তো একদিন জনবহুল শহর হতে পারে সবুজের নিশ্চিত ঠিকানা, যেখানে কিছুটা অক্সিজেনের জোগান তো হতেই পারে।

সন্ধ্যা দত্ত, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অদম্য মনের অনন্য জয়গান

শারীরিক প্রতিকূলতাকে জয় করে মহাকাশের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন স্টিফেন হকিং। জন্মদিনে তাঁকে ফিরে দেখা।

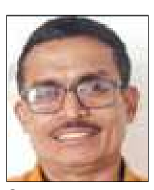

চম্পক সাহা

মনের শক্তি, প্রখর মেধা আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে কোনও শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করা যায়- তার জীবন্ত প্রমাণ স্টিফেন উইলিয়াম হকিং। তিনি কেবল বিশ শতকের শেষভাগ এবং একুশ শতকের শুরুর দিকের একজন শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন না; তিনি ছিলেন আশা, অধ্যবসায় এবং অজানাকে জানার এক অফুরন্ত প্রেরণা। হকিংয়ের জীবন ও কাজ আমাদের শিখিয়েছে, 'জীবন যতই কঠিন হোক না কেন, সবসময় কিছু না কিছু করার থাকে এবং তাতে সফল হওয়া যায়।' তিনি কেবল মহাবিশ্বের গূঢ় রহস্য উন্মোচন করেননি, বরং মানুষের অদম্য প্রাণশক্তি ও মেধার জয়গানকেও বিশ্বমঞ্চে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে এক বিদগ্ধ পরিবারে হকিংয়ের জন্ম। তাঁর বাবা ফ্রাঙ্ক হকিং ছিলেন একজন চিকিৎসা গবেষক এবং মা ইসোবেল হকিং ছিলেন দর্শন ও রাজনীতির স্নাতক। শৈশব থেকেই স্টিফেনের ঝোঁক ছিল মহাকাশ ও বিজ্ঞানের বিমূর্ত জগতের প্রতি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণির সম্মান সহ স্নাতক হওয়ার পর তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি হলে বিশ্বতত্ত্ব (কসমোলজি) নিয়ে উচ্চতর গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু মাত্র ২১ বছর বয়সে এক মারণ ব্যাধি তাঁর জীবনকে ওলটপালট করে দেয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, 'অ্যামায়োট্রফিক ল্যাটেরাল স্ক্লেরোসিস' (ALS) নামক মোটর নিউরন রোগে আক্রান্ত হকিং বড়জোর আর দুই বছর বাঁচবেন। কিন্তু ভবিতব্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হকিং বেছে নিলেন বিজ্ঞানের বন্ধুর পথ। ধীরে ধীরে শরীরের প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে পড়লেও তাঁর মস্তিষ্ক ছিল নক্ষত্রলোকের মতো উজ্জ্বল ও সচল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় হুইলচেয়ারে বন্দি হয়েও একটি বিশেষ সিন্থেসাইজার ভয়েসের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রক্ষা করেছেন।

হকিংয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক অবদান ছিল কৃষ্ণগহ্বর বা 'ব্ল্যাক হোল' এবং মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রজার পেনরোজের সঙ্গে যৌথ গবেষণায় তিনি গাণিতিকভাবে দেখান যে, সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল এক 'সিংগুলারিটি' বা একক বিন্দু থেকে। তাঁর সবথেকে যুগান্তকারী আবিষ্কার হল 'হকিং বিকিরণ'। তিনি প্রমাণ করেন যে, কৃষ্ণগহ্বরগুলো প্রকৃতপক্ষে পুরোপুরি অন্ধকার বা নিশ্চল নয়; কোয়ান্টাম প্রভাবের কারণে সেখান থেকেও কণা নির্গত হয় এবং কোটি কোটি বছর পর তা বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এই বৈপ্লবিক ধারণা পদার্থবিজ্ঞানের দুটি প্রধান স্তম্ভ— সাধারণ আপেক্ষিকতা এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক ও গাণিতিক সেতুবন্ধন তৈরি করেছিল।

বিজ্ঞানকে গবেষণাগারের চার দেওয়াল থেকে বের করে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া ছিল হকিংয়ের অন্যতম ব্রত। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত তাঁর অমর সৃষ্টি 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের মনে মহাকাশ নিয়ে অসীম কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। এটি টানা ২৩৭ সপ্তাহ লন্ডনের সানডে টাইমস-এর বেস্টসেলার তালিকায় ছিল। এছাড়াও 'দ্য ইউনিভার্স ইন এ নাটশেল' বা 'দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন'-এর মতো বইগুলোতে তিনি সময় ও সৃষ্টিতত্ত্বকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। ২০১৮ সালের ১৪ মার্চ ৭৬ বছর বয়সে এই নক্ষত্রের পতন ঘটে। হকিং আমাদের শিখিয়েছেন যে, সীমাবদ্ধতা শরীরের হতে পারে, আত্মার নয়। তাঁর জীবন প্রমাণ করে, মানুষের বুদ্ধি আর কৌতূহল যে কোনও বাধার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

(লেখক শিলচরের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩৯

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। কন্যা, তনয়া ৩। আজন্ম শত্রু ৪। বসবাসের বা চাষের জমি ৫। সুরাপানে আসক্ত ৭। ইন্দ্রের পত্নী, শ্রীচৈতন্যের মা ১০। ঝরনার আরেক নাম ১২। ঈষৎ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ ১৪। ফর্দ-এর আরেক নাম ১৫। নাটকে নায়কের রসিক সহচর ১৬। সংগীতের রাত্রিকালীন রাগ।

উপর-নীচ : ১। যে খাট বা চৌকি কাঠের তৈরি ২। বিছানার বা গালিচার মোটা নকশার চাদর ৩। জাতের ভেদাভেদ ৬। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী জীবনের চার পর্যায়ের একটি ৮। হঠাৎ সূচ ফোটার মতো তীব্র যন্ত্রণা ৯। জাদুর তন্ত্রমন্ত্র ১১। সরু ও কোমলতার ভাবপ্রকাশ ১৩। ভুট্টার আরেক নাম।

সমাধান ■ ৪৩৩৮

পাশাপাশি : ২। রাধাপদ্ম ৫। মওকা ৬। হাতসাফাই ৮। বানি ৯। মন ১১। বাক্‌বিতণ্ডা ১৩। হারেম ১৪। হাঁসকল।

উপর-নীচ : ১। নামগান ২। রাকা ৩। পরাত ৪। বালাই ৬। হানি ৭। সাকিন ৮। বাতাবি ৯। মণ্ডা ১০। মলমল ১১। বাগড়া ১২। তরাস ১৩। হাল।

বিন্দুবিসর্গ

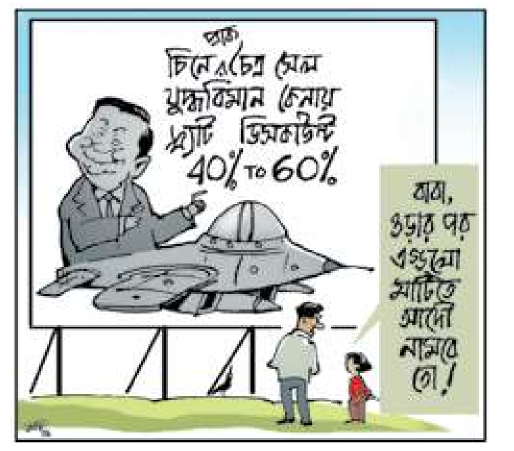

মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবিতে হইচই, খোঁচা রাহুলের

ট্রাম্পকে স্যর সম্বোধন মোদির!

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বড় কথা, নাকি দেশের মর্যাদা? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক এক বিস্ফোরক দাবিকে কেন্দ্র করে এই প্রশ্নেই উত্তাল ভারতের রাজনীতি। ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাকি তাঁকে 'স্যর' বলে সম্বোধন করেছেন এবং অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ও বাণিজ্য শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য কার্যত সময় ভিক্ষা চেয়েছেন। এই নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর 'আত্মসমর্পণকারী' ভাবমূর্তিকে আক্রমণ করে সুর চড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

সম্প্রতি ট্রাম্প দাবি করেন, ভারতের বকেয়া প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও বাণিজ্যনীতি নিয়ে কথা বলতে মোদি নিজেই তাঁর কাছে এসেছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি আমার কাছে এসে বলেন, 'স্যর, আমি কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি?' আমি হ্যাঁ বলি।' ট্রাম্পের মতে, মোদি ভালো মানুষ হলেও মার্কিন শুল্কনীতিতে তিনি খুশি নন। রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে আমেরিকার চাপে ভারত ইতিমধ্যে তেলের আমদানি অনেকটা কমিয়েছে। তা সত্ত্বেও ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত চড়া শুল্ক চাপিয়ে রেখেছেন ট্রাম্প।

> প্রধানমন্ত্রী মোদি আমার কাছে এসে বলেন, 'স্যর, আমি কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি?' আমি হ্যাঁ বলি।
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

> একটু চাপ দিলেই ওরা ভয়ে পালিয়ে যায়। ট্রাম্প ইশারা করতেই মোদিজি জি হুজুর বলে আত্মসমর্পণ করেছেন।
>
> রাহুল গান্ধি

ট্রাম্পের সাফ কথা, 'আমাকে খুশি রাখাটা জরুরি ছিল।'

ট্রাম্পের ওই মন্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হতেই আসরে নেমেছেন রাহুল গান্ধি। বুধবার এক ভিডিওবার্তায় সরাসরি বিজেপি ও আরএসএসের মতাদর্শকে আক্রমণ করেছেন তিনি। কংগ্রেস নেতা বলেন, 'একটু চাপ দিলেই ওরা ভয়ে পালিয়ে যায়। ওদিক থেকে ট্রাম্প ইশারা করতেই মোদিজি জি হুজুর বলে আত্মসমর্পণ করেছেন।' এরপর ১৯৭১-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস টেনে এনে ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে মোদির তুলনাও টেনেছেন তিনি। রাহুলের কথায়, '৭১-এর যুদ্ধে আমেরিকা সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে ভারতকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধি বলেছিলেন, আমার যা করার তাই করব। ফোন তুলে আত্মসমর্পণ করেননি। এটাই কংগ্রেস আর বিজেপির মধ্যে আসল পার্থক্য।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, ট্রাম্পের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে মোদিকে 'দুর্বল প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে তুলে ধরাই রাহুলের মূল কৌশল। ট্রাম্পের এই দাবি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও কূটনৈতিক মর্যাদাকে আঘাত করেছে বলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। আসাদউদ্দিন ওয়াইসি প্রশ্ন তুলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন মন্তব্যের পর বিজেপি নেতারা কেন চুপ? অন্যদিকে, মোদি-ট্রাম্পের এই 'বন্ধুত্ব' আদৌ ভারতের জন্য কতটা লাভদায়ক, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। একদিকে ট্রাম্প বন্ধুত্বের কথা বলছেন, অন্যদিকে ভারতীয় পণ্যের ওপর বিপুল শুল্ক চাপিয়ে আমেরিকার কোষাগার ভরছেন।

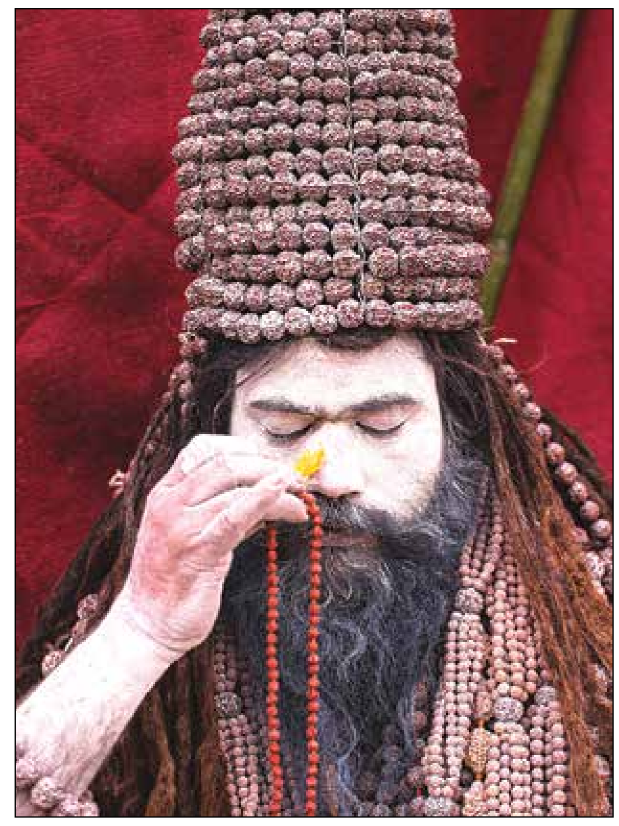

মেজাজটাই আসল রাজা...

বুধবার লখনউ চিড়িয়াখানায় বাঘমামা। (ডানদিকে) প্রয়াগরাজে ধ্যানে মগ্ন এক সাধু।

নেতানিয়াহুকে ফোন নমোর

দিল্লি ও লুক্সেমবার্গ, ৭ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলা নিয়ে উত্তাল বিশ্ব রাজনীতি। এমন সময় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার সকালে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও বৈশ্বিক অস্থিরতা নিয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথোপকথনের পর প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলতে পেরে এবং তাঁকে ও ইজরায়েলের জনগণকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আনন্দিত। আমরা আগামী বছর ভারত-ইজরায়েল কৌশলগত অংশীদারিকে আরও শক্তিশালী করা নিয়ে আলোচনা করেছি।' প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় উঠে এসেছে সন্ত্রাসবাদ দমনের বিষয়টিও।

অন্যদিকে লুক্সেমবার্গে থেকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, 'ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে আমরা উদ্বিগ্ন। বহু বছর ধরে দেশটির সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে।' জয়শংকর জানান, ভারতের লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

রণক্ষেত্র দিল্লির তুর্কমান গেট

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : হাইকোর্টের নির্দেশে মঙ্গলবার মাঝরাতে দিল্লির তুর্কমান গেটে উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রামলীলা ময়দান সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। সইদ ফৈজ ইলাহি মসজিদের পাশের জমিতে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে পুরসভার বুলডোজার পৌঁছোতেই রুখে দাঁড়ান কয়েকশো স্থানীয় বাসিন্দা। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় ও লাঠিচার্জ করে। দু'পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। উত্তেজিত জনতার পাথর ও কাচের বোতলের আঘাতে আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন পুলিশকর্মী। এই ঘটনায় পুলিশ ৫ জনকে আটক করেছে। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে।

পুরসভা সূত্রে খবর, আদালতের নির্দেশে ৩৬ হাজার বর্গফুট এলাকা দখলমুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার, অনুষ্ঠান বাড়ি এবং সীমানা প্রাচীর। ৩০টি বুলডোজার ও ৫০০ জন পুরকর্মীকে নিয়ে চলা এই অভিযানে অশান্তি এড়াতে গোটা এলাকাকে নয়টি জোনে ভাগ করে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। তুর্কমান গেটের এই বুলডোজার অভিযান অনেকের মনে ফিরিয়ে দিয়েছে ১৯৭৬-এর স্মৃতি। জরুরি অবস্থার সময় জামা মসজিদ এলাকায় জবর-দখল সরাতে সঞ্জয় গান্ধির নির্দেশে এভাবেই ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল বুলডোজার।

৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার হতে পারে ৭.৪ শতাংশ। বুধবার এই পূর্বাভাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫ শতাংশ।কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক জানিয়েছে, চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার বাড়ার নেপথ্যে বড় ভূমিকা নেবে পরিষেবা ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৯.৯ শতাংশ হতে পারে। উৎপাদন এবং নির্মাণ ক্ষেত্রও ৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

ভেনেজুয়েলার বিশাল ভাণ্ডার কবজার ইঙ্গিত

তেলের রাশ আমেরিকার হাতে

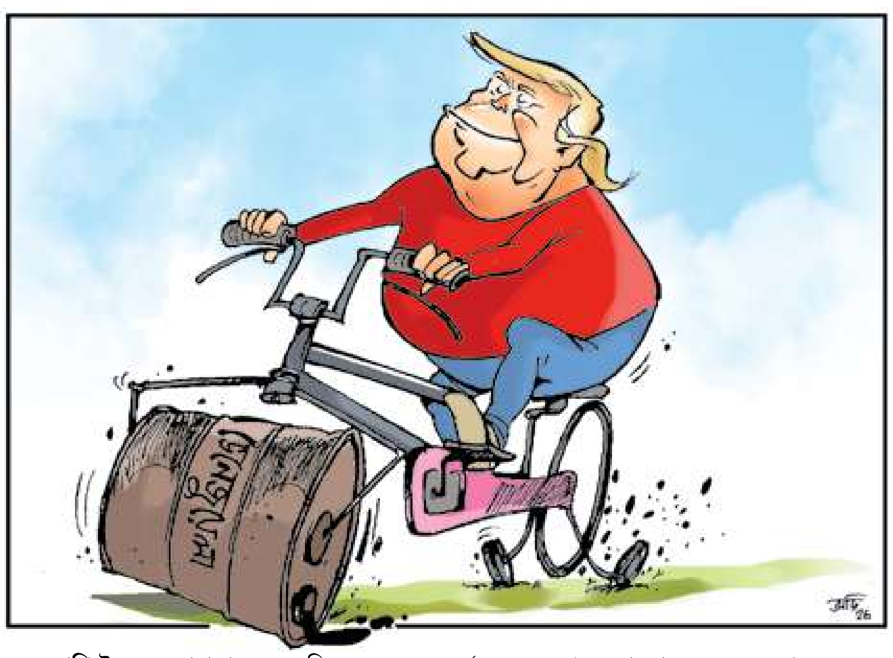

ওয়াশিংটন ও কারাকাস, ৭ জানুয়ারি : বিশ্বজুড়ে একাধিপত্য কায়েমের লক্ষ্যে আগ্রাসী রণকৌশল নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলার বিশাল তেলভাণ্ডার কবজা করা এবং স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার মানচিত্রে যুক্ত করার জেদ-এই জোড়া ফলায় বিদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতি। বুধবার ট্রাম্প বুঝিয়ে দিয়েছেন, জাতীয় নিরাপত্তা ও বাণিজ্যের স্বার্থে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে তিনি পিছপা হবেন না।

এদিন ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী সরকার আমেরিকাকে ৩ থেকে ৫ কোটি ব্যারেল উচ্চমানের অপরিশোধিত তেল সরবরাহ করবে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, বাজারমূল্যে এই বিপুল তেল বিক্রির প্রায় ২৮০ কোটি ডলার থাকবে ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণেই। তাঁর কথায়, 'প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই অর্থের ওপর আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং তা ভেনেজুয়েলা

পরের লক্ষ্য গ্রিনল্যান্ড

ও আমেরিকার জনগণের উন্নতির জন্য খরচ করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইটসকে নির্দেশ দিয়েছি। জাহাজে করে তেল এনে তা সরাসরি আমেরিকার বন্দরে নামানো হবে।'

মার্কিন সেনেটর রজার উইকার এই পরিকল্পনার সমর্থনে বলেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার তেলের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। একটি ট্যাংকারও যেন কিউবার দিকে না যায়, তা আমরা নিশ্চিত করব।' ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ অবশ্য নরমে-গরমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর আমেরিকার সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বললেও এদিন তিনি বিবৃতি দিয়েছেন যে, 'ভেনেজুয়েলার শাসনক্ষমতা আমাদের সরকারের হাতে রয়েছে। কোনও বিদেশি শক্তির সামনে আমরা নতিস্বীকার করব না।' তবে আমেরিকাকে তেল বিক্রি নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি রদ্রিগেজ।

এদিকে আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিও এক ফরমান জারি করে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজকে জানিয়েছেন, চিন, রাশিয়া, ইরান ও কিউবার মতো দেশের সঙ্গে সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। ভেনেজুয়েলাকে একচেটিয়াভাবে আমেরিকার সঙ্গে তেল ব্যবসা করতে হবে। অপরিশোধিত তেল বিক্রির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে আমেরিকাকে। মার্কিন অবরোধের কারণে ভেনেজুয়েলার তেলের খনিগুলি উপচে পড়ছে। নতুন করে তেল তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এই সংকটের মুখে ট্রাম্প প্রশাসন হুঁশিয়ারি দিয়েছে, শর্ত না মানলে ভেনেজুয়েলা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেউলিয়া হয়ে যাবে। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 'একটি সার্বভৌম দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থ এভাবে নিয়ন্ত্রণ করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।'

বুধবার হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তার কারণে বিশ্বের বৃহত্তম এই দ্বীপটি অধিগ্রহণ করা এখন ট্রাম্পের অগ্রাধিকার। ট্রাম্পের যুক্তি, গ্রিনল্যান্ডের চারপাশে রাশিয়া ও চিনের জাহাজের আনাগোনা আমেরিকার জন্য হুমকি। তিনি বলেন, 'গ্রিনল্যান্ড আমাদের চাই এবং সামরিক বাহিনী ব্যবহার করাও আমাদের একটি বিকল্প।'

ট্রাম্পের মন্তব্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ডেনমার্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ইইউ বলেছে, 'ডেনমার্কের সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানানো আমেরিকার দায়িত্ব।' ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন ট্রাম্পের প্রস্তাবকে 'অবাস্তব' বলে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়, এই দ্বীপ সেখানকার মানুষের।' সব মিলিয়ে ভেনেজুয়েলার তেল এবং গ্রিনল্যান্ডের মাটি নিয়ে ট্রাম্পের 'দাদাগিরি' এক নতুন আন্তর্জাতিক সংঘাতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মাঝসমুদ্রে টানটান উত্তেজনা। তাড়া করে রুশ পতাকাবাহী তেলের ট্যাংকার 'মেরিনেরা'র দখল নিয়ে নিল মার্কিন বাহিনী। দু-সপ্তাহ ধরে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ধাওয়া করার পর বুধবার ভোরে উত্তর সাগর এলাকায় জাহাজটিকে কবজা করে আমেরিকার কোস্ট গার্ড। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে ইরান থেকে ভেনেজুয়েলা যাওয়ার কারণে এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন।

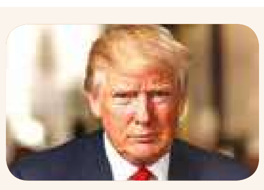

ট্রাম্প উবাচ

- প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই অর্থের (ভেনেজুয়েলার তেলের দাম) ওপর আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং তা ভেনেজুয়েলা ও আমেরিকার জনগণের উন্নতির জন্য খরচ করা হবে
- এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইটসকে নির্দেশ দিয়েছি। জাহাজে করে তেল এনে তা সরাসরি আমেরিকার বন্দরে নামানো হবে
- গ্রিনল্যান্ড আমাদের চাই এবং সামরিক বাহিনী ব্যবহার করাও আমাদের একটি বিকল্প

'প্রতি তিন গ্লাস জলের একটিই পানের অযোগ্য'

ভোপাল, ৭ জানুয়ারি : ইন্দোরে পানীয় জল বিতর্কের পর মধ্যপ্রদেশের গ্রামীণ এলাকার পানীয় জলের মান নিয়ে এক ভয়াবহ চিত্র সামনে এল। কেন্দ্রের 'জল জীবন মিশন'-এর সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, রাজ্যের গ্রামগুলিতে সাধারণভাবে প্রতি তিন গ্লাস পানীয় জলের মধ্যে অন্তত এক গ্লাস জল পানের অযোগ্য।

কেন্দ্রের 'ফাংশনালিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট' (২০২৪-'২৫) অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশের গ্রামীণ এলাকা থেকে সংগৃহীত জলের নমুনাগুলির মধ্যে মাত্র ৬৩.৩ শতাংশ মানদণ্ড উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। যেখানে জাতীয় স্তরে এই পাশের হার ৭৬ শতাংশ। অর্থাৎ, রাজ্যের ৩৬.৭ শতাংশ জলের নমুনায় ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়া বা রাসায়নিকের উপস্থিতি মিলেছে, যা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ১৫ হাজারের বেশি গ্রামীণ পরিবার থেকে এই নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে সমীক্ষা হয়।

সমীক্ষায় মধ্যপ্রদেশের জলছবি

তথ্য বলছে, মধ্যপ্রদেশের সরকারি হাসপাতালগুলিতে সংগৃহীত জলের নমুনার মাত্র ১২ শতাংশ মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যেখানে জাতীয় গড় ৮৩.১ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রায় ৮৮ শতাংশ সরকারি হাসপাতালে রোগীরা অনিরাপদ জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। পিছিয়ে নেই স্কুলগুলিও; সেখানকার সংগৃহীত নমুনার ২৬.৭ শতাংশ পানের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অনুপপুর ও ডিন্ডোরির মতো আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলিতে পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ। সেখানে সংগৃহীত একটি নমুনাও পানের যোগ্য নয়। এছাড়া বালাঘাট, বেতুল এবং ছিন্দওয়াড়ার মতো জেলাগুলিতে ৫০ শতাংশের বেশি জল দূষিত। ইন্দোর জেলাকে কাগজে-কলমে ১০০ শতাংশ ট্যাপ কানেকশন যুক্ত দাবি করা হলেও, সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে সেখানকার মাত্র ৩৩ শতাংশ পরিবার নিরাপদ জল পায়।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শান্তনুর

মতুয়াদের এসআইআর-উদ্বেগ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : মতুয়া প্রতিনিধিদের নিয়ে বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এই সাক্ষাৎ ঘিরে মতুয়া সমাজে নতুন করে আশার সঞ্চার হলেও, বৈঠকের পর শান্তনু ঠাকুর স্পষ্ট করে দেন, এসআইআর নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর কোনও আলোচনা হয়নি।

তাঁর দাবি, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েই মূলত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা হয়েছে। শান্তনু ঠাকুরের এই বক্তব্য ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। কারণ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর নিয়ে সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা, নাগরিকত্ব নিয়ে জটিলতা সব মিলিয়ে এই বিষয়টি মতুয়া রাজনীতির কেন্দ্রে উঠে এসেছে। শান্তনু রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় মতুয়া মহলে জোর জল্পনা ছিল, এসআইআর ঘিরে নাগরিকত্বের জটিলতা নিয়েই হয়তো তিনি কথা বলতে যাচ্ছেন। কিন্তু বৈঠকের পর সেই ধারণা কার্যত খারিজ করে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজেই। তবে শান্তনু জানিয়েছেন, যাঁরা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ-তে আবেদন করেছেন, তাঁদের কাগজপত্র দেখিয়ে যেন এসআইআর করা হয় এই বিষয়টি তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সিএএ নিয়ে মানুষকে ভুল বোঝানোর অভিযোগও তোলেন তিনি।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রপতিকে ঠাকুরনগর আসারও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শান্তনু। তিনি বলেন, 'সিএএ পাশ করানোর ফলে ওপার বাংলা থেকে আসা মতুয়াদের কতটা লাভ হয়েছে সেই বিষয়টি আমি রাষ্ট্রপতিকে বলেছি। সেই সঙ্গে চিঠিতে আমি রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছি যে পশ্চিমবঙ্গে যাতে ভোটার তালিকা থেকে কোনও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নাম বাদ না যায়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকদের ভয় দেখিয়ে ও ভুল বুঝিয়ে সিএএ-তে নাম তুলতে দেওয়া হয়নি। এজন্য এসআইআরের ক্ষেত্রেও অসুবিধা হচ্ছে।' এদিকে তৃণমূল সাংসদ তথা মতুয়া নেত্রী মমতাবালা ঠাকুর শান্তনুর এই প্রয়াসকে লোকদেখানো ও ভাঁওতাবাজি বলে নিশানা করেছেন। মমতাবালা ঠাকুর বলেন, 'আগে কেন্দ্র বলুক কারা অনুপ্রবেশকারী আর কারা শরণার্থী। যে সাতশো জনকে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে সেই শংসাপত্রও আমাদের দেখানো হোক। আসলে বিজেপি চায় মতুয়াদের এসআইআর প্রক্রিয়া থেকে বাদ দিতে। যাদের ভোটে জিতে শান্তনু ঠাকুর মন্ত্রী হয়েছেন এখন তাদেরই ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ফন্দি আঁটছেন।' এই টানাপোড়েনের মধ্যেই অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে। তাতে ব্যারিস্টার প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি লিটল আন্দামান দ্বীপের নাম পরিবর্তন করে 'হরি গুরুচাঁদ দ্বীপ' রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে স্মারকলিপি শান্তনু ঠাকুরের। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

মহারাষ্ট্রের পুরভোটে হাতে উঠল পদ্ম

মুম্বই, ৭ জানুয়ারি : রাজনীতি যে সম্ভাবনার শিল্প, তা আর কোনও নতুন কথা নয়। কিন্তু সবসময় সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবের রূপ দিতে গেলে যে বিড়ম্বনার চূড়ান্ত হয়, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল মহারাষ্ট্রের অম্বরনাথ ও আকোট পুরসভায়। উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের শিবসেনাকে বাইরে রেখে বুধবার অজিত পাওয়ারের এনসিপি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব আম্বেরনাথ বিকাশ আঘাড়ি গড়েছেন এবং অম্বরনাথ পুরসভার মেয়র পদ দখল করেছেন। অন্যদিকে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির এআইমিমের সঙ্গে জোট বেঁধে আকোট পুরসভার মেয়র পদ দখল করেছে গেরুয়া শিবির। দুটি পুরসভায় কংগ্রেস ও এআইমিমের সঙ্গে বিজেপির এভাবে জোট বাঁধার খবরে শোরগোল পড়েছে মহারাষ্ট্র তথা জাতীয় রাজনীতিতে।

দুই শহরের নেতৃত্বকে নোটিশ পাঠিয়েছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেন, 'বিজেপি কখনও কংগ্রেস বা এআইমিমের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে না। এই ধরনের জোট কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। কখনও বরদাস্ত করা যায় না।' স্থানীয় বিজেপি নেতাদের উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'অনুমতি ছাড়া যদি কোনও স্থানীয় বিজেপি নেতা এই দলগুলির সঙ্গে জোট গড়েন তাহলে দলীয় অনুশাসন লঙ্ঘনের দায়ে পড়তে হবে এবং সংশ্লিষ্ট নেতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিজেপির ধাঁচে কড়া বার্তা দিয়েছে কংগ্রেসও। দলের টিকিটে জয়ী হওয়া ১২ জন কাউন্সিলারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অম্বরনাথের স্থানীয় কংগ্রেস ইউনিটও ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

ফের হিন্দু মৃত্যু

ঢাকা, ৭ জানুয়ারি : বদলে যাওয়া নতুন বাংলাদেশে হিন্দু নিধনযজ্ঞ থামার কোনও লক্ষণই নেই। দীপুচন্দ্র দাস, অমৃত মণ্ডল, ব্রজেন বিশ্বাস, খোকন দাস, রানাপ্রতাপ বৈরাগী, শরৎমণি চক্রবর্তীর পর এবার নিহত হিন্দুদের তালিকায় ঢুকে পড়ল ২৫ বছরের তরুণ মিঠুন সরকারের নাম। সোমবার নওগাঁও জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় চুরির অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে তাড়া করেন। প্রাণে বাঁচতে তখন রাস্তার ধারের একটি পুকুরে ঝাঁপ মারেন মিঠুন। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি। পুকুরে ডুবে মৃত্যু হয় তাঁর। মঙ্গলবার পুলিশ এসে পুকুর থেকে মিঠুনের নিথর দেহটি উদ্ধার করে।

'কুকুরের মেজাজ কে বুঝবে'

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : কোন কুকুর কখন কী আচরণ করবে, তা আগে থেকে বুঝবেন কী করে! কুকুরের মেজাজ-মর্জি কি আগাম আঁচ করা যায়? পথকুকুর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে এমন মন্তব্যই করল সুপ্রিম কোর্ট।

বুধবার একাধিক অন্তর্বর্তী আবেদনের শুনানিতে বিচারপতি বিক্রম নাথ, সন্দীপ মেহতা ও এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ জানিয়েছে, রাস্তা, স্কুল, আদালত সহ কোনও প্রাতিষ্ঠানিক এলাকায় কুকুর থাকা জননিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। বিচারপতি নাথ বলেন, 'এটা শুধু কুকুরের কামড়ানোর বিষয় নয়। কুকুরদের কারণে যে বিপদের আশঙ্কা থাকে, তা-ও মাথায় রাখতে হবে। রাস্তায় নানা দুর্ঘটনা ঘটে। আপনি কীভাবে বুঝবেন সকালবেলা কোন কুকুর কেমন মুডে রয়েছে?'

পথকুকুর মামলায় একাধিক প্রশ্ন তুলে ধরে আদালত। কুকুর নিয়েই কেন আলোচনা সীমাবদ্ধ, এই প্রশ্ন তুলে বিচারপতিরা বলেন, 'মুরগি, ছাগলের কি প্রাণ নেই?' পথকুকুরদের কথা ভেবে এত আবেদন জমা পড়েছে দেখেও বিস্ময় চেপে রাখতে পারেনি আদালত।

জননিরাপত্তা নিয়ে কড়া মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

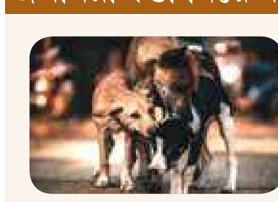

- পথকুকুর সমস্যা শুধু কামড় নয়, রাস্তায় দুর্ঘটনার ঝুঁকিও তৈরি করছে
- কোন কুকুর কোন মেজাজে আছে, তা আগে থেকে আঁচ করা অসম্ভব
- শুধু কুকুর কেন, ছাগল-মুরগির কি প্রাণ নেই
- মানুষ ও বিশেষ করে শিশুদের নিরাপত্তা অগ্রাধিকার দিতে হবে
- ইনস্টিটিউশনাল এলাকায় পথকুকুর থাকা গ্রহণযোগ্য নয়
- কুকুর কামড়ালে শুধু নির্বীজকরণ নয়, বাস্তব নিরাপত্তা জরুরি

আদালতে পথকুকুরের হামলার শিকার ব্যক্তিদের প্রতিনিধি, প্রাণী অধিকার সংগঠন এবং প্রশাসনের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ উঠে আসে। ভুক্তভোগীদের আইনজীবীরা বলেন, সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, মানবাধিকার রক্ষা করাও জরুরি।

শুনানিতে আন্তর্জাতিক উদাহরণ টেনে বলা হয়, জাপান ও আমেরিকায় পরিত্যক্ত কুকুরকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে 'দত্তক না হলে' ইউথানেশিয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই নীতির ফলেই জাপানে ১৯৫০ সালের পর জলাতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। এর পালটা যুক্তিতে প্রাণী অধিকার কর্মীরা সতর্ক করে বলেন, নির্বিচারে কুকুর সরালে শহরের বাস্তুতন্ত্রে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। কুকুর না থাকলে বর্জ্য সাফাই এবং বানর-হনুমানের উপদ্রব কীভাবে সামলানো হবে, সেই প্রশ্নও ওঠে।

প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ক্যাপচার-স্টেরিলাইজ-ভ্যাকসিন-রিলিজ (সিএসভিআর) পদ্ধতিই পথকুকুর সমস্যা কমানোর কার্যকর উপায়। ভারতের দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বস্তি বাস্তবতায় কুকুর সরালে হিতে বিপরীত হতে পারে বলেও তিনি সতর্ক করেন। কলিন গঞ্জালভেস কুকুর কামড়ের পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, টিকার প্রতিটি ডোজকে আলাদা কেস ধরা হচ্ছে।

আদালত জানায়, আগের নির্দেশ সংশোধন করে তা এখন শুধু স্কুল, হাসপাতাল ও আদালত চত্বরের মতো প্রতিষ্ঠানিক এলাকাতেই প্রযোজ্য। 'এই জায়গাগুলিতে পথকুকুর না থাকলে আপত্তি কোথায়?' এহেন প্রশ্নের মাধ্যমেই বিতর্কে ভারসাম্য খোঁজার ইঙ্গিত দেয় আদালত।

চলো যাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ভ্রমণের নতুন ঠিকানা

সেরা ছবির চাবিকাঠি

ভ্রমণে গিয়ে শুধু চোখে দেখলেই হবে না, সেই সুন্দর মুহূর্তগুলোকে ফ্রেমবন্দি করেও আনতে হবে। এই সংখ্যায় যেহেতু পাহাড় (জুলুক) এবং সমতলের পিকনিক-দুটোই থাকছে, তাই রইল দু'রকম পরিস্থিতির জন্য কিছু চটজলদি ফোটোগ্রাফি টিপস।

পাহাড়ি পথের বাঁক : জুলুকের আঁকাবাঁকা পথ ছবি তোলার জন্য দারুণ। ওপর থেকে যখন ছবি তুলবেন, চেষ্টা করুন রাস্তার বাঁকগুলোকে ফ্রেমের নীচের কোনা থেকে শুরু করতে। এতে দর্শকের চোখ রাস্তার রেখা ধরে ছবির গভীরে চলে যাবে। একে লিডিং লাইনস বলে। ছবি অনেক বেশি জীবন্ত মনে হবে।

সোনালি আলোর জাদু : পাহাড় হোক বা পিকনিক স্পট- দুপুরের কড়া রোদে ছবি ভালো আসে না, মুখে ছায়া পড়ে। সেরা ছবি তোলার সময় হল সূর্যোদয়ের ঠিক পরের এক ঘণ্টা এবং সূর্যাস্তের ঠিক আগের এক ঘণ্টা। এই সময় আলো নরম ও সোনালি থাকে। জুলুকে সূর্যোদয়ের ছবি বা পিকনিকে পড়ন্ত বিকেলের আলোয় পোর্ট্রেট ছবি দারুণ ওঠে।

'পোজ' নয়, মুহূর্ত ধরুন : পিকনিকে সবাই মিলে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে 'চি-ই-জ' বলার চেয়ে, যখন সবাই আনন্দে গল্প করছে, হাসছে বা খেলছে- সেই স্বাভাবিক মুহূর্তগুলোর ছবি তুলুন। এই ছবিগুলো অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয় এবং স্মৃতির অ্যালবামে সেরা জায়গা পায়।

বরফ দেখতে কাশ্মীর নয় ঘরের কাছেই জুলুক

নীলাদ্রি ঘটক

জানলার বাইরে তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি নয়, পেঁজা তুলোর মতো বরফ পড়ছে। হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। চারপাশটা ধবধবে সাদা। মনে হচ্ছে সুইৎজারল্যান্ড বা গুলমার্গ। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই দৃশ্য দেখার জন্য আপনাকে হাজার হাজার টাকা খরচ করে কাশ্মীর বা ইউরোপ যেতে হবে না। শিলিগুড়ি থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার দূরত্বেই অপেক্ষা করছে সাদা স্বপ্নের জগৎ- সিল্ক রুট। আর এই রুটের মধ্যমণি হল জুলুক।

শীতকাল এলেই বাঙালির মন 'বরফ বরফ' করে। সেই তৃষ্ণা মেটাতে এবারের গন্তব্য হোক পূর্ব সিকিমের এই প্রাচীন রেশম পথ। শিলিগুড়ি বা এনজেপি থেকে যাত্রা শুরু। সেবক পার হয়ে করোনেশন ব্রিজ, তারপর তিস্তার নীল জলকে সঙ্গী করে পাহাড়ি পথ। রংপো পার হয়ে আমরা যখন রংলিতে পৌঁছালাম, তখন রোদ ঝলমলে আকাশ। রংলি হল সিল্ক রুটের প্রবেশদ্বার। এখান থেকেই পারমিট করিয়ে নিতে হয়।

আসল জাদুকরী পথের শুরু এখান থেকেই। লিংতাম, পদমচেন পার হতে হতেই প্রকৃতির রূপ বদলাতে শুরু করে। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় গাছ উধাও, তার বদলে পাইন আর রডোডেনড্রনের জঙ্গল। জুলুকে ঢোকার মুখে যখন গাড়ি থামল, তখন গায়ে কাঁটা দেওয়া ঠান্ডা। জুলুক আদতে একটি ট্রানজিট পয়েন্ট, এককালে এখান দিয়েই তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলত। এখন এটি মেঘ আর কুয়াশার দেশ।

জুলুকে রাত কাটিয়ে পরদিন খুব ভোরে আমাদের গন্তব্য থাম্বি ভিউপয়েন্ট। এখান থেকেই দেখা যায় সেই বিখ্যাত 'জিগজ্যাগ রোড' বা আঁকাবাঁকা পথ। অজস্র বাঁক নিয়ে এই রাস্তা সাপের মতো পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। আর কাঞ্চনজঙ্ঘা? ভাগ্য ভালো থাকলে সকালের প্রথম আলোয় সোনার মতো জ্বলজ্বল করে সে।

থাম্বি থেকে যত ওপরে উঠবেন, ততই বাড়বে বিস্ময়। লুংথুং হয়ে যখন নাথং ভ্যালিতে পৌঁছাবেন, মনে হবে পৃথিবীর ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। উচ্চতা প্রায় ১৩,৫০০ ফুট। শীতকালে এই নাথং ভ্যালি পুরো বরফের চাদরে ঢাকা থাকে। যেদিকে চোখ যায় শুধু সাদা আর সাদা। স্থানীয়রা একে 'প্রাচ্যের লাদাখ' বলেন। এখানে এক হাঁটু বরফে দাঁড়িয়ে ছবি তুললে, আপনার ফেসবুকের বন্ধুরা কাশ্মীর ভেবে ভুল করতে বাধ্য।

বরফের চাদর মাড়িয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল ওল্ড বাবা মন্দিরের দিকে। ছাঙ্গু লেকের কাছে যে নতুন বাবা মন্দির আছে, এটি কিন্তু আলাদা। এটিই আদি বাংকার, যেখানে বাবা হরভজন সিং কর্মরত ছিলেন। সেনাদের বিশ্বাস, আজও তিনি সীমান্ত পাহারা দেন। বরফে ঢাকা এই মন্দিরের পরিবেশ এতটাই শান্ত ও পবিত্র যে, অজান্তেই মাথা নত হয়ে আসে। সেনাদের হাতে পাওয়া গরম প্রসাদ আর চা যেন অমৃত। এখান থেকে আর একটু এগোলেই কুপুপ লেক বা হাতি লেক, যা শীতে জমে বরফ হয়ে যায়।

সিল্ক রুটের ভ্রমণের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা হল এখানকার হোমস্টে। এখানে কোনও বড় হোটেল নেই। স্থানীয়রাই তাদের কাঠের বাড়িগুলো পর্যটকদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছেন। বাইরে মাইনাস তাপমাত্রা, আর ঘরের ভেতরে উষ্ণ আতিথেয়তা।

কাঠের দেওয়াল, নরম বিছানা আর জানলা দিয়ে দেখা পাহাড়ি গ্রাম। জুলুক বা নাথং-এর হোমস্টেগুলোতে সন্ধ্যাবেলায় ফায়ারপ্লেস বা রুম হিটার চালিয়ে গোল হয়ে বসার মজাই আলাদা। এখানকার মানুষ অত্যন্ত সহজ-সরল। তাদের হাতের গরম খিচুড়ি, ডিমের কারি, আর পাহাড়ি রাইশাকের স্বাদ মুখে লেগে থাকার মতো। গরম গরম রুটি আর মুরগির মাংস- শীতের রাতে এর চেয়ে বড় বিলাসিতা আর কী হতে পারে!

কাজের কথা

সেরা সময় : বরফ পেতে চাইলে জানুয়ারি থেকে মার্চ সেরা সময়। আর যদি রডোডেনড্রন ও ফুল দেখতে চান তবে এপ্রিল-মে। বর্ষাকালে এই পথ এড়িয়ে চলাই ভালো। শীতে নাথং ভ্যালিতে থাকা খুব কষ্টকর হতে পারে অত্যধিক ঠান্ডার জন্য। পরিবারে বয়স্করা থাকলে জুলুক বা পদমচেনে বেস ক্যাম্প করে ওপরে ঘুরে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কীভাবে যাবেন : শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি ভাড়া করে সরাসরি জুলুক যাওয়া যায়। সময় লাগে প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা। শেয়ার জিপে যেতে চাইলে রংপো বা রংলি পর্যন্ত গিয়ে, সেখান থেকে আলাদা গাড়ি নিতে হবে।

পারমিট : সিল্ক রুট বর্ডার এরিয়া হওয়ায় পারমিট বাধ্যতামূলক। রংলি এসডিপিও অফিস থেকে পারমিট পাওয়া যায়। এর জন্য ভোটার কার্ড বা পাসপোর্ট (আধার কার্ড অনেক সময় গ্রাহ্য হয় না) এবং পাসপোর্ট সাইজ ছবি সঙ্গে রাখবেন। বাচ্চাদের জন্য বার্থ সার্টিফিকেট।

পোশাক ও প্রস্তুতি : প্রচণ্ড ঠান্ডার জন্য হেভি উল, জ্যাকেট, গ্লাভস, মাফলার এবং থার্মাল ইনার মাস্ট। বরফে হাঁটার জন্য ভালো গ্রিপের জুতো। উচ্চতার কারণে অনেকের শ্বাসকষ্ট হতে পারে। প্রয়োজনীয় ওষুধ অবশ্যই সঙ্গে নেবেন।

ট্যুর প্ল্যান

দিন ১ : এনজেপি/শিলিগুড়ি থেকে রংলি হয়ে জুলুক বা পদমচেন। রাতে হোমস্টেতে থাকা।

দিন ২ : জুলুক থেকে থাম্বি ভিউপয়েন্ট, লুংথুং, নাথং ভ্যালি, ওল্ড বাবা মন্দির, কুপুপ লেক দেখে ফিরে আসা। রাতে জুলুক বা নাথং-এ থাকা।

দিন ৩ : ব্রেকফাস্টের পর জুলুক থেকে ঋষিখোলা বা আরিতার হয়ে সমতলে ফেরা।

শীতের ওম, কমলালেবু আর ধোঁয়া ওঠা মাংসের ঝোল- কোথায় যাবেন পিকনিকে? উত্তরের সেরা ঠিকানার খোঁজে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

শীত মানেই আলসেমি মাখা রোদ, সোয়েটারের উষ্ণতা আর পিঠেপুলি। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে শীতের আসল মানে হল- পিকনিক। কুয়াশাঘেরা জঙ্গল, তিস্তা-তোর্ষা-কুলিক-আত্রেয়ী-মহানন্দার কুলকুল শব্দ, আর দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার হাতছানি। দলবেঁধে বাসে বা গাড়িতে চড়ে, বড় ডেকচি-হাঁড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ার এই তো সময়। কিন্তু গন্তব্য কোথায়? শিলিগুড়ির পাহাড়তলি নাকি মালদার আম বাগান? কোচবিহারের রাজকীয় পরিবেশ নাকি ডুয়ার্সের জঙ্গল? 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর পাঠকদের জন্য আমরা উত্তরবঙ্গের সেরা পিকনিক স্পটের হদিস নিয়ে এসেছি। এই শীতে আপনার ডেস্টিনেশন হোক এর মধ্যে যে কোনও একটি।

হুল্লোড় পিকনিকে

রোহিণী

শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ের কোলে আশ্রয়ের সবচেয়ে কাছের এবং স্টাইলিশ ঠিকানা এখন রোহিণী। আঁকাবাঁকা মসৃণ রাস্তা, দু'পাশে ওয়েল-মেইনটেন্ড চা বাগান, আর তার মাঝখান দিয়ে ড্রাইভ- রোহিণী মানেই একরাশ সতেজতা।

কেন যাবেন : রোহিণী এখন আর শুধু কার্সিয়াং যাওয়ার রাস্তা নয়, এটি নিজেই একটি ডেস্টিনেশন। রাস্তার ধাপে ধাপে ভিউপয়েন্ট তৈরি হয়েছে, যেখানে গাড়ি থামিয়ে পাহাড় ও সমতলের সন্ধিক্ষণ দেখা যায়। একটু ওপরে উঠলে কার্সিয়াং যাওয়ার পথে ছোট ছোট ঝোরা পাওয়া যায়।

কীভাবে যাবেন : শিলিগুড়ি থেকে মাটিগাড়া বা খাপরাইল হয়ে রোহিণী টোল গেট। সেখান থেকে সোজা ওপরে। নিজস্ব গাড়ি বা বাইক হলে সেরা, কারণ ইচ্ছেমতো জায়গায় দাঁড়ানো যায়। টোল গেট থেকে মূল ভিউপয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তাটি মাখনের মতো মসৃণ।

বাজার ও খাওয়া : খাপরাইল বাজার থেকে যাবতীয় ড্রাই ফুড বা পানীয় কিনে নেওয়া ভালো। ওপরে নুডলস, মোমো বা চিপস ছাড়া বিশেষ কিছু মিলবে না। তবে টোল গেটের কাছে বেশ কিছু ভালো ধাবা ও রেস্তোরাঁ আছে।

বোদাগঞ্জ

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের গভীরে, তিস্তা ক্যানাল ও নদীর মাঝখানে অবস্থিত এক শান্ত জনপদ। জনশ্রুতির ভ্রামরী দেবীর মন্দির এখানকার প্রধান আকর্ষণ।

কেন যাবেন : যাঁরা খুব বেশি হইহুল্লোড় পছন্দ করেন না, বরং শাল-সেগুনের ছায়ায় শান্তিতে দিন কাটাতে চান, তাঁদের জন্য বোদাগঞ্জ সেরা। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তিস্তা ক্যানালের শাখা বয়ে গিয়েছে, তার পাড়ে বসে বনভোজন করা যায়। কাছেই ভ্রামরী দেবীর মন্দির ও একটি প্রাচীন মঠ রয়েছে।

কীভাবে যাবেন : জলপাইগুড়ি শহর থেকে গোশালা মোড় হয়ে বা শিলিগুড়ি থেকে ফুলবাড়ি-আমবাড়ি হয়ে ফাটাপুকুর বা শিকারপুর মোড় দিয়ে ঢোকা যায়। রাস্তা এখন বেশ ভালো।

বাজার : বোদাগঞ্জে ছোট দোকান আছে। তবে ভালো মানের বাজারের জন্য শিকারপুর বা বেলাকোবা বাজার থেকে বাজার করে নেওয়াই ভালো। বেলাকোবার বিখ্যাত চমচম ফেরার পথে নিতে ভুলবেন না।

সারংবাড়ি ফরেস্ট

গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত এই জঙ্গলটি গত কয়েক বছরে পিকনিক স্পট হিসেবে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

পরিবেশ ও আকর্ষণ : ঘন শাল ও সেগুন গাছের জঙ্গল। বন দপ্তর এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এখানে পিকনিকের জন্য সুন্দর পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। রান্নার জন্য শেড, পানীয় জল এবং বসার জায়গা আছে। জঙ্গলের ভিতরে শিশুদের খেলার জন্য পার্ক তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা খুব গোছানো পরিবেশে, অথচ গাছের ছায়ায় পিকনিক করতে চান, তাঁদের জন্য সারংবাড়ি সেরা।

কীভাবে যাবেন : গঙ্গারামপুর শহর থেকে বাসে বা অটোতে সহজেই যাওয়া যায়। রাস্তা বেশ ভালো।

বুকিং : পিকনিকের মরশুমে এখানে খুব ভিড় হয়, তাই ভোরে গিয়ে স্পট দখল করা বা বন দপ্তরের স্থানীয় বিট অফিসে কথা বলে নেওয়া ভালো।

বাজার : গঙ্গারামপুর শহর বা স্থানীয় ছোট হাট থেকে বাজার করে নিতে হবে।

গুলমা

নিঝুম অরণ্য আর রেললাইনের রোমান্স। মহানন্দা অভয়ারণ্যের গা ঘেঁষে, মহানন্দা নদীর তীরে গুলমা এক শান্ত, নিভৃত ঠিকানা। ফোটোগ্রাফার এবং প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য।

কেন যাবেন : যাঁদের কৃত্রিম পার্ক নয়, বরং জঙ্গলের নিস্তব্ধতা পছন্দ, তাঁদের জন্য গুলমা। নদীর চরে নুড়িপাথরের ওপর বসে পিকনিক, আর পিছনেই ঘন জঙ্গল। গুলমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল জঙ্গলের বুক চিরে চলে যাওয়া রেললাইন। মহানন্দার ব্রিজের ওপর দিয়ে যখন ট্রেন যায়, সেই দৃশ্য সিনেমার মতো লাগে। নদীর জল এখানে বেশ স্বচ্ছ। তবে মনে রাখবেন, এটি হাতি চলাচলের করিডর এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল, তাই জঙ্গলের গভীরে ঢোকা আইনত দণ্ডনীয় ও বিপজ্জনক।

কীভাবে যাবেন : শিলিগুড়ি জংশন থেকে বা সুকনা থেকে অটো বা ছোট গাড়িতে গুলমা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় যাওয়া যায়। স্টেশন থেকে নদীর ধার পর্যন্ত হাঁটাপথ।

বাজার : আশপাশে কোনও দোকান নেই। শিলিগুড়ি শহর বা সুকনা বাজার থেকে জল, খাবার এবং রান্নার সমস্ত সরঞ্জাম সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।

রায়মাটাং

লোকালয় থেকে দূরে, বক্সা জঙ্গলের গভীরে এক লুকানো রত্ন রায়মাটাং। শহুরে কোলাহল যেখানে পৌঁছায় না।

কেন যাবেন : রায়মাটাং নদী আর তার দু'পাশে ঘন জঙ্গল। ভাগ্য ভালো থাকলে যাত্রাপথেই হাতি বা বাইসনের দেখা মিলতে পারে। এখানকার পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত। নদীর পাড়ে বা গ্রামের শেষ প্রান্তে পিকনিক করার সুন্দর জায়গা আছে। যাঁরা একটু অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য রায়মাটাং সেরা। নদীর জল বেশ স্বচ্ছ এবং ঠান্ডা।

কীভাবে যাবেন : কালচিনি হয়ে জঙ্গলের কাঁচা-পাকা রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। বর্ষাকালে নদী পার হওয়া মুশকিল, তবে শীতে ছোট গাড়ি বা বোলেরো নিয়ে যাওয়া যায়। আলিপুরদুয়ার থেকে দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিমি।

বাজার : এখানে কোনও বড় বাজার নেই। কালচিনি বা হ্যামিল্টনগঞ্জ বাজার থেকে যাবতীয় সদাইপাতি করে নিয়ে যেতে হবে।

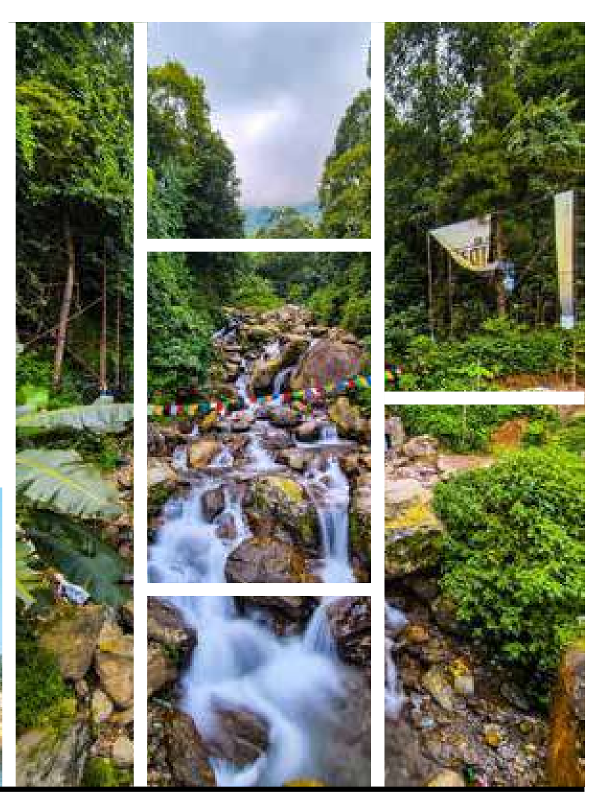

আত্মিক ও অর্থনৈতিক মেলবন্ধন

পার্থ সাহা, শিক্ষক
দমনপুর হাইস্কুল

শীতের চাদরে মুড়ে থাকে আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড। কুয়াশা ভেদ করে নরম রোদের ছোঁয়ায় সেই মাঠে প্রতি বছর ফিরে ফিরে আসে ডুয়ার্স উৎসব— মানুষের মিলন ও স্মৃতির উৎসব। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পংক্তি অনায়াসেই মনে পড়ে, 'আমরা চাষ করি আনন্দে, মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।' তবে, এই চাষ ডুয়ার্সের মানুষের— শিল্পের চাষ, সংস্কৃতির চাষ, চিন্তা ও মননের চাষ। জনজাতির নৃত্য, গান, হস্তশিল্পে ফুটে ওঠে প্রজন্মের জীবনবোধ। একই সঙ্গে, এটি অর্থনৈতিক নির্ভরতার চাষ, যেখানে শ্রম ও সৃজনের মর্যাদা মেলে। শীতের হিমেল পরশে ডুয়ার্স উৎসব ছড়িয়ে দেয় হৃদয়ের উষ্ণতা। মানুষে মানুষে বন্ধন গড়ে ওঠে, ভিন্নতার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় একতার সুর। ডুয়ার্স উৎসব তাই কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়— এটি জীবনের আনন্দময় চাষের এক অনুপম উদযাপন।

আমার আলোচনার অভিমুখ ডুয়ার্স উৎসবকে ঘিরে কিছু টুকরো টুকরো কথার মধ্য দিয়ে পুরো জেলার অর্থনৈতিক নির্ভরতার ছবি তুলে ধরা। বড় কোনও পরিসংখ্যান নয়, সরকারি রিপোর্ট নয়—এই লেখায় সেই নীরব মানুষদের কথা বলার চেষ্টা করব, যাঁদের রোজগার, সংসার আর ভবিষ্যতের আশা এই কয়েকটা দিনের উৎসবের সঙ্গে অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা।

উৎসব মানেই উৎসবের অভিমুখে অসংখ্য মানুষের যাত্রা। বাস, টোটো, অটো— সবকিছুই যেন একটু বেশি করে চলে। চালকদের মুখে ক্লান্তি থাকলেও তাতে অভিযোগ নেই, কারণ এই ক'দিনে হওয়া রোজগার অনেক সময় মাসের হিসেব মেলায়। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে, আর পরিবহণ হয়ে ওঠে জীবিকার প্রথম সিঁড়ি।

মানুষ এলে থাকা চাই। হোটেল, লজ, হোমস্টে—সব জায়গাতেই ব্যস্ততা। পাশাপাশি মেলার পাশেই তৈরি হয় পার্কিং জোন— অস্থায়ী হলেও বহু মানুষের আয়ের উৎস। মাঠের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই পার্কিংয়ের দায়িত্ব নেওয়া মানুষগুলোর জন্য এই উৎসব এক বড় ভরসা।

মেলার ভেতরে ও বাইরে খাবারের দোকানগুলিই সবচেয়ে জীবন্ত ছবি। বড় স্টল থেকে শুরু করে নীচে বসা ছোট্ট দোকান— ফুচকা, ঝালমুড়ি, চা, ভাজা, ভাপা পিঠা— সব মিলিয়ে এক চলমান অর্থনীতি। ঘুরে ঘুরে চা-কফি বিক্রেতারা ভিড়ের মধ্যেই খুঁজে নেন তাঁদের ক্রেতা। এই ভিড়ই যেন তাঁদের পুঁজি, জীবনসংগ্রামের একটি হাতিয়ার।

স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন অ্যাকাডেমি থেকে বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংও এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই জায়গা পায়। কারণ এখানে আছে অসংখ্য চোখ, আছে মানুষের মন। সেই সঙ্গে রয়েছে নানা ধরনের স্টল— হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভার— যেখানে হাতের কাজ বিক্রি হয়, বিক্রি হয় বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা শ্রম। আছে শিশু থেকে বয়স্ক সকলের জন্য বিভিন্নরকম রাইড। আছে রকমারি দোকান। সকলেই খুঁজে নেয় ক্রেতা। এই সবকিছুকে শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখেন গেটের ভলান্টিয়ার, মাঠের ভলান্টিয়াররা।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে কুবের যেমন বলেছিল— ইলিশের মরশুমে ঘরে বসে থাকার উপক্রম নাই। ঠিক তেমনই, ডুয়ার্স উৎসবের এই ক'দিনে কারও বসে থাকার অবকাশ নেই। যাঁদের জীবন, সংসার আর স্বপ্ন এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে, তাঁদের কাছে ডুয়ার্স উৎসব নিছক আনন্দের অনুষ্ঠান নয়— এটাই সারাবছরের অর্থনৈতিক ভরসার সবচেয়ে শক্ত মাটিতে পা রাখার সময়।

নৃত্যের তালে তালে ...

ডুয়ার্স উৎসবের বিভিন্ন মুহূর্ত। বুধবার ছবিগুলি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ১

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : মাদক সমেত এক ব্যক্তিকে ভোলারডাবরি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। ধৃত রাজু দাসের কাছ থেকে ২১ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ১২ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অভিযোগ, তাঁর বাড়িতে নিয়মিত ঠেক বসত। বহিরাগত লোকজনের ভিড় লেগেই থাকত। টোটো করেও তিনি মাদক সরবরাহ করতেন বলে মনে করছে পুলিশ। বুধবার রাজুর বাড়িতে হানা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বেডরুম থেকে ওই মাদক উদ্ধার করে তারা। তারপরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রের দাবি, ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার জংশন সহ শহর এলাকার মাদক সরবরাহের কাজ করতেন রাজু। ইতিপূর্বেও পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, চুনোপুঁটিরা ধরা পড়লেও প্রভাবশালীরা অধরা থেকে যায়। আলিপুরদুয়ার শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় পেডলাররা থাকলেও বড় মাথারা বাইরের বলে দাবি পুলিশের। আলিপুরদুয়ারে বিভিন্ন সময় জনপ্রতিনিধি সহ প্রভাবশালীদের নাম মাদক কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। তবে প্রভাবশালীদের বড় অংশ এখনও অধরা। এর আগে মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক অঞ্চল সভাপতিকে গ্রেপ্তার করলেও তারপর বড় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ।

ডুয়ার্স উৎসবের

শিশু কিশোর মঞ্চ

ডুয়ার্স উৎসবের শিশু কিশোর মঞ্চে বুধবার অন্যদিনের মতো বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে নৃত্য প্রতিযোগিতা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল।

কুইজ প্রতিযোগিতা

ডুয়ার্স উৎসবের এনজিও উপসমিতির উদ্যোগে বুধবার প্রবন্ধ লেখা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রবন্ধের বিষয় ছিল মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্বের ওপর সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব। সেখানে বিভিন্ন স্কুলের ১০ জন পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। ৬টি স্কুলের পড়ুয়ারা কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

শাস্ত্রীয় নৃত্য

বুধবার ডুয়ার্স উৎসবের মূল মঞ্চে শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে অদৃজা সরকার প্রথম, সহেলি ঘোষ দ্বিতীয় ও ইয়াংকিতা দত্ত তৃতীয় হয়েছেন।

বাহারি চপ

বাঙালির কাছে চপ একটি অত্যন্ত পছন্দের খাবার। এবছর ডুয়ার্স উৎসবে কাশ্মীরি চপ, হিমসাগর চপ, মোচার চপ, পনির চপ ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। উৎসব প্রাঙ্গণে ঘুরতে ঘুরতে অনেকে এই চপ চেখে দেখছেন।

ভ্রমণে খুশি

জেলা হাসপাতাল ও রোগীকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে জেলা হাসপাতালের পুষ্টি পুনর্বাসনকেন্দ্রে ভর্তি থাকা মা ও বাচ্চাদের বুধবার ডুয়ার্স উৎসব ঘোরানো হয়। উৎসব প্রাঙ্গণ ঘুরে সকলে খুব খুশি হয়েছেন।

মডেল তৈরি

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের স্টলে জল জীবন মিশনের মাধ্যমে কীভাবে জল পরিশোধিত হয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছায় সেই মডেল তৈরি করা হয়েছে। বাড়ি থেকে জল এনে বিনামূল্যে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে এই স্টলে।

তথ্য ও ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ফালাকাটা পুরসভায় হাউজিং ফর অল প্রকল্প

তিনদিনে ঘরের ৩৫০ আবেদন

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি : হাউজিং ফর অলের ঘর নিয়ে এখন নাগরিকদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ তৈরি হয়েছে। ফালাকাটা পুরসভায় এই প্রথম প্রকল্প চালু হয়েছে। প্রকল্পে উপভোক্তা চিহ্নিতকরণ করতে এখন অনলাইনে চলছে আবেদন সংগ্রহ করা। ঘরের জন্য আবেদন করতে এখন পুরসভায় উপচে পড়ছে ভিড়। বুধবার ফালাকাটা পুরসভার বাংলা সহায়তাকেন্দ্রে ভিড় করেন নাগরিকরা। অনেকে আবার বার্ষিক আয় ও বাসিন্দা সার্টিফিকেট নিতেও ভিড় করেন। পুরসভা জানিয়েছে, গোটা জানুয়ারি মাসজুড়েই এই আবেদন প্রক্রিয়া চলবে। পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায় বলেন, 'গত তিনদিন ধরে পুরসভায় হাউজিং ফর অলের ঘরের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনদিনে অন্তত ৩৫০ জন উপভোক্তা আবেদন করেছেন। আমাদের আশা ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকৃত উপভোক্তাদের ঘরের প্রথম কিস্তির টাকা পৌঁছে দিতে পারব।'

পুরসভা সূত্রে খবর, হাউজিং ফর অলের ঘরের আবেদনের জন্য বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলি (বিএসকে) ঠিক করা হয়েছে। এছাড়াও নাগরিকদের সুবিধার জন্য এদিন ৩টি ওয়ার্ডে ক্যাম্প খোলা হয়। নাগরিকদের যাতে ঘরের জন্য আবেদন করতে কোনও অসুবিধা না হয় তাই ওয়ার্ডে ক্যাম্প খোলা হয়েছে। বাকি ওয়ার্ডগুলিতেও এই ধরনের ক্যাম্প খোলা হবে। ক্যাম্পের পাশাপাশি পুরসভা অফিসে থাকা বিএসকেতেও আবেদন চলছে। এদিন প্রচুর মানুষ ঘরের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জোগাড় করতে পুরসভায় ভিড় করেন। পুরসভার কর্মী সুনীল রায় বলেন, 'ঘরের আবেদনের জন্য অন্যতম শর্ত বার্ষিক আয়ের সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট নিতে প্রচুর মানুষ এদিন ভিড় করেন। এদিন প্রায় ২০০ জনকে এই সার্টিফিকেট তুলে দিই।'

ঘরের আবেদন করতে ফালাকাটা পুরসভায় ভিড়। -সংবাদচিত্র

- প্রকল্পে উপভোক্তা চিহ্নিতকরণ করতে এখন অনলাইনে চলছে আবেদন সংগ্রহ করা
- গোটা জানুয়ারি মাসজুড়েই এই আবেদন প্রক্রিয়া চলবে
- নাগরিকদের যাতে ঘরের জন্য আবেদন করতে কোনও অসুবিধা না হয় তাই ওয়ার্ডে ক্যাম্প খোলা হয়েছে

> **গত তিনদিন ধরে পুরসভায় হাউজিং ফর অলের ঘরের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনদিনে অন্তত ৩৫০ জন উপভোক্তা আবেদন করেছেন।**
>
> **-অভিজিৎ রায়** চেয়ারম্যান, ফালাকাটা পুরসভা

পুরসভা সূত্রে খবর, হাউজিং ফর অলের ঘর নিয়ে যাতে কোনও দুর্নীতি না হয় তার জন্য পুরো প্রক্রিয়া অনলাইনে করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদন করার পর প্রাথমিক ঝাড়াই বাছাই করে একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর ওই তালিকা আবার পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা নিজেরা এসে খতিয়ে দেখবেন। এমনকি গোটা প্রক্রিয়া করা হবে জিপিএস সিস্টেমে। এরপর উপযুক্ত উপভোক্তাকে বেছে নেওয়া হবে। মোট ৩টি কিস্তিতে প্রকৃত উপভোক্তারা ঘর বানাতে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা পাবেন। ফালাকাটা পুরসভা হওয়ার পর এই প্রথম সরকারি পাকা ঘর দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাই এই ঘর নিতেই এখন নাগরিকদের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরসভা জানিয়েছে, আবেদনকারীদের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মশালা। বুধবার।

কম্বল বিতরণ

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার নিউটাউন ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে বুধবার এলাকার দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হয়। ব্যবসায়ী সমিতির তরফে এদিন প্রায় ২৫০ জন দুঃস্থ ব্যক্তির হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। নিউটাউন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তাপসচন্দ্র সিংহ সহ সমিতির অন্যান্য সদস্য এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কনভেনশন

ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি : ফালাকাটা কমিউনিটি হলে বুধবার পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা, ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায়, নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলে রহমান, জেলা সম্পাদক আলতাফ হোসেন প্রমুখ। কনভেনশনে নস্যশেখদের ভূমিপুত্র হিসেব স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি ওঠে।

মাত্রাছাড়া নদী দূষণে বড় চিন্তা

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের নদী সংস্কৃতির বিষয়ে দু'দিনের বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে। বুধবার এই কর্মশালার সূচনা হয়। মূলত নগরায়ণের ফলে নদীর দূষণ এবং পরিবেশের ওপর তার প্রভাব নিয়েই আলোচনা করা হবে এই শিবিরে। পাশাপাশি নদীর বাস্তুতন্ত্রকে ধরে রাখার প্রয়োজনের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী। এছাড়াও ছিলেন ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ডিরেক্টর ডঃ স্বাতী গুহ, জাপানের নাগাসাকি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডঃ আটসুকো ইবাতা, কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মাধব অধিকারী সহ অন্যরা।

নদীভিত্তিক বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নদীর কী কী মিল বা অমিল রয়েছে, সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ডঃ ইবাতা। বিশ্বজুড়ে নদী বাঁচাতে যা যা করণীয়, সেই বিষয়গুলিও বিশদে বোঝান তিনি।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার বলেন, 'নদী সংস্কৃতির বিষয়ে বিশেষ এই কর্মশালায় নদী সংরক্ষণের উপায় নিয়ে বিভিন্ন মতামত উঠে আসবে। সাম্প্রতিক সময়ে নদী দূষণের মাত্রাছাড়া হার আমাদের ভাবাচ্ছে। তাই নদীকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজন রয়েছে। নদী বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের গবেষণা থেকে নদীর সংরক্ষণ সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যাবে তাতে পরবর্তী প্রজন্ম উপকৃত হবে।' এছাড়া পড়ুয়াদের নদী গবেষণামূলক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

সামনেই সরস্বতীপুজো। মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী। বুধবার আলিপুরদুয়ারে কুমোরটুলিতে। - আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ডুয়ার্স উৎসবে কম দামে রকমারি স্বাদ, কম্বো আইটেমে ঝোঁক

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : বাঙালি মানেই ভোজনরসিক। তার ওপর এক জায়গায় যদি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাবার পাওয়া যায়, তাহলে তো কথাই নেই। ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে এরকম ছবি দেখা যাচ্ছে। উৎসব প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে একাধিক খাবারের দোকান। কিছু কিছু দোকানে আবার মিলছে কম্বো আইটেম। দোকানের সামনে বড় বড় করে লেখা রয়েছে বিভিন্ন খাবারের নাম। উৎসব প্রাঙ্গণে ঘোরার পাশাপাশি সেসব খাবারগুলি চেখে দেখছেন অনেকে। কম্বো আইটেমের প্রতি সকলের ঝোঁক যেন একটু বেশি।

কম্বো মেনু মানে কী জিজ্ঞেস করায় দোকানদাররা জানাচ্ছেন, সব খাবার আলাদা আলাদা করে বিক্রি না করে, কিছু খাবার একসঙ্গে বিক্রি করার নামই কম্বো। কোনও কোনও দোকানদার ক্রেতাদের টানতে এইসব কম্বোর ওপর আরও বেশি করে ছাড় দিচ্ছেন। ডুয়ার্স উৎসবে খাবারের দোকান দিয়েছেন অভীক বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'অনেকের দোকানে এসে কয়েকরকমের খাবার খেতে ইচ্ছে করে। তাই কয়েকরকমের খাবার একসঙ্গে কম্বো আকারে বিক্রি করছি। এর ফলে অল্প দামে অনেকরকমের খাবার কিনতে পারছেন সবাই। আমাদেরও ভালো বিক্রি হচ্ছে।'

> **হান্ডি বিরিয়ানি, বাম্বু বিরিয়ানি, পোলাও ও ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে চিকেন, মাটন, চিংড়ি, পনিরের একাধিক পদ কম্বো রূপে বিক্রি হচ্ছে।**
>
> **-ঋষি দাশগুপ্ত** দোকানদার

এই কম্বো আইটেমের মধ্যে রয়েছে বিরিয়ানি সঙ্গে চিকেন অথবা মাটন কষা। এছাড়া বাসন্তী পোলাওয়ের সঙ্গে পনির, চিকেন ও মটনের বিভিন্ন পদ। আবার কোনও দোকানে মিলছে বাসন্তী পোলাও সঙ্গে চিংড়ি মাছের মালাইকারি। এছাড়া ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গেও চিকনের বিভিন্ন পদের কম্বো পাওয়া যাচ্ছে।

শুধু এগুলি নয়, বিভিন্ন স্ন্যাকস আইটেমের কম্বোও মিলছে ডুয়ার্স উৎসবের প্রাঙ্গণে। এর মধ্যে রয়েছে হট ব্রেডের সঙ্গে একটি কোল্ড ড্রিংকসের কম্বো। এই কম্বোগুলির দাম শুরু হচ্ছে ৭০ টাকা থেকে। সর্বোচ্চ ৩৫০ টাকার কম্বো পাওয়া যাচ্ছে।

আরেক দোকানদার ঋষি দাশগুপ্ত বলেন, 'আমাদের স্টলে ১০০ টাকা থেকে কম্বো শুরু হচ্ছে। এছাড়াও হান্ডি বিরিয়ানি, বাম্বু বিরিয়ানি থেকে শুরু করে পোলাও ও ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে চিকেন, মাটন, চিংড়ি, পনিরের একাধিক পদ কম্বো রূপে বিক্রি হচ্ছে। অনেকে দোকানে এসে এই কম্বোগুলির খোঁজ করছেন। আশা করছি, আগামীতেও কম্বোগুলি ভালো বিক্রি হবে।'

বুধবার ডুয়ার্স উৎসবে এসে এই হরেকরকমের কম্বো খাবার খাচ্ছিলেন রিমি দে, পায়েল কুণ্ডু, সৌরভ অধিকারী, বিষ্ণু সাহাদের মতো একদল তরুণ-তরুণী। তাঁরা জানান, মোবাইলে দেখেছি এবার ডুয়ার্স উৎসবে মাত্র ১০০ টাকা থেকে কম্বো শুরু হয়েছে। তাই এই খাবারগুলি চেখে দেখছি। রিমি বলেন, 'পিৎজার সঙ্গে কোল্ড ড্রিংকসের কম্বো পাওয়া যাচ্ছে ১২০ টাকায়। খেয়ে বেশ ভালোই লাগল।' এদিন উৎসব প্রাঙ্গণে ঘুরতে এসেছিলেন সুশীল হালদার ও মীরা হালদার। অনেক খাবারের নাম না জানলেও সেগুলি খেতে বেশ ভালো লাগছে বলে জানান তাঁরা।

পৃথিবীর পাঠশালা

‘অপয়া’ বিড়াল

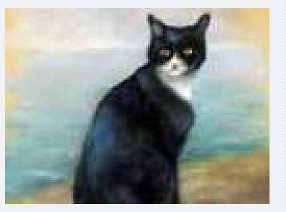

টাইটানিকের সেই ‘মিস আনসিঙ্কেবল’-এর গল্প তো বাসি হয়ে গেছে। এবার শুনুন এক বিড়ালের গল্প, যার নাম ‘আনসিঙ্কেবল স্যাম’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনটি জাহাজ ডুবেছে, হাজারো মানুষ মরেছে, কিন্তু এই সাদা-কালো বিড়ালটি প্রতিবারই দিব্যি বেঁচে ফিরেছে! প্রথমে সে ছিল জার্মান জাহাজ ‘বিসমার্ক’-এ। ব্রিটিশদের গোলায় জাহাজ ডুবল, কিন্তু স্যাম এক কাঠের টুকরো ধরে ভেসে রইল। ব্রিটিশরা তাকে উদ্ধার করে তাদের জাহাজ ‘এইচএমএস কসাক’-এ তুলল। কদিন বাদে টর্পেডোর আঘাতে সেটিও সলিলসমাধি। স্যাম কিন্তু আবার বাঁচল! এবার তাকে নেওয়া হলো বিশাল রণতরী ‘এইচএমএস আর্ক রয়্যাল’-এ। জার্মান হামলায় সেটিও ডুবে গেল! এবারও স্যাম সাঁতরে পার।

পাখির কাছে হার মানল মেশিনগান

অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে ‘গ্রেট ইমু ওয়ার’ এক হাস্যকর অধ্যায়। ১৯৩২ সালে কৃষকদের ফসল বাঁচাতে সরকার প্রায় ২০,০০০ ইমু পাখির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পাঠানো হয় মেজর মেরিডিথ এবং মেশিনগানধারী সৈন্যদের। কিন্তু ইমুরা এত দ্রুত দৌড়াত এবং এমন কৌশলে ছড়িয়ে পড়ত যে মেশিনগানের গুলি তাদের গায়েই লাগত না! হাজার হাজার গুলি খরচ করেও মাত্র গুটিকয়েক পাখি মারা সম্ভব হয়। শেষে হতাশ হয়ে সেনাবাহিনী পিছু হটে এবং সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মানুষের চেয়ে ইমুরাই বেশি স্মার্ট!

নরকের দরজা

তুর্কমেনিস্তানের কারাকুম মরুভূমিতে এমন একটি গর্ত আছে যা গত ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জ্বলছে। ১৯৭১ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এখানে তেলের সন্ধানে খননকাজ শুরু করেন, কিন্তু মাটি ধসে বিশাল গর্ত তৈরি হয় এবং মিথেন গ্যাস বের হতে থাকে। গ্যাস যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তাই বিজ্ঞানীরা আগুন ধরিয়ে দেন, ভেবেছিলেন কয়েকদিনেই নিভে যাবে। কিন্তু সেই আগুন আজও জ্বলছে! স্থানীয়রা একে বলেন ‘ডোর টু হেল’ বা নরকের দরজা। রাতের অন্ধকারে মরুভূমির বুকে দাউদাউ করে জ্বলা এই গর্ত পর্যটকদের কাছে এক শিহরণ জাগানো দৃশ্য।

নেপোলিয়ানের হার!

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট— যাঁর নাম শুনলে ইউরোপের বড় বড় রাজারা থরথর করে কাঁপতেন, তিনি কি না হেরেছিলেন একদল নিরীহ খরগোশের কাছে? শুনতে আজব লাগলেও, ১৮০৭ সালে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। টিলসিটের সন্ধি সই করার খুশিতে নেপোলিয়ান শখ করে খরগোশ শিকারের আয়োজন করেন। ছাড়া হয় প্রায় ৩,০০০ পোষা খরগোশ। কিন্তু খাঁচা খোলার পর খরগোশগুলো ভয়ে পালানোর বদলে উল্টে নেপোলিয়ানের দিকেই ধেয়ে আসে! শেষমেশ বিশ্বের অন্যতম সেরা সেনাপতিকে রণে ভঙ্গ দিয়ে গাড়িতে উঠে পালাতে হয়েছিল।

উত্তর দিনাজপুরে অক্সিজেন পেল ঘাসফুল

ইটাহারে খুঁটিপুজো অভিষেকের

রণবীর দেব অধিকারী ও বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

ইটাহার ও পতিরাম, ৭ জানুয়ারি : যেদিকে দু’চোখ যায় শুধু কালো কালো মাথা। ইটাহারের রাস্তায় জনজোয়ার বললেও বোধহয় কমই বলা হয়। বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো-তে যেভাবে ভিড় উপচে পড়ল তাতে উত্তর দিনাজপুরে অক্সিজেন পেল ঘাসফুল শিবির। অভিষেক নিজেই তো সেই ভিড় দেখে আপ্লুত। সেকথা গোপনও করেননি তিনি। বললেন, ‘ছাব্বিশে চতুর্থবার জয়ের খুঁটিপুজোটা এই মাটিতেই করে দিয়ে গেলাম আপনাদের সকলকে সাক্ষী রেখে।’

এদিন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আড়াইশোরও বেশি আসনে জয়ী হয়ে ফের ক্ষমতায় ফেরার ডাক দিয়ে গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর এই বার্তা পেয়ে তৃণমূল কর্মীরাও উজ্জীবিত। এদিন ইটাহারে উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে তো বটেই, এমনকি পার্শ্ববর্তী দুই জেলার চাঁচল ও হরিরামপুর থেকেও প্রচুর মানুষ এসেছিলেন। তৃণমূল নেতাদের দাবি, লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হয়েছে। ইটাহার হাইস্কুল মাঠে হেলিকপ্টার থেকে নেমে গাড়িতে চেপে অভিষেক সরাইদিঘির পাড় থেকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে রোড শো শুরু করেন। ক্যারাভ্যানে না উঠে নিজের ছোট গাড়ির ছাদে উঠে পড়েন। তাঁর এই ‘স্টান্ট’ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন তৃণমূল সমর্থকরা। ভাষণের শুরুতেই দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘আমি যখন গাড়ির উপরে উঠে মানুষের ভিড় ডান দিক, বাম দিক সামনে-পিছনে দেখছিলাম, আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল ২০২৩ সালের নবজোয়ারের কথা। কিন্তু আজকের কর্মসূচি সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।’ এদিন মানুষের ভিড়েই যেন আসন্ন বিধানসভায় নিজেদের ফের ক্ষমতায় ফেরার সবুজ সংকেত দেখতে পেলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। ভিড় দেখিয়ে বিজেপিকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তাঁর কথায়, ‘আজকে যে মানুষ রাস্তায় নেমে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে তার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ যদি দিল্লি যায়, সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, অমিত শা পালাবার পথ খুঁজে পাবেন তো?’

লক্ষ্মীপুরে অসিত সরকারের বাড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর বক্তব্যের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল এসআইআর আর বাংলাদেশি ইস্যু। ডাক দেন, ‘যারা আমাদের বাংলাদেশি আখ্যায়িত করে আমাদের মাতৃভাষাকে অপমান করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, জবাব দিতে দিল্লি যাবেন তো?’

মানুষের ভিড়ে তৃণমূল উচ্ছ্বসিত হলেও এদিন অভিষেকের কর্মসূচির জেরে ভোগান্তিও কম হয়নি সাধারণ মানুষের। প্রায় দুই ঘণ্টা ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ছিল কার্যত স্তব্ধ। জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করেই চলেছে অভিষেকের ভাষণ। যদিও তার জন্য ক্ষমাও চেয়েছেন অভিষেক নিজেই।

আবার দক্ষিণ দিনাজপুরের ভেস্টপাড়ায় গিয়েও অভিষেক ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া বাংলার বাসিন্দাদের বাংলাদেশি বলে আক্রমণের ইস্যুকেই খুঁচিয়ে তুলেছেন। সেখানে অসিত সরকারের বাড়িতেই ডেকে নেওয়া হয়েছিল গৌতম বর্মনকেও। অসিত ও গৌতম- দুজনেই ভিনরাজ্যে গিয়ে বাংলায় কথা বলে হেনস্তার শিকার হয়েছেন।

তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিক সম্মেলনে অভিষেকের টার্গেট ছিল সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তকে কটাক্ষ করে তিনি ‘স্টপেজ মিনিস্টার’ আর ‘র‌্যাম্পে হাঁটা সাংসদ’ বলে উল্লেখ করেন। বলেন, ‘জেলার জন্য রেলের কয়েকটি স্টপেজ ছাড়া তিনি কিছুই করেননি। জেলার মানুষকে সময় দেন না এবং জেলার মানুষ বিপদে পড়লে তাদের পাশে দাঁড়ান না।’ গৌতম নিজে বিজেপির প্রাক্তন বুথ সভাপতি। তাঁর প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক অভিযোগ করেন, বিজেপির নেতারা দলের সাধারণ কর্মীদের সঙ্গেও প্রতারণা করেন। সুকান্তর কাছে তাঁর প্রশ্ন, ‘জেলার উন্নয়নের জন্য আপনি কী কাজ করেছেন, তা মানুষ জানতে চায়। রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করুন।’

এদিকে, মঙ্গলবার সারারাত ঠিকঠাক ঘুমোতে পারেননি অসিত সরকার ও তার স্ত্রী লিপি সরকার। অভিষেক আসবেন তাঁদের ছোট বাড়িতে, একথা যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কীভাবে আপ্যায়ন করবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। এদিন অভিষেক অবশ্য তাঁদের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করেননি।

বাসস্ট্যান্ড থেকে দেড়শো মিটার দূরে থাকা গোটা পাড়া নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয় বুধবার সাতসকালেই। বেলা ১২টা থেকেই গোটা লক্ষ্মীপুর এলাকায় শয়ে-শয়ে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক এসে ভিড় করতে থাকেন। সারা এলাকা তৃণমূলের পতাকা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্লেক্সে ছয়লাপ। নির্ধারিত সময়ের প্রায় চল্লিশ মিনিট পর লক্ষ্মীপুরে আসেন অভিষেক। কয়েকজন খুদে তাঁর হাতে লাল গোলাপ তুলে দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

অসিতের বাড়িতে ঢোকার সময় কেবল তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা যুব সভাপতি অম্বরীশ সরকারকে সঙ্গে রেখেছিলেন অভিষেক। বাকি বিপ্লব মিত্র, তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, দুই বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল এবং রেখা রায়ের মতো নেতা-নেত্রীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরেই। প্রায় পনেরো মিনিট অসিত সরকার, তাঁর স্ত্রী লিপি সরকার, গৌতম বর্মন ও তাঁর স্ত্রী কাঞ্চন বর্মনের সঙ্গে কথা বলেন অভিষেক। অসিতের বাড়ি ঘুরে দেখেন। তাঁদের কর্মসংস্থানের আশ্বাসও দেন। অসিত এবং গৌতমকে দু’পাশে দাঁড় করিয়ে তিনি বলেন, ‘সাত মাস ধরে এঁদের জেলে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আমরা জানতে পেরে কাঠখড় পুড়িয়ে ফিরিয়ে এনেছি।’ তার পরেই তিনি বলেন, ‘মহারাষ্ট্রে তো বিজেপি। কিন্তু সুকান্ত মজুমদার কিছু করেননি।’

নেতা নন, কর্পোরেট বস

প্রথম পাতার পর

কর্মসূচিতে ড্রোন উড়িয়ে ভিডিও এবং ছবিও তুললেন এবি’র লোকেরা। দলের জেলা নেতারা ছিলেন শুধু গ্রামগঞ্জ থেকে লোক আনার দায়িত্বে।

এত গেল উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের কথা। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটেও অভিষেকের কর্মসূচিতে ছিল পুরোদস্তুর কর্পোরেট লুক। বড় কোনও নেতা বা নেত্রী এলে সাধারণত দলের নেতাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে যায় ফুলের তোড়া বা উপহার তুলে দেওয়ার জন্য। এদিন কিন্তু সেসব সুযোগই পাননি কেউ। ক্যামেরা বা বুম নিয়ে সংবাদমাধ্যমের ধাক্কাধাক্কিও চোখে পড়েনি অভিষেকের আশপাশে। কারণ দক্ষ ইভেন্ট ম্যানেজাররা সামলেছেন সব কিছু। যেহেতু হাতে সময় কম, তাই বালুরঘাট বিমানবন্দরেই দলীয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এটাও একটা চমক তো বটেই। সেখানে বানানো তাঁবুতে বসেই এসআইআর আতঙ্কে মৃত, কুমারগঞ্জের বাসিন্দা ওসমান মণ্ডলের স্ত্রী ও পুত্রর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন অভিষেক। সেখানেই তিনি রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ও কুমারগঞ্জের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডলকে ডেকে নেন। ওসমানের পরিবার তাদের মাটির বাড়ি ও ভাঙাচোরা বাড়ির কথা অভিষেকের সামনে তুলে ধরে। অভিষেক জানতে চান, কুমারগঞ্জের বিধায়ক তাঁদের বাড়িতে গিয়েছেন কি না। ঠিক যেভাবে কোনও কর্পোরেট অফিসে কর্মীর পারফরমেন্সের রিভিউ করা হয়, সেই কায়দায়।

যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন, খোদ দলনেত্রী যখন সফরে আসেন, তখনও সবকিছু এত নিয়মের ছন্দে বাঁধা থাকে না। মমতা সভায় যাওয়ার আগে বা পরে কখন কোথায় চলে যাবেন, তা দেবা ন জানন্তি। কিন্তু অভিষেকের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে এদিন নড়চড় হয়নি বললেই চলে।

পুলিশ-প্রশাসন তো ছিলই। সেইসঙ্গে এদিন অভিষেকের নিরাপত্তায় ছিল নিজস্ব নিরাপত্তাবাহিনী। বিমানবন্দরে তো বটেই বিমানবন্দরের বাইরেও ফুলের তোড়া বা ফুল ছড়ানোতে ছিল নিষেধাজ্ঞা। তাই নেতাকে ফুল দিতে নিয়ে এসেও সেগুলি রাস্তার ধারেই ফেলে রাখতে হয় দলের নেতা-কর্মীদের। বিমানবন্দরে একমাত্র তৃণমূল যুব সভাপতি অম্বরীশ সরকার ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি সৃঞ্জয় সান্যাল উত্তরীয় পরিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাকি নেতা-মন্ত্রীরা দূর থেকে সম্ভাষণ করেছেন। মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের ভাই শার্দুল মিত্র সহ জেলা পরিষদের অনেক সদস্য, বালুরঘাট পুরসভার কাউন্সিলারদের রাস্তাতেই অপেক্ষা করতে হয়েছে। কাছে ঘেঁষার সুযোগ পাননি। ‘রুটিনে’ ছিল না যে।

কর্মীসভাতেও কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : কর্মীসভাতেও এবার প্রকাশ্যে এল কংগ্রেসের কোন্দল। বুধবার আলিপুরদুয়ারে জেলা কংগ্রেসের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। অথচ তা নাকি জানতেনই না রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শান্তনু দেবনাথ ও তাঁর অনুগামীরা। অভিযোগ, তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সভা চলাকালীন কার্যালয়ের বাইরে তাঁদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যদিও গোষ্ঠীকোন্দলের বিষয়ে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব কেউ মুখ খুলতে চায়নি। শান্তনু বিরোধী হিসাবে পরিচিত জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃন্ময় সরকার অবশ্য শান্তনুর অভিযোগ মানতে না চেয়ে বলেন, ‘সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সকলে এসেও ছিলেন।’

যদিও বুধবার বিকালে সভা শুরু হতেই সদলবলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে অভ্যর্থনা দেন শান্তনু ও তাঁর অনুগামীরা। তারপরই বাইরে বেরিয়ে দলের একাধিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন শান্তনু। জানান, কর্মীসভা হবে তা শুনলেও তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সভাপতির হাতে নতুন ও পুরোনো দ্বন্দ্বের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে বলেও জানা যায়। এদিন বিকেল চারটের পর কর্মীসভা শুরু হয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক অম্বা প্রসাদ সহ অনেকে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভঙ্কর অবশ্য গোষ্ঠীকোন্দল বা নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্বকে মানতে নারাজ ছিলেন। তাঁর বক্তব্য, ‘দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিরোধ থাকলেও সকলে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করছেন।’ এদিকে সভার শেষে শান্তনু ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন তিনি। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ক্ষমতায় এলে চা বাগানের শ্রমিকদের বেতন পাঁচশো টাকা দেওয়া হবে।

আগুনে আতঙ্ক

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : বুধবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চণ্ডীরঝাড় এলাকায় ছড়াল আগুন আতঙ্ক। এলাকার একটি খড়ের গাদায় হঠাৎই আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়া ও আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও দমকলে খবর দেওয়া হয়। দ্রুত ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বড়সড়ো কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

ছুরিকাহত তরুণ

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : প্যারেড গ্রাউন্ডে ছুরিকাহত সৌরভ দে নামে এক তরুণ। আলিপুরদুয়ার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দত্তপাড়ায় তাঁর বাড়ি। আহত তরুণকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে কোচবিহারে রেফার করে দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। প্যারেড গ্রাউন্ডের সাইকেল বা বাইকস্ট্যান্ডে গণ্ডগোলের জেরে এমন ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

বৈঠক

বীরপাড়া, ৭ জানুয়ারি : বন্ধ চা বাগান খোলা, মজুরি সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান সহ একাধিক দাবিতে ৯ জানুয়ারি বিটিডব্লিউইউ-র তরফে ডুয়ার্সকন্যা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই অভিযান উপলক্ষ্যে বুধবার সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা বীরপাড়া এবং কালচিনিতে ব্লক স্তরের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা বলেন, ‘বন্ধ চা বাগানগুলো খোলা, মজুরি সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত মেটানোর দাবি জানানো হবে।’

পরীক্ষা-জট

প্রথম পাতার পর

দপ্তরের পক্ষ থেকে নতুন একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে এবং পরীক্ষার সময়সূচি শীঘ্রই জানানো হবে। সহকারী পরীক্ষা নিয়ামক শংকরী চক্রবর্তী বলেন, ‘ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের নির্দেশ অনুসারেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হচ্ছে।’ বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক প্রশাসনিক ব্যর্থতায় ভাস্করের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। পরীক্ষা নিয়ে কার্যত ল্যাজেগোবরে দশা হয়েছিল ভাস্করের। সমস্যা মিটতেই সমাধানের কৃতিত্ব কার তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে ক্যাম্পাসে। এসবের মধ্যেই মঙ্গলবারের বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপার অভ্যন্তরে। পরীক্ষার মতো গোপনীয় কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার নাম ও এমডি’র নাম প্রকাশ করে কেন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। জটিলতা কাটলেও পরীক্ষা কবে থেকে শুরু করা যাবে তা এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আধিকারিকই।

কারণ, এখনও স্নাতকোত্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি ও ফর্ম ফিলআপের কাজ হয়নি। সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশ না হলে রেগুলার পরীক্ষা শুরু করা যাবে না। ওই পরীক্ষার সঙ্গে রেগুলার পরীক্ষা সম্পর্কযুক্ত। সাপ্লিমেন্টারির মতো একইভাবে প্রতিটি পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ ও প্রশ্নপত্র তৈরির কাজ বাকি। সেইসব কাজ শেষ করে পরীক্ষা শুরু করতে যথেষ্ট সময় লাগবে বলেই জানিয়েছেন আধিকারিকরা। আবার বেতন বৃদ্ধির দাবিতে অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীরা কর্মবিরতি চালাচ্ছেন। তাঁরা কাজে যোগ না দিলে সমস্যা আরও বাড়বে।

‘মোহনী’ হাওয়া

প্রথম পাতার পর

২০২১ সালের মতোই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ৫টি আসনই জয়ের স্বপ্নে বিভোর গেরুয়া শিবির। আর সেই কথা মাথায় রেখেই বিজেপি সামনে এনেছে দলের তিন ‘এক্কা’- দীপক বর্মন, মনোজ টিগ্গা, মোহন শর্মাকে। আলিপুরদুয়ারের এই তিন বিজেপি নেতাকে রাজ্য কোর কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে। বুধবার রাজ্য বিজেপির থেকে যে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, রাজ্য সহ সভাপতি হিসেবে রয়েছেন দীপক ও মনোজ। অন্যদিকে মোহনকে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সম্পাদকের পদ। এদিন এই নিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, ‘তিনজনই জেলার বড় মুখ। তাঁদের রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে। নির্বাচনেও এর প্রভাব পড়বে।’

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ গঠনের পর ২০১৪ সালে মোহন জেলা পরিষদের সভাধিপতি হন। ২০১৭ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০১৯ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত তিনি তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি ছিলেন। ২০১৯ সালে জেলা পরিষদের মেন্টর মনোনীত হন। তবে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০২১ সালে ছন্দপতন হয়। কালচিনি বিধানসভায় প্রার্থীপদ নিয়ে দলের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ওই বছরের ৪ এপ্রিল জেলা পরিষদের মেন্টর সহ একাধিক পদ ছেড়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র হাত থেকে তিনি বিজেপির পতাকা তুলে নেন। সেবছর বিজেপি কালচিনি সহ জেলার পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করলেও মোহন নিজেকে গুটিয়ে ফেলেন। জেলার রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপিতে যোগ দিয়েও খুব বেশি সুবিধা করতে পারছিলেন না মোহন। দলে তাঁকে কোনও পদও দেওয়া হয়নি। সেজন্য সম্ভবত তিনি সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, নির্বাচনের আগে চা বলয়ে মোহনের মতো শক্তিশালী সংগঠককে কাজে লাগাতেই তাঁকে রাজ্য সম্পাদক পদে এনেছে বিজেপি। বুধবার মোহন বলেন, ‘রাষ্ট্রীয় স্তরের একটি দলে আমাকে নতুন পদ দেওয়া হয়েছে। দলের পরামর্শ মেনেই কাজ করব।’ বিধানসভা নির্বাচনে এবারও বিজেপি ভালো ফল করবে বলে আশাবাদী মোহন। চা ও কৃষি বলয়ে সমানভাবে কাজ করবেন বলেও জানান। গঙ্গাপ্রসাদ সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘উনি ভালো নেতা। গত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে জেলায় ভালো ফল করেছিল দল।’ আবার গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাও মোহন শর্মার বিজেপিতে নতুন পদ পাওয়ায় তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, ‘মোহন শর্মা সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসায় দল আরও শক্তিশালী হবে।’

শীতের দিনে তাজমহলে পর্যটকরা। বুধবার আগ্রায়। -পিটিআই

শুনানিতে ডাক

প্রথম পাতার পর

নেতা তথা প্রাক্তন টাউন ব্লক সভাপতি এবং বর্তমানে দলের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভব্রত দে-র নামও রয়েছে। তাঁর বাড়ির ১৩ জনের নামেই নোটিশ ইস্যু হয়েছে।

পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বলেন, ‘আমার ওয়ার্ডের সব ভোটারের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম আছে। সবার সব ধরনের নথিপত্রও আছে। এনুমারেশন ফর্ম পূরণের সময়ও সব তথ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরেও কেন সবাইকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে বুঝতে পারছি না। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছি।’

এলাকার কাউন্সিলার বিষয়টি প্রশাসনের উপর ছাড়লেও তৃণমূল নেতারা কিন্তু এর পিছনে রাজনীতি দেখছেন। তৃণমূলের জেলার সাধারণ সম্পাদক শুভব্রত দে বলেন, ‘একটি বুথের প্রায় সবার নামে নোটিশ এসেছে। ভূভারতে এমনটা ঘটেনি। আসলে এটাও নির্বাচন দপ্তরের একটি ফন্দি। এলাকার বিএলও সিপিএম নেত্রী। তিনি বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশ করেই আমার বুথের অধিকাংশ নাম বাদ দিতে চাইছেন। এটা আমরা মেনে নেব না। আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই বিডিও অফিস ঘেরাও করব।’

এলাকার বাসিন্দারাও অনেকে অভিযোগ করছেন বিএলও’র বিরুদ্ধে। এক ভোটার বলেন, ‘বিএলও’র স্বামী একজন সিপিএম নেতা। তাঁর কারসাজিতেই হয়তো সবার নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে।’ এদিকে, যে বিএলও’র বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সেই বাসন্তী পালকে এদিন বহুবার ফোন করা হলেও পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেও ভোটারদের কাছে কিন্তু নোটিশ ইস্যু হচ্ছে। কারও জানুয়ারি মাসে আবার কারও ফেব্রুয়ারি মাসে শুনানির তারিখ পড়েছে। ৪৭৮ জন বাসিন্দাই এখন চরম ক্ষুব্ধ। সূত্রের খবর, এলাকার এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কে আছেন খোদ বিএলও বাসন্তী পালও।

দ্বন্দ্বের চোরাস্রোত

প্রথম পাতার পর

মাথাভাঙ্গার পঞ্চানন মোড় থেকে শীতলকুচি পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু চওড়া না হওয়ায় সেই ব্যস্ত সড়ক আজ দুর্ঘটনার ফাঁদ। নিত্যদিনের ঝুঁকি নিয়েই চলতে হয় সাধারণ মানুষকে। এই বিধানসভা কেন্দ্র বর্তমানে বিজেপির দখলে। বিধায়ক বরেন বর্মনকে নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা যে পূরণ হয়নি, তা আড়ালে-আবডালে নয়, প্রকাশ্যেই শোনা যায়। এলাকায় বিজেপির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সেই রাজনৈতিক মূলধন কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। বিধায়ককে যেভাবে মানুষের পাশে পাওয়ার কথা, সেই উপস্থিতিও নাকি অধরা। শীতলকুচি ব্লকের আটটি এবং মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত এই বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপির কাছে যেমন পরীক্ষার মাঠ, তেমনি তৃণমূলের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলাকায় কান পাতলে ধর্মীয় বিভাজনের সুর স্পষ্ট। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় সেই মেরুকরণই বিজেপির বাড়তি অক্সিজেন।

গত বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনে তৎকালীন বিধায়ক হিতেন বর্মনকে সরিয়ে পার্থপ্রতিম রায়কে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। সেই সিদ্ধান্তে ধাক্কা দেয় পার্থর পরাজয়। সেই সময় রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন হিতেনবাবু, যদিও পরে তিনি মূলস্রোতে ফেরেন। তবে তৃণমূলের নীচুতলার নেতারাই বলছেন, পার্থপ্রতিমের যেভাবে মাটি কামড়ে পড়ে থাকার কথা ছিল তা তিনি করেননি। শাসকদলের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপন গুহ এখন নতুন করে সংগঠন গোছাতে শুরু করলেও সব পক্ষকে একত্রিত করতে পারেননি। এখানেও তৃণমূলের দুর্বলতা তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। পার্থপ্রতিমের অনুগামীদের সঙ্গে বর্তমান জেলা নেতৃত্বের মতপার্থক্য স্পষ্ট, যার ফলে গোষ্ঠীকোন্দলের চোরাস্রোত বইছেই। শীতলকুচির রাজনীতির স্মৃতিতে আজও রক্তের দাগ শুকোয়নি। জোরপাটকি আমতলি এমএসকে-তে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চারজনের মৃত্যু এবং সেদিনই পাঠানটুলিতে বিজেপি কর্মী আনন্দ বর্মনের খুন- এই ঘটনাগুলি আজও এলাকার মানুষের মননে গভীর ক্ষত হয়ে রয়েছে। সময় রক্ত শুকিয়ে দিলেও ক্ষোভ এখনও তাজা। তৃণমূল-বিজেপি দু’পক্ষই যে তাদের প্রচারে এই স্মৃতিকে অস্ত্র করবে, তা বলাই বাহুল্য। বিজেপি হিন্দু আবেগে শান দিতে চাইছে, তৃণমূল তুলে ধরছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলির প্রসঙ্গ। এই মাটিরই সন্তান, ভাওয়াইয়াশিল্পী গীতা রায় বর্মন পেয়েছেন পদ্মশ্রী। বিজেপির অন্দরে নির্বাচনের আগে প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘুরপাক খাচ্ছে। এদিকে, মাঠে কাজ করা কয়েকজন মহিলার কথায় ধরা পড়েছে ভোটের আরেক বাস্তবতা, ‘ভোট নিয়ে ভেবে লাভ নেই। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাই, তাতেই যথেষ্ট।’ তবে কী শীতলকুচিতে তৃণমূলের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পুঁজি এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই? নাকি আবেগ, স্মৃতি আর মেরুকরণের অঙ্কে বদলে যাবে সব সমীকরণ? সেই উত্তর মিলবে ভোটবাক্সেই।

তুরুপের তাস উত্তরবঙ্গ

প্রথম পাতার পর

যিনি বিদায়ি কমিটিতে থাকা উত্তরবঙ্গের আরেক নেতা দীপক বর্মনের স্থলাভিষিক্ত হলেন। দীপককে নতুন কমিটিতে সহ সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

১২ জন সহ সভাপতির তালিকায় দীপক ছাড়াও রয়েছেন রায়গঞ্জের প্রাক্তন সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী, কোচবিহারের নিশীথ প্রামাণিক, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা এবং জলপাইগুড়ির প্রবাল রাহা। গত লোকসভা ভোটে হেরে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন অন্তরালে ছিলেন নিশীথ। তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায়। দিনকয়েক আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তারপর থেকেই জল্পনা চলছিল, বড় কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন ভেটাগুড়ির বিট্টু। রাজ্য কমিটিতে সহ সভাপতি পদে এনে বিজেপি বুঝিয়ে দিল, দলে নিশীথের গুরুত্ব এতটুকু কমেনি। তবে, নতুন কমিটির সবথেকে চমকপ্রদ দিক হল আলিপুরদুয়ারের পোড়খাওয়া নেতা মোহন শর্মার প্রত্যাবর্তন। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে নাম লেখালেও ‘নিভৃতবাসে’ই ছিলেন চা বলয়ের দক্ষ সংগঠক মোহন। ঘাসফুল শিবির যখন চা বলয়কে পাখির চোখ করছে, তখম মোহনকে পদ্মের রাজ্য নেতৃত্বে আনা মাস্টারস্ট্রোক বলেই মনে করছেন উত্তরের দুঁদে রাজনীতিকরা। মোহন ময়দানে নামলে অনেক অঙ্ক বদলে যেতে পারে বলে মত তাঁদের। উত্তরবঙ্গের আরেক শক্তিশালী মুখ শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ নতুন কমিটিতে তাঁর সম্পাদক পদ ধরে রাখতে পেরেছেন, যা তাঁর ওপর দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আস্থার পরিচয় দেয়। অন্যদিকে, মালদার খগেন মুর্মুকে এসটি মোর্চার রাজ্য সভাপতি এবং কোচবিহারের আদি নেতা আলি হোসেনকে সংখ্যালঘু মোর্চার দায়িত্ব ফিরিয়ে দিয়ে জনজাতি ও সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকেও সিঁধ কাটতে চাইছে বিজেপি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের কঠোর নীতির কোপে পড়েছেন দক্ষিণবঙ্গের একাধিক বিধায়ক। অথচ এই রদবদলের মাঝেও উত্তরবঙ্গকে যেভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে স্পষ্ট যে, বিজেপি এখানে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না। নদিয়া বা রানাঘাটের মতো যে এলাকাগুলো থেকে দল ভালো ফল করেছিল, সেই এলাকাগুলো রাজ্য কমিটিতে কার্যত প্রতিনিধিত্বহীন থাকলেও উত্তরবঙ্গের জয়জয়কার রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। শমীক ভট্টাচার্যের হাতে নতুন করে সংগঠনের যে ভার তুলে দেওয়া হল, তার মেরুদণ্ড হিসেবে উত্তরবঙ্গকে রাখা ‘খেলা ঘোরানোর’ বড় ছক বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

শূন্য ক্লাসরুমে একা শিক্ষিকা

প্রথম পাতার পর

একই এলাকায় পাশাপাশি দুটি সরকারি স্কুলের এই আকাশপাতাল বৈপরীত্য এলাকার শিক্ষানুরাগীদের ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু কেন এই বেহাল দশা? স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের অভিযোগের আঙুল স্কুলের পরিবেশের দিকে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এই স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকার চরম অভাব চলছে, যা পূরণের কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। তবে তার চেয়েও বড় সমস্যা হল স্কুলের ‘অস্বাস্থ্যকর’ পরিবেশ। অভিযোগ, সূর্য ডুবলেই বিদ্যামন্দিরটি চলে যায় সমাজবিরোধীদের দখলে। স্কুল চত্বরে নিয়মিত বসে মদ্যপান ও জুয়ার আসর। এখানেই শেষ নয়, প্রতিদিন সকালে স্কুলের বারান্দা ও দরজার সামনে দুষ্কৃতীদের মলমূত্র পড়ে থাকার দৃশ্য নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিষ মহম্মদ বা ভোলা হরিজনের মতো অভিভাবকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এমন নোংরা ও নিরাপত্তাহীন পরিবেশে তাঁরা তাঁদের মেয়েদের পাঠাতে নারাজ। স্কুলের এই করুণ পরিণতির সাক্ষী হয়ে আজও রোজ স্কুলে আসেন একমাত্র শিক্ষিকা শেফালি ঘোষ। আগে দুজন পার্শ্বশিক্ষিকা থাকলেও পড়ুয়া না থাকায় তাঁদের অন্য স্কুলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা সুজাতা সাহাও ২০২৩ সালে বদলি নিয়ে চলে গিয়েছেন। পাশের বালিগোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ড্রাফট হিসেবে আসা শেফালি দেবী এখন একাই স্কুল আগলে বসে থাকেন। তিনি বলেন, ‘অনেক চেষ্টা করেও কাউকে ভর্তি করানো যায়নি। পরিবেশের কারণে অভিভাবকদের তীব্র অনীহা। আমরা সত্যিই মহাফাঁপরে পড়েছি।’ প্রাক্তন ছাত্রী জাহেদা খাতুনের গলায় শোনা গেল আক্ষেপের সুর। একসময় এই স্কুলে ভর্তি হলেও নোংরা পরিবেশ আর দিদিমণি না থাকায় সে এবং তার গ্রামের আরও ১৩ জন মেয়ে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। বর্ষাকালে স্কুলের চারপাশ জলে ডুবে যায়, ভরে যায় জঙ্গলে- যা অভিভাবকদের ভয় আরও বাড়িয়ে দেয়। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে স্কুলটি আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি নীলাম্বরকুমার দাস বা চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে- সকলেই চাইছেন স্কুলটি বাঁচুক, কিন্তু তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। জেলা স্কুল পরিদর্শক দেবাশিস সমাদ্দার অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, স্কুলটি চালু রাখার সবরকম চেষ্টা চলছে এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে ছাত্রভর্তির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, যে শিক্ষাঙ্গনে ন্যূনতম শিক্ষার পরিবেশটুকু নেই, সেখানে কেবল আশ্বাস দিয়ে কতদিন এই ‘পড়ুয়াবিহীন পাঠশালা’ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? উত্তর খুঁজছে চাকুলিয়া।

উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে আজ বাঁচার ম্যাচ বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : অঙ্কটা সহজ। কিন্তু সমাধানের কাজটা কঠিন! বড় ব্যবধানে জিততে হবে। একইসঙ্গে রানরেট ভালো করতে হবে। তারপরও তাকিয়ে থাকতে হবে বরোদা ও বিদর্ভের দিকে।

বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে এই হল টিম বাংলার অন্দরের হাল হকিকত। গতকাল হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পর চাপ বেড়েছে বাংলা শিবিরে। শুধু চাপ বললে ভুল হবে, তৈরি হয়েছে অস্তিত্বের সঙ্কট। কীভাবে পরিস্থিতির বদল হতে পারে?

এককথায় জবাব হল, রিঙ্কু সিংদের বিরুদ্ধে জিততেই হবে। তারপরও থাকবে যদি-কিন্তুর অঙ্ক। সেখানেই বিদর্ভ ও বরোদার তুলনায় পিছিয়ে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বুধবার সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, ‘কী হলে কী হবে, ভেবে এখন লাভ নেই। সহজ কথা, আমাদের জিততে হবে। ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। সব বিভাগে ধারাবাহিক হতে হবে।’

এমন লক্ষ্যপূরণের জন্য আগামীকাল উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে বাংলার প্রথম একাদশে একটি পরিবর্তন

বিজয় হাজারে ট্রফি

> **সাজঘরের পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারছি না আমরা। কাল উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে নিজেদের কাজটা সঠিকভাবে করতেই হবে। ভালো ক্রিকেট খেলার পাশে বড় জয়ও প্রয়োজন আমাদের।**
>
> **-লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

হতে পারে। ছন্দ হারিয়ে ফেলা জোরে বোলার মুকেশ কুমারের বদলে বাঁহাতি স্পিনার অঙ্কিত মিশ্র খেলতে পারেন বলে খবর। যদিও বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি, সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত নয়। টসের আগে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত হবে।

৬ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট উত্তরপ্রদেশের। বিজয় হাজারের অন্যতম অপরাজিত দল। এমন দলের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে হচ্ছে বলে কিছুটা হলেও বাড়তি চাপ অনুভব করছে টিম বাংলা। যদিও চাপের কথা মুখে স্বীকার করছেন না কেউই। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘সাজঘরের পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারছি না আমরা। কাল উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে নিজেদের কাজটা সঠিকভাবে করতেই হবে। ভালো ক্রিকেট খেলার পাশে বড় জয়ও প্রয়োজন আমাদের।’ সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না বাংলা দলের। ব্যাটারদের ধারাবাহিকতার অভাব। বোলাররা প্রায়ই ছন্দ হারাচ্ছেন। মহম্মদ সামি একা লড়াই করছেন ঠিকই। কিন্তু সতীর্থদের থেকে তেমন সাহায্য পাচ্ছেন না। এমন অবস্থায় আগামীকাল সম্মান, মর্যাদার যুদ্ধের পাশে বিজয় হাজারে প্রতিযোগিতায় বেঁচে থাকার লক্ষ্যে ‘জয় বাংলা’ রিংটোন ফিরে পাওয়া যায় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

মুম্বইয়ে ছক্কা হাঁকানোর প্র্যাকটিস করে নিউজিল্যান্ড সিরিজ খেলতে যাচ্ছেন রোহিত শর্মা।

২০২৭ বিশ্বকাপে রোকোকে দেখছেন কিউয়িরা

ভদোদরা, ৭ জানুয়ারি : অপেক্ষার আর মাত্র কয়েক দিন। রবিবার থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের সিরিজ। তার আগে আজ একইসঙ্গে দুইটি ঘটনা নিয়ে ক্রিকেটমহলে হইচই শুরু হয়েছে।

ঘটনা নম্বর এক, নিউজিল্যান্ড সিরিজে খেলার জন্য বিরাট কোহলি গতকাল রাতে মুম্বই পৌঁছেছিলেন। আজ মুম্বই থেকে ভদোদরা পা রাখেন তিনি। বিমানবন্দরে কোহলি দর্শনের যে হুড়োহুড়ি ও উন্মাদনার ছবি দেখা গিয়েছে, তা চমকে দেওয়ার মতোই। ঘটনা নম্বর দুই, ভারতে পা রাখার আগে ও এদেশে পৌঁছে নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল ও ড্যারিল মিচেল সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। আর দুই কিউয়ি ক্রিকেটারের সাংবাদিক সম্মেলনের নির্যাস হিসেবে সামনে এসেছে বিরাট ও রোহিত শর্মার নাম। এখানেই শেষ নয়। কিউয়ি অধিনায়ক ব্রেসওয়েল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, রোকো জুটিকে তিনি ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপে দেখতে চান।

ঋষভ পন্থ ও হর্ষিত রানা বাদে টিম ইন্ডিয়ার একদিনের স্কোয়াডের প্রায় সব সদস্যই আজ বিকেল থেকে রাতের মধ্যে ভদোদরায় পৌঁছে গিয়েছেন। তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ রবিবার। তার আগে শুক্রবার থেকে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরু হচ্ছে। সেই অনুশীলনের লক্ষ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটাররা ভদোদরায় একত্রিত হয়েছেন। কোহলিকে নিয়ে বিমানবন্দরে আবেগ ও শৃঙ্খলার বাঁধ ভেঙেছে। রোহিতকে নিয়েও ছবিটা একইরকম। আর তার মধ্যেই কিউয়ি অধিনায়ক ব্রেসওয়েল বলেছেন, ‘বিরাট-রোহিতরা কিংবদন্তি। ওরা এখনও দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে চলেছে। আমি চাই, ওরা ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপেও খেলুক। কেনই বা খেলবে না ওরা? নিয়মিত রান করছে। দলকে সাফল্যের দিশা দিয়ে চলেছে। এমন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের ছাড়া কোনও দল মাঠে নামে নাকি।’

রোকো জুটিকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। ক্রিকেট দুনিয়া এখনও জানে না তাঁরা শেষ পর্যন্ত কী করবেন। ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপে রোকোর খেলা নিয়ে জল্পনা থামার কোনও ইঙ্গিত নেই। তার মধ্যেই আজ ভদোদরায় পা রাখার পর নিউজিল্যান্ডের মিচেলও রোকো বন্দনায় মজেছেন। বলেছেন, ‘ভারতের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে খেলা সবসময় চ্যালেঞ্জিং। আমরা সেই চ্যালেঞ্জের জন্য মুখিয়ে রয়েছি। আসন্ন তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। মনে রাখতে হবে, ওদের দলে বিরাট-রোহিতের মতো অভিজ্ঞরা রয়েছে। ফলে আমাদেরও শেখার সুযোগ থাকবে।’ বছর খানেক আগে কিউয়িরা টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ৩-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল। সেই দলে ছিলেন মিচেলও। অতীতের অভিজ্ঞতা আসন্ন একদিনের সিরিজেও কাজে লাগবে বলে মনে করছেন তিনি। কিউয়ি ব্যাটারের কথায়, ‘অতীতে কী হয়েছিল, সেটা এখন ভেবে লাভ নেই। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগতেই পারে। কিন্তু তার আগে ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমরা।’ রবিবার থেকে শুরু হতে চলা একদিনের সিরিজকে আগামী মাসের টি২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে একেবারেই দেখতে চাইছেন না কিউয়িরা। মিচেলের কথায়, ‘টি২০ বিশ্বকাপের এখনও এক মাস বাকি। এখন থেকেই সেটা নিয়ে না ভেবে আমরা একদিনের সিরিজের দিকে নজর দিতে চাই।’

সুখবর এসেছে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে। শ্রেয়স আইয়ারকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার ভারতীয় দলের সঙ্গে তিনি যোগ দেবেন।

বিমানবন্দরে বিরাট দর্শনে হুড়োহুড়ি

ভদোদরা বিমানবন্দরে নামতেই সমর্থকদের ভিড়ে ঘেরাও হলেন বিরাট কোহলি।

আফ্রিদির খেলা নিয়ে টানাপোড়েন

ডাম্বুলা, ৭ জানুয়ারি : হাতে এক মাসেরও কম সময়।

৭ ফেব্রুয়ারি টি২০ বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। যদিও পাকিস্তান পেস ব্রিগেডের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র শাহিন শা আফ্রিদির খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। হাঁটুর চোটে আপাতত মাঠের বাইরে আফ্রিদি। বিশ্বকাপের আগে ম্যাচ ফিট হবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। শেষপর্যন্ত আফ্রিদিকে না পেলে পাক দলের জন্য বড় ধাক্কা হবে।

পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আলি আঘা অবশ্য আশাবাদী। এখনও হাতে সপ্তাহ চারেকের

টি২০ বিশ্বকাপ

মতো রয়েছে। তার আগে হাঁটুর হাল ঠিক করে বল হাতে পুরোদমে মাঠে নেমে পড়বেন শাহিন শা। বিশ্বকাপের সমস্ত ম্যাচ পাকিস্তান এবার খেলবে শ্রীলঙ্কাতে। তার আগে শ্রীলঙ্কাতে টি২০ সিরিজ। যে দলে স্বাভাবিকভাবেই নেই আফ্রিদি।

সলমনের বিশ্বাস, বিশ্বকাপগামী বিমানে উঠতে সমস্যা হবে না। ডাম্বুলায় প্রথম টি২০ ম্যাচের আগে পাক অধিনায়ক বলেছেন, ‘আমরা আশাবাদী বিশ্বকাপের আগে পুরোপুরি ফিট হয়ে যাবে ও। তবে মেডিকেল টিমের সঙ্গে পরামর্শ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বোর্ড (পাকিস্তান ক্রিকেট)।’ এদিন আফ্রিদির রিহ্যাব প্রক্রিয়ার একটি ভিডিও পোস্ট করেছে পিসিবি। তবে চোট সারতে কতদিন সময় লাগবে, পুরো ফিট হয়ে কবে মাঠে ফিরবেন, তা নিয়ে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি বোর্ডের তরফে।

শতরান করে ইংল্যান্ডকে লড়াইয়ে রাখলেন জ্যাকব বেথেল। সিডনিতে বুধবার।

পেসার ওয়েবস্টারের ‘স্পিনে’ কাত ইংল্যান্ড!

ইংল্যান্ড-৩৮৪ ও ৩০২/৮
অস্ট্রেলিয়া-৫৬৭
(চতুর্থ দিনের শেষে)

সিডনি, ৭ জানুয়ারি : ছিল বেড়াল, হয়ে গেল রুমাল।

চলতি সিডনি টেস্টে চতুর্থ দিনে তেমনই চমকে দেওয়া ঘটনা বিউ ওয়েবস্টারের সৌজন্যে। পেসার অলরাউন্ডার হিসেবে অস্ট্রেলিয়া দলে সুযোগ। স্পিনার টড মার্ফির জায়গায় যখন পেসার ওয়েবস্টারকে সিডনির একাদশে রাখা হয়, তখন অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। কারণ সিডনিতে শেষ দুইদিনে স্পিনাররা কার্যকর।

বুধবার চতুর্থ দিনে সমালোচকদের যে প্রশ্নের জবাব দিলেন ওয়েবস্টার। পিচ পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে পেসার থেকে রাতারাতি স্পিনার! আর ওয়েবস্টারের যে পরিবর্তন বদলে দেয় সিডনি টেস্টে সেয়ানে সেয়ানে টক্করের ছবিটা। অনিয়মিত অফস্পিনেই টলিয়ে দিলেন ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডারকে। হ্যারি ব্রুক, উইল জ্যাকস, বেন স্টোকস-- পকেটে তিন মূল্যবান উইকেট!

নিজের যে পারফরমেন্সে অবাক তাসমানিয়ার পেসার-অলরাউন্ডার (আজকের পর স্পিন-অলরাউন্ডার বললেও ভুল হবে না) ওয়েবস্টার (৫১/৩) নিজেও। দিনের খেলা শেষে বলেছেন, ‘আমি নিজেও ভাবিনি, স্পিন বোলিংয়ে এই ম্যাচে প্রভাব ফেলতে পারব! মাঝে মাঝে এই রকম হয়ে যায়! স্টার্সির (মিচেল স্টার্ক) ফুটমার্কে ক্ষতচিহ্ন তৈরি হয়েছিল উইকেটে। সেটাই কাজে এসেছে।’

দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ৩০২/৮। লিড সবে ১১৯। শুক্রবার পঞ্চম দিনে শেষ দুই উইকেট দ্রুত তুলে নিয়ে জয়ের লক্ষ্যে নামবেন স্টিভেন স্মিথ, ট্রাভিস হেডরা। ইংল্যান্ডের সামনে তখন লক্ষ্য মরিয়া কামড়ে সিরিজ হারের ব্যবধান কমিয়ে ৩-২ করা। ক্ষীণ হলেও যে লড়াইয়ের রসদ জুগিয়ে শিরোনামে ইংল্যান্ডের তরুণ ২২ বছর বয়সি টপ অর্ডার ব্যাটার জ্যাকব বেথেল।

বেন ডাকেট ও হ্যারি ব্রুক (দুইজনেই ৪২) ছাড়া বাকিদের ব্যর্থতার লম্বা লাইনের মাঝে প্রতিরোধ বেথেলের লড়াকু ইনিংস। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও কখনও সেঞ্চুরি করেননি। সেই বেথেল এদিন তিন নম্বরে খেলতে নেমে কেরিয়ারের সেরা ব্যাটিং উপহার দিলেন ঐতিহাসিক সিডনিতে। ১৬২ বলে যখন প্রথম টেস্ট শতরানে পা রাখেন, তখন গ্যালারিতে আবেগে ভাসলেন মাঠে হাজির বেথেলের বাবা।

গোটা মাঠ উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানায় ইংল্যান্ডের তরুণ তুর্কিকে। স্টার্কের বলে জ্যাক ক্রলি (১) আউট হওয়ার পর ইনিংসের প্রথম ওভারেই মাঠে নেমেছিলেন বেথেল। দিনের শেষে যখন অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়লেন নামের পাশে ১৪২। ২৩২ বলের ইনিংস সাজানো ১৫টি বাউন্ডারি শটে। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে সিনিয়ারদের ব্যর্থতা ঢেকে এক তরুণের দলকে খাদের কিনারা থেকে তুলে ধরার তাগিদ।

ডাকেটের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৮১ রান যোগ করেন বেথেল। জুটি ভাঙেন মাইকেল নেসের। কাট করতে গিয়ে ব্যাটের কানায় লেগে উইকেট ভেঙে দেয় ডাকেটের। প্রথম ইনিংসের নায়ক জো রুট (৬) অবশ্য এদিন দ্রুত ফেরেন। ১১৭/৩ থেকে ব্রুক-বেথেল খেলা ধরে নিয়েছিলেন। দুইজনের সেঞ্চুরি পার্টনারশিপে স্কোর ২১৯/৩-এ পৌঁছে যায়। কিন্তু এখান থেকে ওয়েবস্টার চমক এবং ইংল্যান্ড ইনিংসে ধস। ব্রুকের (৪২) পর ফিরে যান উইল জ্যাকস (০), স্টোকসও (১)। ৪৮ রানে চারটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট হারিয়ে ২৬৭/৭ থ্রি লায়ন্স।

শেষপর্যন্ত দিনের খেলা শেষ করে ৩০২/৮ স্কোরে। আগামীকাল ১১৯-এর লিডকে কতদূর টেনে নিয়ে যেতে পারেন বেথেল (অপরাজিত ১৪২), তার ওপর ম্যাচের ভাগ্য, লড়াই অনেকাংশে নির্ভর করবে। বেথেলের স্বপ্নের ইনিংসের মাঝে ইংল্যান্ডের জন্য অস্বস্তির খবর। কুঁচকিতে চোট অধিনায়ক স্টোকসের। আগামীকাল বল করা নিয়ে অনিশ্চয়তা।

একা লড়ছেন বেথেল

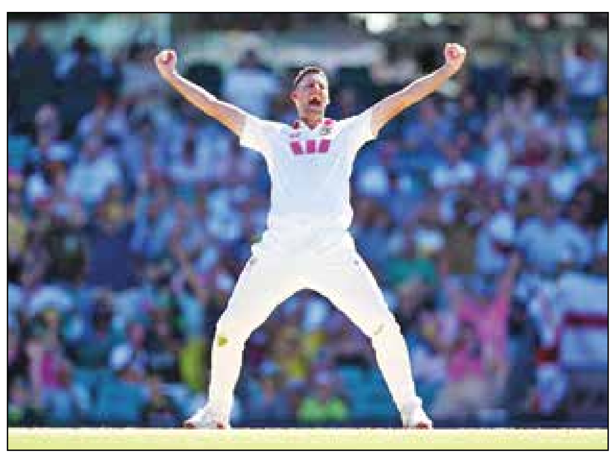

তিন উইকেট নেওয়ার পর উচ্ছ্বাস বিউ ওয়েবস্টারের। বুধবার।

আইসিসি সমস্যার গুরুত্ব বুঝছে না

দাবি বাংলাদেশের

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : ভারতে খেলব না।

বাংলাদেশের যে হুংকারের পালটা জবাব কড়া ভাষাতেই দিয়েছে আইসিসি। জয় শা-র নেতৃত্বাধীন বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভারতেই খেলতে হবে। না হলে প্রতিপক্ষকে ওয়াকওভার দিয়ে সংশ্লিষ্ট ম্যাচের পুরো পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া হবে। অতীতে 'বয়কট' ইস্যুতে আইসিসি এই পন্থা নিয়েছে। ভারত নিয়ে 'বিদ্রোহী' বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) কার্যত সেই আয়না দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশের ভারত বয়কটের হুমকির পর গতকাল আইসিসি-র আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন জয় শা। প্রাথমিকভাবে যেখানে ঠিক হয় বাংলাদেশের 'আবদার' মেনে নেওয়া হবে না। সূত্রের খবর, বিসিবি-কে নিজেদের কড়া অবস্থানের কথা জানিয়েও দেয় আইসিসি। যেখানে বলে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বকাপের আগে খুব বেশিদিন নেই। এর মধ্যে সূচি পরিবর্তন সম্ভব নয়। খেলতে হলে ভারতেই খেলতে হবে।

আইসিসি-র তরফে সরকারিভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তি অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে জয় শা-দের গতকালের বৈঠকের নির্যাস সংবাদমাধ্যমের সূত্রে সামনে চলে আসার পর প্রবল অস্বস্তিতে বাংলাদেশ বোর্ড। মুখ বাঁচাতে তড়িঘড়ি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত যে খবরকে নস্যাৎ করে রাতারাতি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তারা।

বিসিবি দাবি করেছে, সংবাদমাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্যি নয়। আইসিসি-র তরফে এই রকম কোনও 'হুঁশিয়ারি' দেওয়া হয়নি। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা চলছে। আইসিসি-ও বিসিবি-র দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার টেবিলে বসতে চাইছে। গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতে খেলা নিয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তার যুক্তিকে। আইসিসি-র সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রয়েছে বিসিবি-র। বিশ্বাস, দ্রুত সদর্থক পদক্ষেপ করবে আইসিসি।

বিকেলের দিকে বোর্ড কর্তাদের নিয়ে বৈঠকেও বসেন বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। বৈঠক শেষে আইসিসি-কে কাঠগড়ায় তুলে অভিযোগ করেন, 'আইসিসি-র পাঠানো চিঠি পড়ে আমাদের মনে হয়েছে, ওরা আমাদের সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। বর্তমানে এটা শুধু নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, এরসঙ্গে জড়িয়ে গোটা দেশের অভিমান, মর্যাদা। আমরা ক্রিকেট পাগল দেশ। বিশ্বকাপে অবশ্যই খেলতে চাই। কিন্তু দেশের অমর্যাদা, ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার সঙ্গে সমঝোতা করে কখনও নয়। বিশ্বকাপ সহআয়োজক শ্রীলঙ্কাও, আমরা সেখানেই খেলতে চাই।'

বর্তমান সূচি অনুযায়ী গ্রুপ লিগে চারটি ম্যাচ ভারতে খেলবে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৭ ফেব্রুয়ারি), ইতালি (৯ ফেব্রুয়ারি), ইংল্যান্ড (১৪ ফেব্রুয়ারি)-- তিনটি ম্যাচ খেলবে ইডেনে। ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মুম্বইয়ে। বাংলাদেশের ভারত থেকে ম্যাচ সরানোর দাবি মেটাতে হলে পুরো সূচিই বদলাতে হবে।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সঞ্চালকের দায়িত্ব থেকে ঋধিমা পাঠককে সরিয়ে দিল সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড।

বিড়ম্বনা আটকাতে বিসিবি-র ওপর পালটা চাপ তৈরির রাস্তা নিয়েছেন জয় শা অ্যান্ড কোং।

ভারতে খেলো, না হলে পয়েন্ট কাটা যাবে

ক্রিকেটমহলের খবর, বল এখন বিসিবি-র কোর্টে। আইসিসি চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ভারতে খেলবে নাকি পুরোপুরি বিশ্বকাপ বয়কটের রাস্তায় হাঁটবে সেটাই দেখার। অতীতে ১৯৯৬ ওডিআই বিশ্বকাপে নিরাপত্তার কারণে শ্রীলঙ্কায় খেলতে রাজি না হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার সংশ্লিষ্ট ম্যাচের পয়েন্ট কাটা গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে একাধিকবার যার পুনরাবৃত্তি দেখা গিয়েছে।

এবার সেই তালিকায় বাংলাদেশের নাম সংযোজন হবে কি না, চোখ ক্রিকেট বিশ্বের। শেষপর্যন্ত বাংলাদেশ যদি নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে বয়কটের রাস্তায় হাঁটে, তার মূল্যও ভালোমতো চোকাতে হবে তাদের। পরবর্তী টি২০ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার ছাড়পত্র হাতছাড়া হবে। একই সঙ্গে হারাবে বিশ্বকাপ থেকে প্রাপ্য বিশাল অঙ্কের অর্থ।

বিশ্বকাপ নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) থেকে বাদ দেওয়া হল ভারতীয় সঞ্চালিকা ঋধিমা পাঠককে। পাকিস্তানের জয়নাব আব্বাসের সঙ্গে দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় কন্যা। যদিও ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেটীয় টানাপোড়েনে বাদ পড়তে হল ঋধিমাকে। বিসিবি আজ যে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে।

ডার্বির হোম ম্যাচ আয়োজনে হতে পারে জটিলতা

দূরদর্শনে আইএসএল সম্প্রচারের সম্ভাবনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : প্রায় ১৭-১৮ বছর পর আবার ভারতীয় ফুটবলের শীর্ষ লিগে সম্ভবত প্রবেশ করতে চলেছে দূরদর্শন।

মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ক্লাব প্রতিনিধি ও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরুর দিন ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে তিনি এটাও জানান, এবারের লিগে খেলতে চলেছে ১৪ দলই। যদিও পরে রাত ৯টা পর্যন্ত সময় চেয়ে নেয় চেন্নাইয়িন এফসি, এফসি গোয়া ও ওড়িশা এফসি। যার মধ্যে চেন্নাইয়িনও জানিয়ে দেয় তারা খেলছে। যা খবর তাতে খেলতে চলেছে এফসি গোয়াও। দল গড়ার চেষ্টা করছে ওড়িশা এফসি-ও। এক লেগের লিগ হতে চলেছে এবার। হবে মোট ৯১টি ম্যাচ। যার মধ্যে সব ক্লাবই হোম ম্যাচ পাবে। তবে সুইস পদ্ধতির এই লিগে কোনও ক্লাব ৭টা, কোনও ক্লাব ৬টা হোম ম্যাচ পাচ্ছে। যা লটারির মাধ্যমে ঠিক হবে। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই হয়তো ঠিক হয়ে যাবে ক্রীড়াসূচি। যদিও কিছু বিষয় নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে ক্লাবগুলির মধ্যে। যেমন কলকাতা ডার্বি। এবার একটিই ম্যাচ হবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট এবং ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই এই ম্যাচ দুই ক্লাবেরই আয়ের একটি বড় সূত্র। কিন্তু একটা ম্যাচ হলে সেখান থেকে কীভাবে আয় হবে দুই ক্লাবের, সেই সবই হয়তো এবার ক্লাবগুলিকে নিজেদের মধ্যে বসে ঠিক করতে হবে। তেমনি কেরালা ব্লাস্টার্স আদৌ কোচি স্টেডিয়াম পাবে কিনা, প্রশ্ন আছে সেই নিয়েও। তাছাড়া আপাতত এএফসি-র কাছে এই মরশুমকে ব্যতিক্রমী বলে জানিয়ে চিঠি লেখা হচ্ছে স্লট পাওয়ার জন্য। কিন্তু এএফসি-র নির্ধারিত ২৭ ম্যাচের নিয়মের গেরোয় যে এএফসি টুর্নামেন্টের স্লট চলে যাবে না, তাও নিশ্চিত নয়। তবে সম্প্রচারকারী নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ক্লাবকর্তারা, সেই সমস্যা দূর হওয়ার পথে। দূরদর্শন স্পোর্টসেই এবারের লিগ দেখানো হতে পারে বলে খবর। এদিন নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে দূরদর্শন স্পোর্টস থেকে শুরুতে পোস্ট করা হয় আইএসএল সম্প্রচারের কথা জানিয়ে। আগামী ১০ তারিখ বিপণন সঙ্গী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চলেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

> এআইএফএফ, ক্লাব, ফুটবলার, সমর্থক সব স্টেকহোল্ডাররাই চাইছিলেন লিগ শুরু করে ফুটবল ফেরাতে। আমি খুশি যে সকলে মিলে লিগের তারিখ ঠিক করা গিয়েছে।
>
> -কল্যাণ চৌবে

তবে শুধু এই মরশুমের জন্যই নয়। ১৫ বছরের মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট শেষ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েও আগে যে দুই তরফে আলোচনা হয় তার ভিত্তিতে ২০ এপ্রিল নতুন করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। মূলত এই বিপণন সঙ্গী না থাকাই এতদিন লিগ না হওয়ার প্রধান কারণ। যা নিয়ে কল্যাণ চৌবে মঙ্গলবারই বলেছেন, 'মরশুমের মাঝপথে এমআরএ শেষ হয়ে যাওয়া এবং বিপণন সঙ্গী না থাকা সহ নানা ঘটনায় লিগটা করা যাচ্ছিল না। কিন্তু এআইএফএফ, ক্লাব, ফুটবলার, সমর্থক সব স্টেকহোল্ডারই চাইছিলেন লিগ শুরু করে ফুটবল ফেরাতে। আমি খুশি যে সকলে মিলে লিগের তারিখ ঠিক করা গিয়েছে। এর জন্য সব স্টেকহোল্ডারকে ধন্যবাদ দিতে চাই।' এই মুহূর্তে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড না থাকলেও আশা করা হচ্ছে তারাই আবার বিপণন সঙ্গী হিসাবে ফিরবে আগামী মরশুম থেকে। যদি দুই পক্ষ আলোচনার টেবিলে এক জায়গায় আসতে পারে সেক্ষেত্রে হয়তো এবারের এই অল্প সময়ের লিগেও তারাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

ফের পয়েন্ট নষ্ট নর্থবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি।

বেঙ্গল সুপার লিগে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনকে ঘরের মাঠ করে খেলতে নেমে ৬ ম্যাচের তিনটিতে হেরেছে, জয় মাত্র একটিতে। বুধবার জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্রয়ে ঘরের মাঠে অমীমাংসিত ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে হল ২। এদিন খুব খারাপ খেলেনি তারা। তবে গোল করার লোকের অভাব ফের একবার পরিলক্ষিত হয়েছে। নর্থবেঙ্গলের ডেভিড মোথলা ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। এদিন ড্র করলেও রয়্যাল সিটি শীর্ষস্থান ধরে রাখল। ৯ ম্যাচ খেলে তাদের পয়েন্ট ১৮। দ্বিতীয় স্থানে থাকা হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের থেকে তারা ২ পয়েন্টে এগিয়ে। ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ৬ নম্বরেই থেকে গেল নর্থবেঙ্গল।

শীর্ষে রয়্যাল সিটি

অনুশীলনে সাইডলাইনে আনোয়ার

হামিদের বিকল্প দ্রুত চান অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : হামিদ আহদাদের বিকল্প খুঁজতে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনায় অস্কার ব্রুজোঁ।

আইএসএল শুরুর আভাস পেয়েই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এবার প্রতিযোগিতা শুরুর দিন ঘোষণা হতেই নীল নকশা ছকা শুরু করে দিলেন লাল-হলুদ কোচ অস্কার। বুধবার ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তুতিতে উপস্থিত ছিলেন দলের হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটো, ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ও ম্যানেজমেন্টের অন্যান্য কর্তারা। অনুশীলন শেষে তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন ব্রুজোঁ।

পরে দেবব্রত জানান, মূলত হামিদের বিকল্প ফুটবলার খোঁজা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। এই বিষয়ে বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিংটোকে। আইএসএল শুরু হতে এক মাসের একটু বেশি সময় বাকি। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত হামিদের বিকল্প খুঁজে নিতে চাইছেন ব্রুজোঁ। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে নতুন স্ট্রাইকারের দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে যাতে সমস্যা না হয় সেজন্যই এই পরিকল্পনা। সূত্রের খবর হামিদের বিকল্প পেয়ে গেলে আরও একজন স্ট্রাইকার খুঁজবে ইস্টবেঙ্গল। সেক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে হিরোশি ইবুসুকিকেও।

এদিন লাল-হলুদ অনুশীলনে

প্রস্তুতিতে কড়া নজর অস্কার ব্রুজোঁর। বুধবার।

সাইডলাইনে দেখা গেল দলের রক্ষণভাগের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আনোয়ার আলিকে। যদিও ম্যানেজমেন্টের দাবি তাঁর গুরুতর কোনও চোট নেই। পেশীতে অস্বস্তি অনুভব করায় আনোয়ারকে বিশ্রাম দেন অস্কার। সাইডলাইনে ফিজিওর কাছে সময় কাটান নন্দকুমার শেখরও। পুরোনো চোটই ভোগাচ্ছে তাঁকে। এদিকে বুধবার কলকাতায় চলে এসেছেন ইস্টবেঙ্গলের ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার মিগুয়েল ফিগুয়েরো। দীর্ঘ বিমান যাত্রার ক্লান্তি থাকায় অনুশীলনে আসেননি তিনি।

বুধবারের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ছবি। সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

চেনা চেহারায় ফিরছে যুবভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : আইএসএল শুরুর দিন ঘোষণা হয়েছে মঙ্গলবারই। একই সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংস্কারের কাজ।

লিওনেল মেসির কলকাতা সফরের পর বেহাল অবস্থায় পড়েছিল যুবভারতী। মাঠের মধ্যেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল ভাঙা বাকেট চেয়ার, ছেঁড়া পোস্টার। তদন্তকারী সংস্থার নির্দেশ থাকায় মেরামতের কাজে হাত দেওয়াও সম্ভব হয়নি। ফলে একটা বিষয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছিল, আইএসএল শুরু হলেও যুবভারতীতে নিজেদের হোম ম্যাচ খেলার অনুমতি পাবে তো ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট!

বুধবার যুবভারতীতে গিয়ে চোখে পড়ল মাঠ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ফাঁকা করে ফেলা হয়েছে স্টেডিয়াম। সূত্রের খবর, কয়েক প্রস্থ প্রশাসনিক বৈঠকের পর স্টেডিয়াম মেরামতের অনুমতি মিলেছে। আইএসএলে হোম ম্যাচ আয়োজনের জন্য যুবভারতী ব্যবহারের অনুমতি মিলে যাবে বলেও বাংলার দুই ক্লাবকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। তবে বাকেট চেয়ার নতুন করে না বসানো পর্যন্ত যুবভারতীর দর্শক ধারণ ক্ষমতা অনেকটাই কম থাকবে। হাজার দশেকের মতো কম দর্শক আসন নিয়ে ম্যাচ আয়োজন করতে হবে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে। ফলত এই পরিস্থিতিতে ডার্বি আয়োজন নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে।

বৈভবের ব্যাটে ঝড়, বড় জয় ভারতের

বেনোনি, ৭ জানুয়ারি : জোড়া শতরানে জয় ভারতের।

সিরিজের তৃতীয় একদিনের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে ২৩৩ রানে জয় পেল বৈভব সূর্যবংশীর ভারত। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রথম উইকেটের জুটিতেই দুশো পার করেন অ্যারন জর্জ ও বৈভব। ১১৮ রান করে আউট হন অ্যারন। ৭৪ বলে ১২৭ রান করেন বৈভব। ৫০ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৩৯৩ রান করে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় ক্রিকেট দল।

জবাবে কোনওক্রমে দেড়শো রানের গণ্ডি পার করে প্রোটিয়ারা। ৩৫ ওভার স্থায়ী হয় তাদের ইনিংস। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষ হয় ১৬০ রানে। একাই তিন উইকেট নিয়েছেন কিষানকুমার সিং। জোড়া শিকার মহম্মদ এনানের।

মুস্তাফিজুরের পাশে মঈন

লন্ডন, ৭ জানুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেটীয় বিতর্কে মুস্তাফিজুর রহমানের পাশে দাঁড়ালেন মঈন আলি। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অলরাউন্ডারের মতে, মুস্তাফিজুরকে নিয়ে যা ঘটেছে, তা ক্রিকেট বিশ্বের জন্য খুব খারাপ উদাহরণ। বিষয়টি শুধু মুস্তাফিজুর, বাংলাদেশ নয়, এর প্রভাব পড়ছে ক্রিকেটের ওপর। আখেরে ক্ষতি ক্রিকেটেরই। এক সাক্ষাৎকারে মঈন বলেছেন, 'সত্যি বলতে মুস্তাফিজুরের সঙ্গে যা হয়েছে, তা ঠিক নয়। এই ধরনের বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে ভাবা উচিত। ইতিমধ্যেই এই ধরনের একাধিক ইস্যু তৈরি হয়েছে। ক্রিকেটের জন্য যা বড় সমস্যার জায়গা।'

আইপিএল থেকে ছাঁটাই হওয়া মুস্তাফিজুরের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মঈন আরও বলেছেন, 'সবকিছু বাদ দিলেও মুস্তাফিজুরের জন্য খারাপ লাগছে। দারুণ চুক্তির প্রস্তাব ছিল ওর কাছে। খুব ভালো ছন্দে ছিল। ভালো কিছু করে দেখানোর তাগিদ নিয়ে নামত। একাধিক টিম ওর জন্য বিড করছে। শেষপর্যন্ত কলকাতা নাইট রাইডার্স নেয়। চলতি পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মুস্তাফিজুরই।' ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন। মঈনের দাবি, আইসিসি কার্যত নিয়ন্ত্রণ করছে ভারত। সর্বদা ছড়ি ঘুরিয়ে আসছে। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো বোর্ড চুপচাপ যা মেনে নিচ্ছে। একইসঙ্গে সমর্থন করেছেন মুস্তাফিজুর বিতর্কের জেরে ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়া, আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের বাংলাদেশের পদক্ষেপকেও। যুক্তি, ভারতীয় বোর্ড মুস্তাফিজুরকে নিয়ে যা করেছে, তারপর বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক, প্রত্যাশিত।

টাটা স্টিল দাবায় প্রথম দিনেই শীর্ষে আনন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : টাটা স্টিল দাবা প্রতিযোগিতার প্রথম দিনেই নিজস্ব মেজাজে কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ।

দীর্ঘ ছয় বছর পর ফের এই প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমেছিলেন আনন্দ। বুধবার র‍্যাপিডের প্রথম রাউন্ডে ওয়েসলি সো-কে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় নিজের অভিযান শুরু করেন তিনি। দ্বিতীয় রাউন্ডে ড্র করলেও তৃতীয় রাউন্ডে ফের স্বমহিমায় আনন্দ। তৃতীয় রাউন্ডে ভারতীয় গ্রান্ডমাস্টার অরবিন্দ চিথাম্বরমকে হারান তিনি। আপাতত দিনের শেষে ২.৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছেন আনন্দ।

অন্য ভারতীয়দের মধ্যে বিদিত গুজরাটি চতুর্থ স্থানে, নিহাল সারিন পঞ্চম স্থানে, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ ষষ্ঠ স্থানে। এছাড়াও অর্জুন এরিগাইসি অষ্টম ও অরবিন্দ চিথাম্বরম নবম স্থানে রয়েছেন। মহিলাদের বিভাগে ২.৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন কারিসা ইয়াপ। ভারতীয়দের

৬ বছর পর টাটা স্টিল দাবায় ফিরেই ছন্দে আনন্দ।

মধ্যে অবন্তিকা শর্মা চতুর্থ, রক্ষিতা ষষ্ঠ, দ্রোণাভালি হারিকা সপ্তম স্থানে রয়েছেন। এছাড়া নবম স্থানে দিব্যা দেশমুখ ও দশম স্থানে রমেশবাবু বৈশালী রয়েছেন।

ক্লাবের কাছে প্রাক্তনদের আহ্বানের আর্জি প্রসূনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : রাজনীতির কাজে ব্যস্ত তিনি। তবুও মোহনবাগানের টানে এদিন হঠাৎই হাজির ক্লাব তাঁবুতে। সঙ্গে ডেকেছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্যকেও। তিনি যদিও আসেননি। কেন আসেননি বলতে গিয়েই প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'আমি প্রতিদিন মাঠে আসার সুযোগ পাই না রাজনীতির কাজে ব্যস্ত থাকায়। দিল্লিতে সংসদের অধিবেশন থাকলে আমাদের ওখানেই থাকতে হয়। কিন্তু আগে বাবলু প্রতিদিন আসত। এখন আর আসে না কোনও সম্মান পায় না বলে।'

এরপর তাঁর আর্জি, 'ক্লাব যদি চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু পারে এইসব প্রাক্তনদের সামান্য সম্মান জানাতে। লনে আলাদা করে একটু বসার জায়গা করা হলে ভালো হয়। বাবলুর মতো যারা এই ক্লাবটাকেই চিরকাল নিজের ঘর বলে জেনেছে তাদের এটুকু সম্মান কিন্তু প্রাপ্য।' প্রাক্তন মিডফিল্ডারের এই অভিযোগের জবাবে এদিন কার্যনির্বাহী সমিতির এক সদস্যের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা ধীরে ধীরে কিন্তু করছি এই কাজগুলো। প্রাক্তনদের ডাকা হচ্ছে নিয়মিত। উনি হয়তো খোঁজ রাখেন না বলে এই সব বলছেন।' সুব্রত ভট্টাচার্য অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

স্মরণে

শিপ্রা সেনগুপ্ত
৮ই জানুয়ারি, ২০০১
২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী
"তোমার শূন্যস্থান অপূরণীয়
তুমি চিরকাল আমাদের
মাঝেই থাকবে।"
- শ্রীতমা সেনগুপ্ত, ছবি সেনগুপ্ত,
অগ্নিনি সেনগুপ্ত ও সেনগুপ্ত পরিবার।
পাণ্ডাপাড়া, কালীবাড়ি, জলপাইগুড়ি।

চেলসির দায়িত্বে লিয়াম

লন্ডন, ৭ জানুয়ারি : চেলসির নতুন কোচ হলেন লিয়াম রোসেনিয়র। নতুন বছরের শুরুতেই এঞ্জো মারেস্কাকে ছাঁটাই করে চেলসি। এরপর 'দ্য ব্লুজ'-এর পরবর্তী কোচ হিসেবে অনেকের নাম উঠে এসেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়েছিলেন লিয়াম রোসেনিয়র। শেষ পর্যন্ত এই তরুণ কোচকেই মারেস্কার উত্তরসূরি নির্বাচিত করে চেলসি। তাঁর সঙ্গে ২০৩২ পর্যন্ত চুক্তি করেছে লন্ডনের ক্লাবটি। চেলসির দায়িত্ব পেয়ে রোসেনিয়র বলেছেন, 'চেলসির কোচ হওয়াটা আমার কাছে গর্বের বিষয়। চেষ্টা করব নিজের সেরাটা দিয়ে ক্লাবকে সাফল্য এনে দিতে।' চেলসির দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি ফরাসি ক্লাব স্ট্রাসবর্গের দায়িত্বে ছিলেন।

সেমিফাইনালে এমএসসিসি

বারবিশা, ৭ জানুয়ারি : বারবিশা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের এমপি রাজ্যসভা টি২০ গোল্ড কাপ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল এমএসসিসি ফরওয়েশগঞ্জ। বুধবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৫৮ রানে হারিয়েছে নাগরাকাটা ওয়ারিয়র্সকে। টসে জিতে এমএসসিসি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ২০০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা আয়ুষ পাল ৬৩ রান করেন। পীযূষ ৩৯ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ওয়ারিয়র্স ১৭.৩ ওভারে ১৪২ রানে সব উইকেট হারায়। অমিত কুমারের অবদান ৪৮ রান। গেম চেঞ্জার জাভেদ ২৪ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনাল খেলবে ডিএফইউসি দুর্গাপুর এবং সিএসকে শ্রীরামপুর।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে আয়ুষ পাল। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

স্থগিত ম্যাচ

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : গত কয়েকদিনের ঘন কুয়াশায় পিচ ড্যাম্প হওয়ার কারণে বুধবার বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ক্রিকেটে ডালখোলা আরকে প্যান্থার ও বিহারের সিতামারির ম্যাচ স্থগিত হল। এমজেএন স্টেডিয়ামে ম্যাচটি বৃহস্পতিবার হবে।

ম্যাচের সেরা রোহিত হোসেন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ফাইনালে এসএসএসি

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলে ফাইনালে উঠল কোচবিহারের এসএসএসি। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। বিবেকানন্দ খেলার মাঠে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হন রোহিত হোসেন।

জিতল বিজয়

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার দ্বিতীয় এলিমিনেটরে বিজয় স্পোর্টস ক্লাব ৫ উইকেটে হারিয়েছে সুভাষপল্লি সিসি-কে। অরবিন্দনগর মাঠে সুভাষপল্লি টসে জিতে ৩১.৬ ওভারে ১৪৮ রানে করে। রাজদীপ রায়চৌধুরীর অবদান ৪১ রান। ম্যাচের সেরা জিৎ সরকার ৩৩ রানে নেন ৪ উইকেট। জবাবে বিজয় ২৩.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়। বিজয় দে ৬৫ রান করেন। মানস বাজ্জার ৩৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

কোয়ার্টারে মহামায়া

বারবিশা, ৭ জানুয়ারি : জোড়াই একাদশের জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল মহামায়া এন্টারপ্রাইজ। বুধবার তৃতীয় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২৫৩ রানে হারিয়েছে ফলিমারি একাদশকে। টসে জিতে মহামায়া ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৫৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সায়ন মণ্ডল ৯২ রান করেন। সনু দাস ৬৭ রানে ৪ উইকেট নেন। জবাবে ফলিমারি ১৬.১ ওভারে ১০২ রানে সব উইকেট হারায়। উৎপল সরকারের অবদান ১৯ রান। গোরা পাঞ্জাব ৬ রানে নেন ৪ উইকেট। বৃহস্পতিবার চতুর্থ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে ভি-১২ বঙ্গাইগাঁও এবং জলপাইগুড়ির মহারাজা একাদশ।

ম্যাচের সেরা হয়ে সায়ন মণ্ডল। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সেমিফাইনালে ডিএফইউসি

বারবিশা, ৭ জানুয়ারি : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল ডিএফইউসি নর্থবেঙ্গল। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩০ রানে জিতেছে মেটেলি টাইটানের বিরুদ্ধে। টসে হেরে ডিএফইউসি ১৮.৫ ওভারে ১৫০ রানে অল আউট হয়। গেম চেঞ্জার সাকিবের অবদান ৩৮ রান। আফজল আনসারি ১২ রানে ৪ উইকেট নেন। জবাবে টাইটান ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২০ রানে থামে। শ্রীদীপ পোদ্দার ২৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা বিক্রমের শিকার ২১ রানে ৪ উইকেট। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে শিলিগুড়ির পান্ডে একাদশ এবং কোচবিহারের শুভ একাদশ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর একজন বাসিন্দা বুদ্ধদেব মল্লিক - কে

04.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86H 68071 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আমি জীবনের একটা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন এই অপ্রত্যাশিত সুযোগটি নতুন আশা নিয়ে এসেছিল। ডিয়ার লটারি আমার জীবনে ঠিক মুহূর্তে প্রবেশ করেছিল এবং ডিয়ার লটারি কেনার একটি সহজ সিদ্ধান্ত এখন আমার জীবনকে এক দুর্দান্ত উপায়ে বদলে দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।